পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 357 Saturday, 30 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৫৭ সংখ্যা ❋ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, শনিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দখল করা জমি থেকে সব সরানোর নির্দেশ অমৃতা সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ জাতীয় সড়কের জন্য নেওয়া জমি দখল করে তৈরি হয়েছে পাকা বিল্ডিং!আর সেই অভিযোগ সামনে আসার পরও সে সব সরাতে ব্যর্থ হচ্ছে পূর্ত দফতর। এমনকী তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত রয়েছে এমনই একটি দখল করা জমিতে। এই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে। অবিলম্বে সব দখলদারি সরানোর নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তৃণমূলের পার্টি অফিস সহ যাবতীয় বেআইনি দখলদারকে

উচ্ছেদ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। আগামী ১২ সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়া থানায় এলাকার কাকড়া মউজার বাসিন্দা এক ব্যক্তি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বাড়ির সামনেই পূর্ত দফতরের রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিতে এখন বহু পাকা বিল্ডিং তৈরি করে তা দখল করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় তাঁর বাড়িতে ঢোকার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে! বারবার আবেদন করেও কাজ না হওয়ায় তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বসিরহাটের পূর্ত দফতরের তরফে হাইকোর্টে রিপোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে, সেখানে অভিযোগের সত্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই রিপোর্টেই জানানো হয়েছে, ওই দখলদারদের মধ্যে তৃণমূলের দলীয় অফিসও রয়েছে। ওই রিপোর্ট দেখার পরই বিচারপতি সিনহা তৃণমূল অফিস সহ যাবতীয় দখল উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেন।

কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের নিরাপত্তা আরও বাড়াল লালবাজার

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করা হল। উপদূতাবাসের বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়নের সিদ্ধান্ত নিল লালবাজার। এতদিন বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের বাইরে যে সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকত, সেই সংখ্যা অনেকটাই বাড়ানো হল। দিল্লিতেও বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাইরে জোরদার করা হল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিবাদে গতকাল 'বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ' নামে একটি সংগঠন কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাস অভিযানের ডাক দিয়েছিল। ওই অভিযানকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। সূত্রের খবর, গতকালের ওই অভিযানের পরই উপদূতাবাসের নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নজরদারি করবেন। এছাড়াও থাকবেন ২ জন ইন্সপেক্টর। ৬ জন করে এএসআই এবং এসআই পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে ৩০ জন লাঠিধারী কনস্টেবল থাকবেন উপদূতাবাসের বাইরে। শুধু কলকাতা নয়। নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের বাইরেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। হাইকমিশনের বাইরে মোতায়েন করা হয়েছে দিল্লি পুলিশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৬৩ ধারা। হাইকমিশনের প্রবেশপথে ব্যারিকেড রাখা হয়েছে। যে কোনও বিক্ষোভ মোকাবিলায় কাঁদানে গ্যাস হাতে তৈরি দিল্লি পুলিশের র‍্যাফ।

বরফ গলছে?

দু'বছর আটকে রাখার পর অবশেষে বাংলাকে এই খাতে টাকা দিল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ গত টানা চার বছর ধরে বকেয়া টাকা মেটানোর ব্যাপারে বাংলার সঙ্গে দিল্লির টানাপোড়েন চলছে তা এক প্রকার বেনজির। অতীতে বামেরাও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বার বার বঞ্চনার অভিযোগ করত। কিন্তু সেই দাবি কতটা সঙ্গত কতটা অসঙ্গত অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু এখন সে পরিস্থিতি নয়। গোটা ব্যাপারটা এবং হিসাবনিকেশ অনেকটাই স্বচ্ছ। গত ২ বছর ধরে গ্রামের রাস্তা খাতে বাংলাকে এক নয়া পয়সাও দেয়নি মোদি সরকার। গত আর্থিক বছর থেকে একশ দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবাস যোজনা খাতে ৮২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য চিঠি দিয়েও শেষমেশ সেই টাকা দেয়নি। একমাত্র অর্থ কমিশনের

সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের টাকায় যে অংশ রাজ্যের পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে বাংলা। তা ছাড়া মিড ডে মিল ও সে ধরনের কিছু প্রকল্পে এখনও বরাদ্দ টিম টিম করে টিকে রয়েছে। এই নেতি নেতির মাঝে মঙ্গলবার রাতে নয়াদিল্লি থেকে যে চিঠি নবান্নে এসেছে তা ইতিবাচক বলেই মনে করা হচ্ছে। নবান্নের কর্তাদের মতে, এতে বিশাল উফুল্ল হওয়ার কারণ নেই ঠিকই। তবে ব্যাপারটা যে পজিটিভ তা বলা যেতে পারে। কারণ, পুরো দু'বছর পর গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে বাংলাকে এক হাজার কোটির কিছু বেশি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। এর আগে শেষবার গ্রামের রাস্তা খাতে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাকে ৩৪৩ কোটি টাকা দিয়েছিল কেন্দ্রের সরকার। সূত্রের খবর, বাংলার গ্রামে গঞ্জে নতুন ৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চেয়েছিল রাজ্য। তার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার কিলোমটার রাস্তার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। বলে রাখা ভাল, গ্রামে এই রাস্তা তৈরির কাজে কেন্দ্র ৬০ শতাংশ টাকা দেয়। বাকি ৪০ শতাংশ খরচ করতে হয় রাজ্যকে। গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে এই টাকা বাজপেয়ী জমানা থেকে পেয়ে আসছে বাংলা। ইউপিএ জমানায় এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছিল পূর্বের এই রাজ্য। তখন পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। কেন্দ্রে তখন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন জয়রাম রমেশ। সুব্রত ও জয়রামের মধ্যে সুষ্ঠু কাজের সম্পর্ক ছিল। গ্রামে রাস্তা তৈরির ব্যাপারে তাঁদের দুজনের আগ্রহ ছিল অসীম। তারই সুফল পেয়েছিল বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জমানায় সেই কারণেই ৫ হাজার কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ গ্রামের রাস্তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একুশ সালে বিধানসভা ভোটের পর থেকেই কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক ঘেঁটে গেছে। বাংলায় কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে বল্গাহীন দুর্নীতির অভিযোগ করেছে বিজেপি। বার বার কেন্দ্রীয় টিম পর্যবেক্ষণে এসেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে দেখাও করেছিলেন গত ডিসেম্বর মাসে। তবু কাজের কাজ কিছু হয়নি। শেষমেশ মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড ভোটের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইশান কোণে আলো দেখা যাচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। অনেকের মনেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে যে এর পর কি একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা খাতে টাকাও রিলিজ করবে কেন্দ্র। কাকতালীয় হল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ করে শুক্রবার বিধানসভায় প্রস্তাব এনেছিল শাসক দল তৃণমূল। সেই আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার বলেছেন, দুর্নীতি বন্ধ হলেই কেন্দ্র টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এরই মধ্যে যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে তা সম্ভবত তৃণমূলের সিংহভাগ বিধায়কেরও জানা নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, বরফ সত্যিই গলছে কিনা তা একটা বরাদ্দ দিয়ে বোঝা যাবে না। একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় বরাদ্দ শুরু হলে বোঝা যাবে, আর্থিক অবরোধ আপাতত উঠে গেল।

লক্ষ্য আরজি কর কাণ্ডের পর চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়'

আজ ডায়মন্ড হারবারের 'ডক্টর্স সামিট'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়' বৈঠকে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার আমতলায় আয়োজিত হয়েছে এই বৈঠক। পোশাকি নাম 'ডক্টর্স সামিট ২০২৪'। আরজি কর কাণ্ডের পর চিকিৎসকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে 'দূরত্ব' তৈরি হয়েছিল, তা মেটাতেই এই বৈঠক। চিকিৎসকদের আন্দোলনের পর এই প্রথম হাজারও চিকিৎসকের মুখোমুখি অভিষেক। রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের একাধিক বিষয় নিয়ে সমন্বয় সভা থেকে কথা বলবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। আমন্ত্রিত চিকিৎসকদের জন্য থাকছে পৃথক প্রবেশপত্র। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে শনিবার আমতলার উদ্দেশে রওনা হবে বাস। হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশন থেকেও বাস ছাড়বে আমতলার উদ্দেশে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মডার্ন মেডিসিন, আয়ুষ মিলিয়ে হাজার চিকিৎসকের সভায় যোগদানের সম্ভাবনা। নতুন বছর থেকে ডায়মন্ড হারবারের সাত বিধানসভায় চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রতিটি বিধানসভায় ১০ দিন ধরে স্বাস্থ্য শিবিরের ভাবনা। এক-এক দিন বিধানসভা ভিত্তিক অন্তত ৪০টি শিবির করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দশ দিনের মধ্যে সাতদিন শিবির পরিচালনায় জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসকরা। তিনদিন সুপার স্পেশালিটি বিভাগের চিকিৎসকেরা থাকতে পারেন। কার্যত স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে 'চলমান-হাসপাতাল' পরিষেবা দেওয়ার ভাবনা। স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি পোর্টেবল ইসিজি পরিষেবা দেওয়ারও পরিকল্পনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে সামাজিক মাধ্যমে এই কর্মসূচির পোস্টার ছড়াতে শুরু করেছে। অভিষেকের 'ডক্টর্স সামিট' ঘিরে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণও তুঙ্গে। 'ডক্টর্স সামিটে'র আয়োজক হিসাবে প্রকাশ্যে উল্লেখ শাসকের তরুণ চিকিৎসক

ব্রিগেড। একেবারে গোড়ায় 'ডক্টর্স সামিটে'র আয়োজক হিসাবে নাম ছিল তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন, হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক শেখ মিরাজউদ্দিনের। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ পত্রের আয়োজক হিসাবে কার্ড থেকে শান্তনু সেনের নাম বাদ পড়ে। নেপথ্যে রয়েছে দলীয় অন্দরের অন্য সমীকরণ। পরিবর্তে আয়োজক হিসাবে কার্ডে নাম ছাপা হয় চিকিৎসক অভীক ঘোষের। কোভিডের সময় ডায়মন্ড হারবারে 'ডক্টর্স অন হুইলস' কর্মসূচি রূপায়ণে সামনের সারিতে ছিলেন এই তরুণ চিকিৎসক। আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্ডে নাম না থাকলেও আমতলার সভায় সুদীপ্ত রায়দের প্রবেশের উপরে নেকনজর রয়েছে শান্তনু শিবিরের। সূত্রের খবর, অনুগামী চিকিৎসকদের নিয়ে স্বাস্থ্যশিবিরে যোগ দিতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। এখনও পর্যন্ত সদুত্তর আসেনি বলেই খবর। শান্তনু সেন ঘনিষ্ঠ চিকিৎসকদের বক্তব্য, এর আগে ডায়মন্ড হারবার-সহ নবজোয়ারে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে তাঁরা সুশান্ত রায়, অভীক দে'র কোপে পড়েছিলেন। শনিবারের সভার পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অভিষেক পাশে থাকবেন সেই বার্তা পেতেও আগ্রহী শান্তনু সেন ঘনিষ্ঠরা। শেখ মিরাজউদ্দিন বলেছেন, তিলোত্তমা কাণ্ডের পর দলের মধ্যে বাইরে দলের ভিতরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেটাই সম্ভবত স্পষ্ট করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল পন্থী চিকিৎসকদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি রয়েছে। মানুষের মধ্যেও ধোঁয়াশা রয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সভায় যাঁরা থাকবেন তাঁরাই আসল তৃণমূল। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অভিষেকের 'ডায়মন্ড হারবার' মডেল আরও একবার নজির গড়বে। কোভিডের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও ডায়মন্ড হারবার সব জেলার মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। চিকিৎসকদের আন্দোলনে যখন গোটা রাজ্য তোলপাড় হয়েছে, তারপর এই ধরনের একটি বৈঠক স্বাভাবিকভাবেই নজির স্থাপন করবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

চিন্ময় দাসের স্বচ্ছ বিচার চাই

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বাংলাদেশকে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বরঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও হিন্দু-সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে কড়া বার্তা ভারতের। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা উদ্বেগজনক, দাবি বিদেশমন্ত্রকের। আশা করি বাংলাদেশের সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে। শুক্রবার এমনটাই জানালেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিক সেদেশের সরকার। তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনই চলবে। বানিজ্যে কোনও প্রভাব পড়বে না। সম্প্রতি হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় দাসের গ্রেফতারি উত্তপ্ত বাংলাদেশ। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আঁচ পড়েছে ভারতেও। সংখ্যালঘু নজরে এনে এর কার্যক্রম বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন আইনজীবী মহম্মদ মনির উদ্দিন। তবে ইসকন ইস্যুতে উত্তাপ বাংলাদেশের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। ছড়িয়ে পড়েছে ভারতেও। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ইসকন একটি আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত সংস্থা, যা সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে ভারত। এদিকে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সংসদে দেওয়া এক লিখিত জবাবে বলেছেন, 'বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক,

নিরাপত্তার প্রশ্নে কিছুদিন আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করে বার্তা দিয়েছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। বরং চিন্ময় দাসের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছ বিচারের সম্ভাবনা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হলে অশান্তি আরও বাড়ে। এমন প্রেক্ষিতে চিন্ময় দাস যাতে স্বচ্ছ বিচার প্রক্রিয়া পেয়ে থাকেন সেই আর্জি জানানো হয়েছে ভারতের তরফে। সম্প্রতি বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে জেলে পাঠানোর পর থেকে উত্তপ্ত প্রতিবেশি দেশের রাজনীতি। চিন্ময়কৃষ্ণ ভক্ত ও ইসকন অনুসারীদের হামলায় এক সরকারি আইনজীবীর মৃত্যুর পর থেকে বিতর্ক চরমে। এরপর বাংলাদেশে ইসকন নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবামৃত সংঘ তথা ইসকন নিষিদ্ধ হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার, এ নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের উচিত হবে না আদালতে এমনই জানিয়েছেন সরকারপক্ষের আইনজীবী। বিবিসির খবর, ইসকনের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন হাইকোর্টের বিশেষত সংখ্যালঘুদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের ওপর বর্তায়।' তিনি আরও জানান, 'বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হিংসা, তাদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা এবং মন্দিরসহ ধর্মীয় স্থান আক্রমণের ঘটনা নিয়ে আমরা একাধিক প্রতিবেদন পেয়েছি। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।' জয়শঙ্কর জানান, ঢাকার একটি পূজামণ্ডপে হামলা এবং সাতক্ষীরার একটি মন্দিরে চুরির ঘটনা নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপূজার সময় শান্তিপূর্ণ উদযাপন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। ভারত সরকারের স্পষ্ট বার্তা, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই হবে। এই বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

শনিবার বিকেলেই আছড়ে পড়ছে সাইক্লোন 'ফেইঞ্জল'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার আপডেট। শুক্রবার সকালেই মৌসম ভবন জানিয়েছিল, আপাতত সাইক্লোনের কোনও আশঙ্কা নেই। তবে বেলা ঘুরতেই বদলে গেল ছবিটা। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপের পর পরিণত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ে। শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আকার নিয়েছে। উপকূলে আছড়ে পড়া এবার সময়ের অপেক্ষা। কোন পথে এগোচ্ছে সেই ঝড়, সেই তথ্যও প্রকাশ করল মৌসম ভবন। মৌসম ভবনের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামিকাল, শনিবার বিকেলে আছড়ে পড়বে সাইক্লোন 'ফেইঞ্জল'। তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমের কাছে আছড়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তার আগেই জারি হল লাল সতর্কতা। মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু উপকূলে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমের কাছে আছড়ে পড়ার ইঙ্গিত। নিম্নচাপের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে বাংলায়। সাইক্লোনের প্রভাবে বাংলার উপকূলে হালকা বৃষ্টি হবে বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে নিম্নচাপ ও মেঘ থাকার কারণে হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে তাপমাত্রা। বাংলা থেকে ঠাণ্ডার পথে কাঁটা হয়ে উঠছে সেই নিম্নচাপ।

আরজি করে দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা পড়ল, রয়েছে সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ জনের নাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ আরজি কর মেডিক্যালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ৮৭ দিনের মাথায় শুক্রবার আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ল। ১২৫ পাতার চার্জশিট। তার সঙ্গে ৫০০ পাতার নথি এদিন আদালতে জমা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এই প্রথম চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। এদিন ২টা ১৫ মিনিট নাগাদ আদালতে আসেন সিবিআই আধিকারিকরা। সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের প্রভাব খাটিয়ে কীভাবে সন্দীপ ঘোষ বেআইনিভাবে টেন্ডার পাইয়ে দিতেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে। অভিযুক্তরা কীভাবে নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছেন, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। আরজি করে আর্থিক তছরুপের সমস্ত তথ্য এদিন আদালতে জমা পড়েছে। সন্দীপ ঘোষ ছাড়া বাকি অভিযুক্তরা হলেন সুমন হাজরা, বিপ্লব সিংহ, আফসার আলি খান এবং আশিস পান্ডে। গত ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে এক জুনিয়র ডাক্তারের দেহ উদ্ধার হয়। 'তিলোত্তমা'র নৃশংস পরিণতির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন জুনিয়র ডাক্তাররা। রাস্তায় নামেন সাধারণ মানুষও। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। তিলোত্তমাকাণ্ডের পরই আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠতে থাকে। কয়েকদিন পর তাঁকে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরানো হয়। আরজি কর কাণ্ডের তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর সন্দীপ ঘোষকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তারপর গত ২ সেপ্টেম্বর আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় সন্দীপ ঘোষকে। তার কয়েকদিন পর তিলোত্তমাকাণ্ডে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট জমা দিল সিবিআই।

পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ? লক্ষণগুলো ধরিয়ে দিলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারিতে উত্তাল বাংলাদেশ। প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছে এপার বাংলাতেও। ফুঁসছে বিজেপি। একদিন আগেই চিন্ময়কৃষ্ণের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতায় বড় মিছিল করে ফেলেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। অন্যদিকে ওপারে আবার ভারতের বিরুদ্ধেও উঠছে লাগাতার স্লোগান। বড় অংশের সংখ্যালঘুদের ভারতের দালাল বলেও দেগে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ও পাকিস্তানের চরদের সঠিক উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা এপার থেকে আসল ভারতীয়রা করবে।'' শুভেন্দুর সাফ কথা অবস্থা যে দিকে যাচ্ছে তাতে কড়া উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে। পাকিস্তানের দুরাবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ''আজকের বাজারে দেড়শো টাকা পেঁয়াজ। একশো কুড়ি টাকা আলু। পাকিস্তানের মতো অবস্থা হোক। এক হাজার টাকা লিটার পেট্রোল। চারশো টাকায় কেজি প্রতি আটা কিনতে হয়।'' এমনকী বাংলাদেশের ভারতের প্রতি নির্ভরতার কথা মনে করিয়েও খোঁচা দিতে দেখা যায় তাঁকে।

এরইমধ্যে ফের হুঙ্কার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। দিলেন বড় হুঁশিয়ারি। সাফ বলছেন, কড়া উত্তর দেওয়ার সময় এসেছে। ওপারে বেড়ে চলা ভারত 'বিদ্বেষ' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাংলাদেশকে ইতিহাস মনে করাতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। মুক্তিযুক্তের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''তিন হাজার ভারতীয় সেনার আত্মবলিদান রয়েছে। তখন কোথায় ছিলেন এরা? ৩০ হাজার বাঙালি হিন্দু আত্মবলিদান দিয়েছেন। তারপর একাত্তরের বিজয় এসেছে।'' এরপরই তাঁর হুঙ্কার, ''১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। কলকাতাতে মহাসমাবেশ থেকে বাংলাদেশের রাজাকার কটাক্ষের সুরেই বলেন, ''ফারাক্কার উপর দিয়ে বিদ্যুত না গেলে ওখানে তো ৮০ ভাগ জায়গা অন্ধকার হয়ে যাবে।'' এর আগে খানিক একই সুর শোনা গিয়েছিল মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের গলাতে। পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''বাংলাদেশে যেটা হয়েছে, সেটা কাম্য নয়। বাংলাদেশ বাংলার একটা অংশ। আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতার পথে থাকি। বাংলাদেশে এর আগে যে সরকার ছিল, তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার পথে ছিল বলে পরিস্থিতি অনেক ভাল ছিল। ধর্মান্ধতায় পাকিস্তানের মতো অন্ধকারে চলে যেতে হবে।''

বাংলাদেশে হিন্দুরা চরম বিপদে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সরব ব্রিটিশ এমপি ব্ল্যাকম্যান

লন্ডন, ২৯ নভেম্বরঃ বাংলাদেশে চলমান হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল ব্রিটেন। হিন্দু নির্যাতন ও ইসকনের নিষিদ্ধকরণ ইস্যুতে শোরগোল পড়েছে সেদেশের পার্লামেন্টে। ব্রিটিশ কনজারভেটিভ এমপি বব ব্ল্যাকম্যান বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসার এবং ইস্কনের পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর এমন নির্যাতন কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বব ব্ল্যাকম্যান যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে এই বিষয়টি উত্থাপন করে বলেছেন যে, ''বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় চরম সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে, এমনকি তাদের জীবনও হুমকির সম্মুখীন।'' তিনি এই অবস্থাকে গভীর উদ্বেগজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস, এবং ধর্মীয় নেতাদের ওপর হামলা একটি সাধারণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশে এমন ঘটনা দেশটির ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। ইস্কনের পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতার আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বব ব্ল্যাকম্যান এই ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, ''এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত

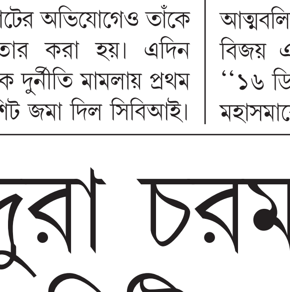

সংঘ (ইস্কন), যারা যুক্তরাজ্যের এলস্ট্রির ভক্তিবেদান্ত ম্যানর পরিচালনা করে, যা এই দেশের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির, তাদের একজন আধ্যাত্মিক নেতা বাংলাদেশে গ্রেফতার হয়েছেন।'' বব ব্ল্যাকম্যান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন কেবল স্থানীয় নয়, এটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ। তিনি বলেছেন, ''বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আজ চরম বিপদের মুখোমুখি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।'' তিনি আরও বলেন যে, ''বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাদের ওপর নির্যাতন বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। ব্ল্যাকম্যানের মতে, ইস্কনের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতাদের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ শুধু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের উদাহরণ নয়, এটি বৃহত্তর ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য একটি বড় হুমকি।'' বব ব্ল্যাকম্যান এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ''বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।'' ইউরোপ ও আমেরিকার মতো দেশগুলো বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যস্থতা ও পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

মঙ্গল মুন্ডার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

রাঁচি, ২৯ নভেম্বর ঃ জনজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবান বিরসা মুণ্ডার বংশধর মঙ্গল মুন্ডা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার বংশধর মঙ্গল মুন্ডা জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবারের জন্যই নয়, ঝাড়খণ্ডের জনজাতি সমাজের জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি। ঈশ্বর তাঁর পরিবারকে শক্তি দিন। ওম শান্তি!উল্লেখ্য, মঙ্গল মুন্ডা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (রিমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খুন্তির উলিহাতু গ্রামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।প্রসঙ্গত, ২৫ নভেম্বর মঙ্গল মুন্ডা পথ দুর্ঘটনায় আহত হন। তাঁর মাথায় গুরুতর জখম ছিল। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রিমসে নিয়ে আসা হয়। তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি প্রয়াত হন।অন্যদিকে জনজাতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবান বিরসা মুণ্ডার নাতি মঙ্গল মুন্ডা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রয়াত হয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার মঙ্গল মুণ্ডার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, এই খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শক্তি প্রদান করুন।উল্লেখ্য, মঙ্গল মুন্ডা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (রিমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শাকের ছায়া নেমে এসেছে। খুন্তির উলিহাতু গ্রামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।প্রসঙ্গত, ২৫ নভেম্বর মঙ্গল মুন্ডা পথ দুর্ঘটনায় আহত হন। তাঁর মাথায় গুরুতর জখম ছিল। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রিমসে নিয়ে আসা হয়। তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

বাংলার বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে মাটির প্রধান জৈব-নির্দেশক শনাক্তকরণে ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণের যুগান্তকারী সমীক্ষা

কলকাতা(পিআইবি), ২৮ নভেম্বর,মাটির প্রধান জৈব উপাদান কেঁচো সুস্থ বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিচক্র সচল রাখা, মাটির মধ্যে বায়ু চলাচল এবং মাটির গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও গাছপালার বেড়ে ওঠায় এর অবদান অপরিসীম। সুস্থিত বাস্তুতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রেখে দীর্ঘমেয়াদে তার সুস্বাস্থ্য কিভাবে বজায় রাখা যায়, মাটির গুণমান পরীক্ষা করে গবেষকরা তা বোঝার চেষ্টা করেন। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলিতে কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির স্থানিক বণ্টন নিয়ে একটি গবেষণা শুরু করেছে। ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর গবেষক ডঃ শাকুর আহমেদ ২২ ধরনের প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ এন মারিমুথু তাঁর বিশ্লেষণে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক প্রজাতির হদিশ পেয়েছেন। রায়গঞ্জ ছাড়া সব অভয়ারণ্যেই নির্দেশক হিসেবে অন্তত একটি করে বিদেশি প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। পাখিদের বাসা বাঁধার স্থান হিসেবে পরিচিত রায়গঞ্জে নির্দেশক হিসেবে ইউটিফোস নিকোলসোনি নামে স্থানীয় প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইকলজি অ্যান্ড এভোলিউশন-এ প্রকাশিত এইসব তথ্য থেকে আমরা কেঁচোর প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং অভয়ারণ্যগুলিতে বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে

জানতে পারি। কেঁচো ক্ষয়ে যাওয়া জৈব পদার্থ গ্রহণ করে, তা হজম করে এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ ভার্মিকাস্ট নিঃসরণ করে। পুষ্টি ও উপকারী জীবাণু সমৃদ্ধ এই প্রাকৃতিক সার মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, উদ্ভিদের বিকাশে সহায়ক হয় এবং রাসায়নিক সারের চমকার বিকল্প হিসেবে কাজ করে। ভার্মিকম্পোস্টিং-এ জৈব বর্জ্যের পচন ত্বরান্বিত করতে কেঁচোকে ব্যবহার করা হয়। কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির স্থানিক বন্টন বিশ্লেষণের জন্য ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর উদ্যোগে বল্লভপুর, বেথুয়া ডহরি, বিভূতিভূষণ, রায়গঞ্জ কুলিক এবং রমনাবাগান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে সমীক্ষা চালানো হয়। ডঃ শাকুর আহমেদ ১২টি বংশ এবং ছ'টি পরিবারের মোট ২২ ধরনের প্রজাতি শনাক্ত করেন। ঙ্ডসবথেকে বেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে রায়গঞ্জ অভয়ারণ্যে (১৫)। এরপরে রয়েছে বেথুয়া ডহরি (১৪), বল্লভপুর (১১), বিভূতিভূষণ (১০) এবং রমনাবাগান (৮)। নির্দেশক প্রজাতি বিশ্লেষণে ২২টির মধ্যে ৯টি প্রজাতিকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কাজটি করেন ভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর বিজ্ঞানী এবং জেনারেল নন-করডাটা সেকশনের ভারপ্রাপ্ত ডঃ এন মারিমুথু। এই ৯টি প্রজাতির মধ্যে তিনটি প্রজাতি বেথুয়া ডহরি, দুটি করে প্রজাতি বল্লভপুর ও রমনাবাগান এবং একটি করে প্রজাতি রায়গঞ্জ ও বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য থেকে পাওয়া গেছে।ঙ্ডরায়গঞ্জ ছাড়া অন্য সব অভয়ারণ্যে নির্দেশক হিসেবে অন্তত একটি করে বিদেশি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে এটি হল মেটাফায়ার পসথুমা, বেথুয়া ডহরির ক্ষেত্রে অ্যামিথাস আলেকজান্দ্রি, বল্লভপুরের ক্ষেত্রে ডিকোগাস্টার অ্যাফিনিস এবং রমনাবাগানের ক্ষেত্রে পোন্টোসকোলেক্স কর্থারাস।লক্ষ্য করার বিষয় হল, রায়গঞ্জে নির্দেশক হিসেবে যে একটিমাত্র স্থানীয় প্রজাতির সন্ধান মিলেছে তা হল, ইউটিফোস নিকলসোনি। এখানে আরও বেশ কিছু প্রজাতিও রয়েছে। এই স্থানটি পাখিদের বাসা বাঁধার স্থান হিসেবেও পরিচিত। সম্পূর্ণ গবেষণার ফলাফল সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স (এসসিআই) - ফ্রন্টিয়ার্স ইন ইকলজি অ্যান্ড এভোলিউশন-এ প্রকাশিত হয়েছে। ঙ্ডভারতীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি ভার্মিকালচারের জন্য স্থানীয় প্রজাতির কেঁচো খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

বিরোধীদের বিক্ষোভ, সোমবার পর্যন্ত মুলতবি সংসদ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর ঃ শুক্রবারও মুলতুবি হয়ে গেল সংসদ অধিবেশনের দুই কক্ষই। অধিবেশন ফের বসবে আগামী সোমবার। বিরোধীরা আদানি ও সম্ভল ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়ে আসছিল। শুক্রবার রাজ্যসভায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর বিরোধীরা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে সংসদে হট্টগোল করেন বিরোধীরা। যার জেরে এখনও পর্যন্ত সেভাবে সংসদ চালানোই যায়নি। শুক্রবারও অধিবেশন শুরুর পরপরই বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে বিরোধীরা বারবার একই কাজ করছেন। এই কারণে আমরা তিনটি কার্যদিবস হারিয়েছি। ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার জেরে সোমবার সকাল ১১টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করা হয়। অন্যদিকে, লোকসভার কার্যক্রমও প্রথমে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং পরে সারাদিনের জন্য মুলতবি করা হয়। এদিন সকালে অধিবেশন শুরু হলে লোকসভার স্পিকার বলেন, সংসদ সুষ্ঠুভাবে চলছে এটা দেশের মানুষ দেখতে চায়।

রাজ্যে সাইবার থানাগুলির হাল হকিকত নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা,২৯নভেম্বরঃএবার রাজ্যের সাইবার থানাগুলির হাল হকিকত নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট। সাইবার থানায় কর্মরত অফিসারদের কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়? থানাগুলিতে কী ধরনের পরিকাঠামো রয়েছে? তা নিয়ে রাজ্য পুলিসের ডিজিকে দু'সপ্তাহের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্থের ডিভিশন বেঞ্চ। নদীয়ার মুরুটিয়া থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার সূত্রে এই রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, ধর্ষণের পর এক মহিলার নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করার অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় সাইবার ক্রাইম থানা বাকি সব ধারা প্রয়োগ করলেও সাইবার অপরাধের কোনও ধারা প্রয়োগ করেনি। ফলে, অভিযুক্ত সহজেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন। এরপরই হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।কৃষ্ণনগর সাইবার থানার এহেন বেহাল দশা দেখে রীতিমতো হতাশা প্রকাশ করেন বিচারপতি বাগচি। শুনানিতে উপস্থিত আইসি'কে এজলাসেই ভর্ৎসনা করেন তিনি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'এমন ঘটনা যদি সাইবার অপরাধের ধারা সাইবার থানাই যুক্ত না করে, আর তার ফলে যদি অভিযুক্ত এভাবে জামিন পেয়ে যান, এর দায় কে নেবে?' বিচারপতি আরও বলেন, ' নাম দিয়ে নয়া যে বিশেষজ্ঞ (সাইবার) থানা তৈরি হল, তার হাল আর পাঁচটা সাধারণ থানার মতোই! নতুন থানা করে লাভ কী!' এরপরই রাজ্যের পুলিসকে কটাক্ষ করে বিচারপতির মন্তব্য, ' পরিবর্তন হয়েছে। উনবিংশ, বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের পুলিস এখনও সেই লাঠিই চেনে। সাইবার শব্দটাই জানে না।' এরপরই ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করে আদালত।

পুরুষদের জুনিয়র এশিয়া কাপ ২০২৪ঃ জাপানের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে ভারত

মাস্কট, ২৯ নভেম্বরঃবৃহস্পতিবার মাস্কটে জাপানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জুনিয়র এশিয়া কাপ ম্যাচে ভারতীয় জুনিয়র পুরুষ হকি দল কঠিন লড়াইয়ে ৩-২ ব্যবধানে জয়লাভ করেছে।২ ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপের পুল এ-তে ভারত এগিয়ে আছে।থোকচম কিংসন সিং ভারতের হয়ে প্রথম গোলটি করেন এরপর জাপানের নিও সাতো গোল করে জাপানকে সমতায় ফেরান।দ্বিতীয়ার্ধে রোহিত

সম্ভল-কাণ্ডে তদন্ত কমিটি উত্তর প্রদেশ সরকারের

লখনউ, ২৯ নভেম্বর ঃ সম্ভলে হিংসার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। শাহি জামা মসজিদে আদালতের সমীক্ষার নির্দেশ ঘিরে অশান্তি ও মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গড়ল উত্তর প্রদেশ সরকার। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার অরোরা এই তদন্ত কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। কমিটি দুই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেবে।জানা গিয়েছে, বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার অরোরা ছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অমিত মোহন প্রসাদ এবং প্রাক্তন ডিজিপি এ কে জৈন। সম্ভলের জামা মসজিদ সমীক্ষা করতে যাওয়া দলটির জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কী ব্যবস্থা করেছিল তাও খতিয়ে দেখা হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য কী করা যেতে পারে, সেই বিষয়েও কমিটির কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, ২৪ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের সম্ভলে জামা মসজিদের সমীক্ষা চলাকালীন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন বিপুল সংখ্যায়

শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেড

সিনঃ ইউ৪৬১০৯ডব্লু১৯৮১পিএলসি০৩৩৯৭৯
রেজিঃ অফিস-৩১৩১৩ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বজবজ ট্রাঙ্ক রোড,জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১
ইমেইল আইডিঃshivlaxmi_102@yahoo.com

অসাধারন সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেডের (কোম্পানি) সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত অফিসে ০৫.০০ টায় এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কোম্পানির এফ৩১৩১৩ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বাজেট ট্রাঙ্ক রোড, জালকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১ কোম্পানির ইজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য।
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকা
ক. যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে
খ. অন্যান্য সদস্যদের পোস্টের মাধ্যমে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে ('অ্যাক্ট') কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা) এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পড়া হয়েছে এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকা রেগুলেশন') এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ইজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি। এই আইন এবং বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (' যোগ্য সদস্যদের'),
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে অনুষ্ঠিত ভোটের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবে কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসার (ইজিএমজে) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে
ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় .করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না
ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ইজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ইভোটিঙের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ইজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
চ) যদি একজন ব্যক্তি ইএমজি নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, helpdesk.evoting(Stcdslindia.com. এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।
ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং সেইসাথে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ইজিএম।
জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন(এফএকিউএস) এবং http://www.evoting.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী জয় রাম সিং-এর সাথে যোগাযোগ করুন , f) shivlaxmi_102@yahoo.com. এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
ঝ) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ইন্সটা পোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে একজন স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
ঞ) ইজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে। ইজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shivlaxmi.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.evotingindia.com.

বোর্ডের আদেশে
শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-(মলয় কুমার পল)
তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সুপার ফাইন্যান্স লিমিটেড

সিন ঃ ইউ৪৬১০৯ডব্লুবি১৯৭২পিএলসি০২৮২৫৫৭
রেজিড. অফিস ঃ ৩১৩১৩ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বজবজ ট্রাঙ্ক রোড,জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১
ইমেইল আইডিঃ superfin102@rediffmail.com

অসাধারন সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে সুপার ফাইন্যান্স লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত অফিসে ০৩.০০ টায় এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে কোম্পানির এফ ৩৩ / ১৩ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১ কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকা
ক. যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে
খ. অন্যান্য সদস্যদের পোস্টের মাধ্যমে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে ('অ্যাক্ট') কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা) এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পড়া হয়েছে এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকা রেগুলেশন') এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ইজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি। এই আইন এবং বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (' যোগ্য সদস্যদের'),
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে অনুষ্ঠিত ভোটের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবে কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসার (ইজিএমজে) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে
ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় .করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না
ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ইজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ইভোটিঙের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ইজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
চ) যদি একজন ব্যক্তি ইএমজি নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, helpdesk.evoting(a7cdslindia.com) এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।
ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং সেইসাথে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ইজিএম।
জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন(এফএকিউএস) এবং http:www.evoting.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী জয় রাম সিং-এর সাথে যোগাযোগ করুন , ঢঞ্চত্ত্বণত্মতডণর্ণঠ৮ন্তব্রজ্ঞঞ্চণ.ঝণডড এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
ঝ) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ইন্সটা পোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে একজন স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
ঞ) ইজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে। ইজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.newoutlook.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.evotingindia.com..

বোর্ডের আদেশে
সুপার ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর -(মলয় কুমার পল)
তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ স্থানঃপশ্চিমবঙ্গের

নিউ আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিন ঃ ইউ৪৬১০৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৩২৪
রেজিড. অফিলঃ ২৪২১১, নেতাজি সুভাষ রোড ১ম তলা, ফ্ল্যাট নং ১০২, হাওড়া, হাওড়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০১,
ইমেল আইডিঃ newoutlook8@yahoo.com

অসাধারন সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিউ আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের (কোম্পানী) সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত স্থানে বিকাল ০৪.০০ টায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কোম্পানির অফিস ২৪২১, নেতাজি সুভাষ রোড ১ম তলা, ফ্ল্যাট নং ১০২, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০১ কোম্পানির ইজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইজিএম-এর নোটিশটি ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার, সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত সদস্যদের কাছে সম্পূর্ণ হয়েছে।
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকা
ক. যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে
খ. অন্যান্য সদস্যদের পোস্টের মাধ্যমে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে ('অ্যাক্ট') কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা) এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পড়া হয়েছে এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকা রেগুলেশন') এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ইজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি। এই আইন এবং বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (' যোগ্য সদস্যদের'),
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে অনুষ্ঠিত ভোটের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবে কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসার (ইজিএমজে) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে
ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় .করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না
ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ইজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ইভোটিঙের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ইজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
চ) যদি একজন ব্যক্তি ইএমজি নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, helpdesk.evoting(a7cdslindia.com) এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।
ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং সেইসাথে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ইজিএম।
জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং http:www.evoting.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী জয় রাম সিং-এর সাথে যোগাযোগ করুন , newoutlook8@yahoo.com এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
ঝ) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ইন্সটা পোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে একজন স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
ঞ) ইজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে। ইজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.newoutlook.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.evotingindia.com.

বোর্ডের আদেশে
নিউ আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-
তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪ (জয় রাম সিং)ব্যবস্থাপনা পরিচালক
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **05.12.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হুগলি-ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড, ব্যান্ডেল পাঞ্জাবি পাড়া, পো-ব্যান্ডেল, নিচতলা, জেলা- হুগলি, পিন- 712123**

শাখার নাম: হুগলি-আরামবাগ, তালুকা - আরামবাগ
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL16222072, GL18102597, GL18345686, GL22890655, GL22953393, GL22953831, GL23112120, GL23114395, GL23115710, GL23150064, GL23167740, GL23178269, GL23181176, GL23939791, GL25690114, GL25996232, GL28282660, GL28680497, GL28680949, GL29804758, GL29819800, GL29827045, GL29846775, GL29854332, GL29872055, GL29886667, GL29888101, GL29902945, GL29903197, GL29912090, GL29919907, GL29928962, GL29929613, GL29939647, GL29958481, GL29992526, GL30008368, GL30095761, GL30112026, GL30125365, GL30127767, GL30140385, GL30141102, GL30144974, GL30147182, GL30160912, GL30161155, GL30196068, GL30211278, GL30272770, GL30306682, GL30321405, GL30358592, GL30365625, GL30370543, GL30378688, GL30523994, GL30532653, GL30542641, GL30840965, GL31037545, GL31125146, GL31145043, GL31909448, GL31931878, GL31943824, GL31962855, GL32211134, GL32231241, GL32241481, GL32359911, GL32485024, GL32786712, GL33361049, GL33778043, GL33779043, GL33795831, GL33831931, GL34014031, GL34036493, GL34065289, GL34068188, GL34173589, GL34257028, GL34305009.

শাখার নাম: হুগলি-বৈদ্যবাটি জিএল, তালুকা - সিঙ্গুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22855795, GL22945748, GL23018071, GL23038393, GL23094778, GL23420179, GL24015281, GL29390054, GL29412265, GL29911350, GL29930836, GL29938171, GL29958634, GL29990537, GL30007985, GL30070606, GL30083828, GL30117299, GL30146020, GL30160611, GL30261519, GL30276102, GL30358713, GL30359294, GL31152314, GL31172575, GL31713831, GL31729975, GL31743772, GL31753890, GL31801870, GL32061819, GL33732447, GL33946884, GL33969565, GL34100060, GL34192898, GL34217298, GL34256496, GL34261618.

শাখার নাম: হুগলি-ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড, তালুকা - ব্যান্ডেল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22960415, GL23048540, GL23136987, GL23161114, GL23164650, GL23191383, GL23343560, GL23900228, GL26978152, GL27169163, GL28349124, GL29418280, GL29589832, GL30021636, GL30037621, GL30054489, GL30169753, GL30335178, GL30556438, GL30861744, GL31690768, GL31911245, GL31933422, GL32058516, GL32332607, GL33695332, GL33749484, GL33773283, GL33929332, GL33946779, GL33953593, GL33970356, GL33975102, GL34143043, GL34165101, GL34186763, GL34305875, GL34306714.

শাখার নাম: হুগলি-চন্দন নগর, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22871680, GL22891175, GL22894083, GL22928293, GL22961317, GL22976753, GL22984728, GL22984808, GL23028510, GL23130133, GL23209592, GL23524811, GL25629894, GL25690760, GL25866962, GL27601161, GL27850085, GL27944268, GL28155839, GL28882618, GL29829808, GL29845996, GL29856573, GL29871997, GL29883497, GL29902459, GL29911415, GL29928740, GL29951005, GL30000998, GL30011637, GL30016704, GL30069661, GL30078812, GL30084034, GL30084529, GL30118075, GL30137634, GL30177601, GL30228099, GL30247003, GL30257593, GL30265917, GL30275909, GL30305303, GL30313718, GL30373965, GL31082855, GL31098169, GL31212864, GL31827476, GL32085101, GL32132950, GL32186832, GL32217300, GL32542697, GL33217740, GL33673770, GL33689781, GL33730573, GL33823163, GL33869921, GL33873871, GL33890962, GL33920527, GL33943313, GL33960254, GL34000435, GL34021824.

শাখার নাম: হুগলি-চুঁচড়া জিএল, তালুকা - চুঁচড়া - মগরা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23018291, GL23034932, GL23052431, GL23135812, GL23145316, GL27952724, GL27954515, GL29882784, GL29903375, GL30023488, GL30038762, GL30043721, GL30054750, GL30055678, GL30074520, GL30083997, GL30124434, GL30131600, GL30137806, GL30139651, GL30180956, GL30249977, GL30297016, GL30310224, GL30320226, GL30320403, GL30381058, GL31748460, GL31756509, GL31763654, GL31781848, GL31786325, GL31796823, GL31804905, GL31872777, GL31970441, GL31991138, GL32071554, GL32089080, GL32108626, GL32131501, GL32146577.

শাখার নাম: হুগলি-ডানকুনি জিএল, তালুকা - শ্রীরামপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22952501, GL23094243, GL23163222, GL23174253, GL23192148, GL23274177, GL23871713, GL23884428, GL24149690, GL24174154, GL26670523, GL28094343, GL29104173, GL29812112, GL29819958, GL29828888, GL29839095, GL29846902, GL30013492, GL30023528, GL30072035, GL30084160, GL30203246, GL30215008, GL30390474, GL30401667, GL32002075, GL32110547, GL33362948, GL33668083, GL33722404, GL33811338, GL34026789, GL34059113, GL34076264, GL34119130, GL34249836, GL34270008.

শাখার নাম: হুগলি-জে কে স্ট্রিট উত্তরপাড়া, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22924472, GL22945165, GL22970286, GL23830253, GL23922662, GL27597636, GL28005166, GL28204293, GL28604938, GL29856565, GL30013604, GL30050644, GL30053405, GL30091440, GL30114748, GL31740790, GL31885996, GL31890058, GL31902031, GL32103644, GL32121408, GL32156806, GL32174147, GL33700521, GL33790303, GL33818512, GL33926755, GL33980934, GL34064476, GL34065097, GL34121138, GL34124682, GL34140535, GL34170066, GL34225552.

শাখার নাম: হুগলি -কোননগর, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22879621, GL22923809, GL22957430, GL23019615, GL23193905, GL23321972, GL23476336, GL23750337, GL25448488, GL25703047, GL25884096, GL27399507, GL27757833, GL29118941, GL29647276, GL29805851, GL29820517, GL29825078, GL29845918, GL29855526, GL29872259, GL29888960, GL29891991, GL29902099, GL29902561, GL29923029, GL29929443, GL29942219, GL29958536, GL29996745, GL30007942, GL30032074, GL30054098, GL30070128, GL30083973, GL30281445, GL30312350, GL30353872, GL30385680, GL31022657, GL31313190, GL31943049, GL31960155, GL32007702, GL32101302, GL32124554, GL32134766, GL32209489, GL32754559, GL32776713, GL32973216, GL32985020, GL33814375, GL33952068, GL34230332.

শাখার নাম: হুগলি-রিষড়া জিএল, তালুকা - শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22866552, GL22867707, GL23002400, GL23175563, GL27845744, GL27870251, GL28251613, GL29936898, GL29941091, GL29958710, GL30176174, GL30247896, GL30329716, GL30346339, GL31806429, GL31810261, GL32203773, GL33033906, GL33059681, GL33063845, GL33085981, GL33135989, GL33136630, GL33816957, GL33884697, GL34011347, GL34324943.

শাখার নাম: হুগলি-সিঙ্গুর নতুন বাজার জিএল, তালুকা - সিঙ্গুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28948769, GL29998783, GL30007511, GL30177815, GL30352206, GL30358548, GL30360346, GL30667517, GL31358506, GL31367015, GL31588831, GL31982299, GL31988764, GL32030457, GL34008804, GL34169497, GL34247308, GL34268775.

শাখার নাম: হুগলি-তারকেশ্বর জিএল, তালুকা - তারকেশ্বর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23177798, GL23603281, GL28472299, GL29803800, GL29820289, GL30082480, GL30201653, GL30211281, GL30221823, GL30236487, GL30336343, GL30349041, GL30358529, GL30388910, GL30401450, GL30459089, GL31873464, GL31874455, GL31889465, GL31903374, GL31922151, GL31933465, GL32055482, GL34000293, GL34022119, GL34228239.

শাখার নাম: পাণ্ডুয়া-জিএল, তালুকা - পাণ্ডুয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22931611, GL26536776, GL26957616, GL26970446, GL27979933, GL27990036, GL29912155, GL29915906, GL29928693, GL29929234, GL30171966, GL30174510, GL30227394, GL30300539, GL30335805, GL30367289, GL30378685, GL32032042, GL32055232, GL32424717, GL33688866, GL33709270, GL33819241, GL33821432, GL33963689, GL34025844, GL34030350, GL34048454, GL34049175, GL34118929, GL34142537, GL34162763, GL34186800, GL34327338.

শাখার নাম: শ্রীরামপুর-হুগলি শেওড়াফুলি নবগ্রাম, তালুকা - শ্রীরামপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23048948, GL23135322, GL23990346, GL24639751, GL30092006, GL30111507, GL31387942, GL31718290, GL31721813, GL31792216, GL31950821, GL32083783, GL33658688, GL33660844, GL33731949, GL33791814, GL33920439, GL33944249, GL33978686, GL34093502, GL34112353, GL34128881, GL34141580, GL34192773, GL34217383, GL34306316.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 30.11.2024
স্থান: হুগলি
Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

মেট্রো রেলওয়ের নীল লাইনে বিশেষ 'আত্মহত্যাবিরোধী' ক্যাম্পেইন শুরু

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে ব্লু লাইনে একটি বিশেষ আত্মহত্যা বিরোধী প্রচারাভিযান গ্রহণ করেছে যাতে মেট্রো চত্বরে আত্মহত্যা না করার জন্য যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের জীবন কতটা মূল্যবান সে সম্পর্কে একটি অনুস্মারক দেওয়ার জন্য। এ জন্য যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই করিডোরের বিভিন্ন স্টেশনের ট্র্যাক সাইডের দেয়ালে রঙিন ব্যানার লাগানো হচ্ছে। এই ব্যানারগুলি কৌশলগতভাবে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে এটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সহজেই দেখা যায় এবং চলমান মেট্রোর সামনে ট্র্যাকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার আগে শেষ মুহূর্তের প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করতে পারে।'জীবন একটি যাত্রা, এই মূল্যবান উপহারটি তাড়াতাড়ি শেষ করবেন না', 'সব শেষ করার আগে দুবার ভাবুন', 'আপনার জীবন মূল্যবান, কখনও হাল ছেড়ে দেবেন না', 'আপনার পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে অপেক্ষা করছেন, চিন্তা করুন' এর মতো বার্তাগুলি সেগুলো বিভিন্ন স্টেশনে প্রদর্শন করা হয়। বর্তমানে, গিরিশ পার্ক এবং কালীঘাট স্টেশনগুলিতে এই জাতীয় ব্যানারগুলি ঠিক করা হয়েছে এবং শীঘ্রই ব্লু লাইনের অন্যান্য স্টেশনগুলিতেও এই জাতীয় ব্যানারগুলি দৃশ্যমান হবে। আশা করা হচ্ছে যে এইধরনের আকর্ষণীয় ব্যানারের মাধ্যমে এই বিশেষ প্রচারাভিযানটি মেট্রো ট্র্যাকে তাদের জীবন শেষ করতে দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের নিরুৎসাহিত করতে সহায়তা করবে। রাতে বাণিজ্যিক সময় শেষে এসব ব্যানার লাগানো হচ্ছে।

রায়দীঘি দীঘিতে চালু হচ্ছে বোটিং

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৯ নভেম্বর ঃ শীতের মরশুম চলছে। আর এই সময় সুন্দরবনের পর্যটকদের জন্য খুশির খবর। নতুন বছরের শুরুতে সুন্দরবনের রায়দিঘির দিঘিতে নামবে বোট, তৈরি হচ্ছে কটেজ। আগে এক সময় দিঘিটি পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল। কিন্তু লাগাতার দিঘির সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ছে। রায়দীঘির এই ইকো ট্যুরিজম পার্কটি বর্তমানে পর্যটকদের নতুন গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন এই পার্কে প্রায় ২০০-৩০০ পর্যটক আসছে। ইতিমধ্যে বোট নিয়ে আসা হয়েছে দিঘিতে নতুন বছরে সেগুলি জলাশয়ে নামানো হবে। এছাড়াও তৈরি হচ্ছে কটেজ। দিঘিতে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ার পর বিদেশি পর্যটকদের ও কাছে টানতে চাইছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।এই পার্কে আসতে হলে আপনাকে প্রথমে আসতে হবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মথুরাপুর স্টেশনে। সেখান থেকে বাস বা অটোতে চেপে সোজা রায়দিঘীতে। মূলত এই পার্কটি গড়ে উঠেছে রায়দিঘীর প্রাচীন দিঘীকে কেন্দ্র করে। শতাব্দী প্রাচীন এই দিঘীর নামেই এলাকার নাম। বর্তমানে আমূল বদলে ফেলা হয়েছে এই দিঘীটিকে। বর্তমানে দিঘীটির চারিদিকে সুসজ্জিত ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। পর্যটকদের থাকার জন্য তৈরি করা হচ্ছে কটেজ। এ ব্যাপারে রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, মা মাটি মানুষ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে দীর্ঘ দিন ধরে পরে থাকা দীঘিটি সংস্কার করে ইকো টুরিজম পার্ক করেছি। পর্যটকদের সুবিধার জন্য কটেজ ও তৈরি করা হচ্ছে। আশাকরি পর্যটকরা এখানে এলে খুশি হবেম। আর সৌন্দর্যের পাশাপাশি বোট ও কটেজের ব্যবস্থা করায় খুশি স্থানীয় মানুষ জন।

শেখ হাসিনার প্রতিবাদ

ঢাকা, ২৯ নভেম্বর ঃ শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেই তিনি ভারতে কোনো গোপন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর ক্যাবিনেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর আক্রমনের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে শেখ হাসিনা প্রতিবাদে মুখ খোলেন। শুরুতেই চট্টগ্রামে মৃত আইনজীবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন হাসিনা। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের খুঁজে বের করে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। এই ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। তিনি বলেন বাংলাদেশে এক নৈরাজ্যের জগৎ চলেছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের কোনো নিরাপত্তা নেই। তিনি তাঁর বিবৃতিতে স্পষ্ট বলেছেন, ইউনূস সরকার সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে দেশের সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি, সবকিছুর জন্যই ইউনূস সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি। আওয়ামি লিগের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রকাশ করা হয়েছে শেখ হাসিনার সেই বিবৃতি। এই প্রসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন তিনি, পাশাপাশি নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একজন শীর্ষ নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেড

সিন ঃ ইউ৪৫২০৯ডব্লুবি১৯৮২২পিএলসিও৩৫৩৯২২

রেজি. অফিসঃ ৩১৩ / ১৩ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড,জলকল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১
ইমেল আইডিঃ : gangabuilders82@gmail.com

অসাধারন সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেডের (কোম্পানি) সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত অফিসে ০১.০০ টায় এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কোম্পানির এফ৩৩ । ১৩ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১ কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।
উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইজিএম-এর নোটিশটি ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার, সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত সদস্যদের কাছে সম্পূর্ণ হয়েছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকাঃ
ক. যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে
খ. অন্যান্য সদস্যদের পোস্টের মাধ্যমে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে ('অ্যাক্ট') কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা) এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পড়া হয়েছে এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকা রেগুলেশন') এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ইজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি। এই আইন এবং বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (' যোগ্য সদস্যদের'),
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে অনুষ্ঠিত ভোটের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবে কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসার (ইজিএমজে) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে
ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না
ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ইজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ইভোটিঙের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ইজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
চ) যদি একজন ব্যক্তি ইএমজি নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, helpdesk.evoting(acdslindia.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।
ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং সেইসাথে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ইজিএম।
জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং http://www.evoting.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী জয় রাম সিং-এর সাথে যোগাযোগ করুন , gangabuilders82@gmail.com. এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
ঝ) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ইন্সটা পোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে একজন স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
ঞ) ইজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে। ইজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gangabuilders.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.evotingindia.com.

বোর্ডের আদেশেগঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেডের জন্য

তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

সাক্ষর -(দোলান গানটাইত)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মুক্তামনি ফিনকো লিমিটেড

সিন ঃ ইউ৬৫৯৯৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসিও৩৫৯৮০

রেজি. অফিসঃ ২১ / ৭, সাহাপুর কলোনি নিচতলা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৫৩,
ইমেল আইডিঃ : muktamani@hotmail.com

অসাধারন সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মুক্তামনি ফিনকো লিমিটেডের (কোম্পানি) সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে নিবন্ধিত অফিসে দুপুর ০২.০০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কোম্পানির ২১। ৭, সাহাপুর কলোনি গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৫৩ ব্যবসা লেনদেনের জন্য কোম্পানীর ইজিএম আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইজিএম-এর নোটিশটি ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার, সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত সদস্যদের কাছে সম্পূর্ণ হয়েছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের তালিকাঃ
ক. যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে
খ. অন্যান্য সদস্যদের পোস্টের মাধ্যমে যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেননি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে ('অ্যাক্ট') কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা) এর রেগুলেশন ৪৪ এর সাথে পড়া হয়েছে এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকা রেগুলেশন') এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির ইজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি। এই আইন এবং বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ
ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (' যোগ্য সদস্যদের'),
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে অনুষ্ঠিত ভোটের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবে কোম্পানির ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসার (ইজিএমজে) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০ এ
গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে
ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না
ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি ইজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ইভোটিঙের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ইজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
চ) যদি একজন ব্যক্তি ইএমজি নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪, helpdesk.evoting(a7cdslindia.com) এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।
ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং সেইসাথে ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ইজিএম।
জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং http://www.evoting.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী জয় রাম সিং-এর সাথে যোগাযোগ করুন , muktamani@hot-mail.com. এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
ঝ) সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ইন্সটা পোল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে একজন স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।
ঞ) ইজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে। ইজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.muktamani.in এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে www.evotingindia.com.

বোর্ডের আদেশে
মুক্তামনি ফিনকো লিমিটেডের জন্য

তারিখঃ ২৯.১১.২০২৪
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

সাক্ষর-(সুপর্ণ পাল চৌধুরী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

শুক্রে হালকা শীতের আমেজ, শুষ্ক আবহাওয়া বঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ঃ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে শুক্রবার। এদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। শুক্রবার সকালে কলকাতায় শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। পাশাপাশি হালকা শীতের আমেজ সকালে শহরতলি থেকে গ্রাম সর্বত্র অনুভূত হয়েছে। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের সরাসরি প্রভাব না পড়লেও তার জেরে সপ্তাহান্তে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে উপকূলের চার জেলায়। শনি ও রবিবার দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনার উপকূল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে। আপাতত দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে উত্তরবঙ্গে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদায়। যদিও আপাতত ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **05.12.2024** তারিখে দুপুর **2** টে থেকে বিকাল **5**টার মধ্যে এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23291568, GL26323102, GL29878295, GL29902861, GL29991785, GL30008080, GL30073985, GL30083913, GL30100159, GL30175297, GL30182629, GL30190224, GL30208456, GL30269626, GL30276309, GL30286980, GL30391787, GL30582656, GL31333722, GL31337545, GL32201407, GL32433467, GL32441539, GL33890370, GL34012637, GL34177797, GL34277075, GL34320295, GL34321635, GL34341155.

শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25639427, GL29812984, GL29820280, GL30129500, GL30140189, GL30153528, GL30160806, GL30304579, GL30359199, GL31867875, GL31881464, GL31893087, GL31978960, GL32091564, GL32844212, GL32931619, GL32982336, GL33249614, GL33469460, GL33718899, GL33760696, GL33836359, GL34171633, GL34197920, GL34217369, GL34232783, GL34259054.

শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23020232, GL28716430, GL28727230, GL29941957, GL29957273, GL30019611, GL30282437, GL30285862, GL30312552, GL30321504, GL31816545, GL32107209, GL32137094, GL33816727.

শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22966768, GL22972425, GL26550280, GL29828474, GL29838173, GL29846595, GL29846994, GL29890720, GL29902214, GL29974700, GL29975211, GL29983231, GL29983770, GL30099224, GL30112035, GL30170094, GL30179890, GL33703794, GL33731695, GL33843572, GL34003484, GL34022509, GL34035852, GL34069631, GL34091779, GL34156161, GL34177241, GL34279530.

শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22846461, GL22924709, GL22927316, GL22988164, GL23001677, GL23006988, GL23067534, GL23166375, GL23210192, GL25754860, GL27156649, GL27665209, GL28910148, GL29824575, GL29846866, GL29950819, GL29961728, GL29997122, GL30001164, GL30001912, GL30004887, GL30007969, GL30008649, GL30008943, GL30076048, GL30099120, GL30111425, GL30120375, GL30137261, GL30181186, GL30181879, GL30228663, GL30230269, GL30261509, GL30267520, GL30269702, GL30270687, GL30275929, GL30275933, GL30276004, GL30278136, GL30305476, GL30320400, GL30328564, GL30346301, GL30372730, GL30373202, GL30410909, GL31030402, GL31380620, GL31393462, GL31615445, GL31699117, GL31767139, GL31775561, GL31786838, GL31800596, GL31996930, GL31998952, GL32012288, GL32014705, GL32070470, GL32105004, GL32124191, GL32272569, GL32272692, GL32495538, GL32599948, GL32611348, GL32834947, GL33530918, GL33542093, GL33700839, GL33702139, GL33703215, GL33717117, GL33757487, GL33766326, GL33820585, GL33824112, GL33839420, GL33848872, GL33853585, GL33883041, GL33926723, GL33935219, GL33978364, GL33980598, GL33986450, GL34016680, GL34052308, GL34059809, GL34083269, GL34098595, GL34115101, GL34126018, GL34142516, GL34163213, GL34166808, GL34186637, GL34187029, GL34192420, GL34196303, GL34199346, GL34201267, GL34215772, GL34216258, GL34248737, GL34269057, GL34277761, GL34336260, GL34341713.

শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23523399, GL23976216, GL25726606, GL29828245, GL29846495, GL30052192, GL30270181, GL30312510, GL30321086, GL30392298, GL32029599, GL32042533, GL33667431, GL33784840, GL33822553, GL33870866, GL33890535, GL33928304, GL33931882, GL34064551, GL34132089, GL34140845, GL34198175, GL34216072, GL34283534.

শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22846865, GL22852139, GL22909779, GL22913577, GL22944230, GL23096287, GL23173433, GL23180739, GL23209203, GL23379183, GL23767281, GL28140955, GL28505473, GL28959822, GL29831194, GL29860982, GL29871960, GL29967586, GL29967897, GL29983500, GL29983764, GL30013246, GL30023890, GL30039988, GL30056259, GL30064269, GL30075606, GL30084521, GL30088093, GL30149782, GL30150373, GL30159459, GL30161317, GL30183284, GL30193974, GL30195765, GL30199139, GL30209594, GL30212118, GL30212172, GL30242364, GL30243057, GL30314887, GL30384502, GL30413638, GL30493192, GL30939234, GL31542105, GL31789967, GL31797519, GL31845290, GL31853074, GL33007588, GL33187360, GL33316568, GL33366413, GL33372077, GL33389744, GL33429201, GL33654760, GL33659097, GL33685611, GL33704907, GL33704975, GL33709645, GL33762954, GL33763181, GL33823462, GL33963469, GL33982454, GL33982575, GL33987709, GL34001855, GL34013198, GL34015765, GL34022738, GL34030212, GL34048871, GL34122765, GL34123747, GL34126910, GL34140149, GL34140781, GL34141052, GL34149318, GL34167063, GL34179937, GL34199858, GL34206586, GL34209252, GL34222052, GL34226177, GL34240330, GL34283861.

শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22921406, GL22987458, GL23203551, GL23612941, GL27233775, GL27350895, GL28894464, GL30252791, GL30266699, GL30357757, GL30847818, GL32027739, GL33653060, GL33679056, GL33704326, GL33811963, GL34126597, GL34142632.

শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22849313, GL22852746, GL22878176, GL22903936, GL22918849, GL23052763, GL23097123, GL23098762, GL23120830, GL23198722, GL23198889, GL23211055, GL23211653, GL23212285, GL23323545, GL23499827, GL25458863, GL26438599, GL26694069, GL26992483, GL27295867, GL27821956, GL28228000, GL28626791, GL29285034, GL29829019, GL29856228, GL29872662, GL29894359, GL29904136, GL30002593, GL30025160, GL30048764, GL30057552, GL30130893, GL30140816, GL30152941, GL30161450, GL30258720, GL30276070, GL30314869, GL30337074, GL30341238, GL30348437, GL31692491, GL31907009, GL31920417, GL31938329, GL32042668, GL32138691, GL32148326, GL33789941, GL33867156, GL33952426, GL33979821, GL33982952, GL34025195, GL34032427, GL34049191, GL34287532, GL34333995.

শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25799789, GL26217379, GL29830637, GL29846971, GL30023126, GL30174356, GL30332017, GL30346228, GL31747683, GL31756062, GL31849034, GL31852927, GL31952024, GL31959470, GL32048309, GL32210095, GL33700040, GL33761902, GL33821410, GL33955904, GL33958456, GL34065664, GL34165489, GL34187437, GL34307388.

শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18692353, GL22950524, GL23066848, GL23091630, GL23321258, GL26695375, GL26846468, GL28774743, GL28861074, GL29815518, GL29815563, GL29826849, GL29846414, GL29861651, GL29871786, GL29885089, GL29888096, GL29902371, GL29907755, GL29942088, GL29958467, GL29980607, GL29997454, GL29999938, GL30003549, GL30008027, GL30008502, GL30010202, GL30016676, GL30019054, GL30022760, GL30031240, GL30054632, GL30076517, GL30081918, GL30085252, GL30085825, GL30096412, GL30097724, GL30111401, GL30113284, GL30132111, GL30138296, GL30165355, GL30215640, GL30246641, GL30246843, GL30252753, GL30290006, GL30308138, GL30322165, GL30335821, GL30340503, GL30348702, GL30355522, GL31683551, GL31773700, GL31865743, GL31908790, GL32053586, GL32068974, GL32073263, GL32085655, GL32537497, GL32812446, GL32817779, GL33362625, GL33424075, GL33605961, GL33606025, GL33658969, GL33731080, GL33734919, GL33774692, GL33828287, GL33844242, GL33850008, GL33932155, GL33933918, GL33954669, GL33986513, GL33987277, GL33987361, GL34017864, GL34062826, GL34101941, GL34102613, GL34129790, GL34170117, GL34173863, GL34226275, GL34258027, GL34260036, GL34275341, GL34304958, GL34335717, GL34344678.

শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22993491, GL25578536, GL30124924, GL30138100, GL30168190, GL30281313, GL30837080, GL31947429, GL31964176, GL31982015, GL31992213, GL32023755, GL32041247, GL32111673, GL32119905, GL32218667, GL33840447, GL33848466, GL33918286, GL34200713, GL34331324.

শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22946067, GL23082823, GL26672085, GL27943655, GL29912996, GL29931911, GL30019904, GL30021588, GL30042016, GL30054303, GL30180099, GL30189816, GL30284416, GL30294268, GL30332820, GL30346530, GL30352944, GL30362103, GL30369372, GL30394592, GL32306869, GL33304523, GL33337839, GL33691474, GL33715367, GL33726771, GL33742977, GL33790921, GL33794904, GL33821330, GL34090623, GL34106561, GL34115286.

শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22876624, GL22923113, GL23021185, GL23022042, GL23038642, GL23044898, GL23184671, GL23198700, GL23288001, GL25007188, GL25713060, GL26024253, GL26383659, GL26503049, GL27097733, GL27168592, GL29814183, GL29820203, GL29839940, GL29846751, GL29851412, GL29852428, GL29871803, GL29872303, GL29881376, GL29883025, GL29902846, GL29903337, GL29912401, GL29928730, GL29969716, GL29983403, GL29990882, GL29999263, GL30004796, GL30007702, GL30008111, GL30013927, GL30051164, GL30053801, GL30123228, GL30126156, GL30138059, GL30139470, GL30227797, GL30234834, GL30249891, GL30268572, GL30275406, GL30287990, GL30311138, GL30315655, GL30369417, GL30381675, GL30383105, GL31130097, GL31211476, GL31218315, GL32238514, GL32653186, GL32664330, GL32704569, GL32918791, GL32943541, GL33243758, GL33264697, GL33641321, GL33685522, GL33709271, GL33727061, GL33810609, GL33843739, GL33874195, GL33876358, GL33979189, GL34014211, GL34051709, GL34083674, GL34132337, GL34140288, GL34192428, GL34216402, GL34260446, GL34273107, GL34293200.

শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22974620, GL22977746, GL23022099, GL23096173, GL23147464, GL23217550, GL23335596, GL23859329, GL24195605, GL26664491, GL27535468, GL27949596, GL29836611, GL29839214, GL29841746, GL29846713, GL29871967, GL29975349, GL29983506, GL30025611, GL30068412, GL30078687, GL30083523, GL30084474, GL30197296, GL30212582, GL30222388, GL30223645, GL30239117, GL30270689, GL30276157, GL30281949, GL30307276, GL30321065, GL30355762, GL30362495, GL30507408, GL32969347, GL33553238, GL33567013, GL33651659, GL33673758, GL33679162, GL33737320, GL33789555, GL33815602, GL33819636, GL33834329, GL33861445, GL33868825, GL33873080, GL33891112, GL33932347, GL34077680, GL34106651, GL34183542, GL34201872, GL34233228, GL34304466.

শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22866630, GL23184252, GL23815544, GL27850470, GL28288698, GL29803488, GL29819971, GL29834890, GL29845988, GL30001475, GL30011750, GL30023923, GL30050212, GL30050633, GL30050861, GL30053682, GL30054504, GL30064641, GL30083956, GL30142376, GL30161057, GL30224454, GL30263542, GL30275544, GL30374810, GL31890900, GL31893083, GL31898015, GL32070383, GL32436511, GL33031346, GL33054664, GL33654988, GL33679034, GL33697555, GL33817351, GL33972486, GL33972797, GL33973112, GL34015354, GL34017676, GL34124884, GL34142268, GL34203176, GL34251389, GL34277549, GL34277770, GL34302832, GL34309570.

শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31774433, GL31898754, GL31921027, GL31923126, GL32004112, GL32025521, GL32044475, GL32068544.

শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21331374, GL22879377, GL22883983, GL22973974, GL22982174, GL23082427, GL23199065, GL23618181, GL25539641, GL25804927, GL26059333, GL27111900, GL27445664, GL27465429, GL27487455, GL27644077, GL28061334, GL28156083, GL28265969, GL28835560, GL29198812, GL29893305, GL29905553, GL30026381, GL30173444, GL30182768, GL30228872, GL30283120, GL30294088, GL30309510, GL30321488, GL30838859, GL31792532, GL31799277, GL31860834, GL31917051, GL31938039, GL32027353, GL33201541, GL33207869, GL33492497, GL33516352, GL33668583, GL33722034, GL33723964, GL33830020, GL33852594, GL34002490, GL34022091, GL34175008, GL34329940.

শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22821061, GL22895738, GL22898868, GL22959776, GL22985790, GL23167898, GL23170812, GL23197973, GL24759601, GL25187075, GL25306990, GL25440684, GL25495170, GL25712965, GL25865060, GL26079168, GL26862528, GL26928930, GL26948804, GL27392488, GL27485735, GL27527442, GL27567519, GL27587740, GL27616638, GL27749594, GL27855529, GL28021752, GL28155413, GL29195183, GL29377577, GL30702716, GL30866815, GL30869579, GL31715983, GL31765898, GL31774939, GL31827126, GL31867359, GL31897741, GL31913707, GL31939540, GL31994153, GL32076093, GL32248470, GL32368332, GL32532052, GL32741689, GL32869024, GL33147878, GL33866264.

শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22985823, GL23116194, GL25778845, GL26717718, GL27293442, GL27417773, GL27758298, GL29041335, GL29126093, GL29293840, GL30023435, GL30034541, GL30036397, GL30056097, GL30058716, GL30128405, GL30137537, GL30269956, GL30276122, GL30289017, GL30292372, GL30295097, GL30302023, GL30324000, GL30355417, GL30355424, GL30359048, GL30392769, GL31719294, GL31736791, GL31951692, GL31959287, GL33003039, GL33790798, GL33869034, GL33877263, GL33890691, GL34013166, GL34053063, GL34066214, GL34273867, GL34293210, GL34333035.

শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21861053, GL23172925, GL26746679, GL26747260, GL27633407, GL32052910, GL32101598, GL32113286, GL32120268, GL34145275.

শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22907908, GL22919578, GL23005804, GL23037390, GL23068387, GL23321211, GL24383951, GL25260203, GL26177247, GL27790816, GL28287572, GL28497035, GL29372830, GL29834627, GL29847046, GL29892780, GL29903292, GL29924188, GL30015651, GL30152828, GL30160928, GL30168724, GL30242598, GL30357405, GL30417676, GL30593654, GL30793093, GL31594190, GL32048764, GL32063215, GL32082976, GL32083751, GL32099889, GL32192742, GL32224155, GL32517317, GL32737968, GL33614337, GL33654917, GL33950655, GL33954519, GL34261912, GL34282277.

শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21857621, GL22849993, GL22878549, GL22895126, GL22901860, GL22942529, GL22948316, GL23065866, GL23091813, GL23152876, GL23166267, GL23325238, GL25269324, GL25470105, GL26321282, GL26874789, GL27031274, GL29514401, GL29887911, GL29907740, GL29999072, GL30000855, GL30001768, GL30007736, GL30008688, GL30011634, GL30018939, GL30043272, GL30057766, GL30074951, GL30122882, GL30139299, GL30218623, GL30233253, GL30249265, GL30258436, GL30393393, GL30933118, GL32091144, GL32092623, GL32903275, GL33580497, GL33665773, GL33686470, GL33709461, GL33731322, GL33754791, GL33783990, GL33791820, GL33814399, GL33869916, GL33891013, GL33959633, GL34074962, GL34076942, GL34148006, GL34148738, GL34222295, GL34240613, GL34310862.

শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23267531, GL23588661, GL28831538, GL30125028, GL30180459, GL31861163, GL31928660, GL31950680, GL31958596, GL32157879, GL32168529, GL32708426, GL33811376, GL33812399, GL33956059.

শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20468570, GL22861905, GL23106872, GL23182965, GL26002014, GL26444981, GL26447262, GL28139547, GL29372683, GL30016611, GL30351537, GL30360625, GL30384130, GL30603337, GL31587000, GL31601464, GL31770713, GL31777876, GL31882001, GL31895116, GL31899913, GL31901162, GL31906436, GL31915517, GL31935806, GL31970107, GL31992644, GL32088746, GL32139644, GL32144183, GL33074818.

শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19477450, GL22283773, GL22846731, GL22882047, GL22923450, GL23417883, GL23893448, GL28013847, GL29107844, GL29763719, GL29854177, GL29872359, GL29919075, GL29930206, GL29949417, GL29949905, GL29959034, GL29959055, GL30022338, GL30052589, GL30073867, GL30082822, GL30083783, GL30170681, GL30201320, GL30211443, GL30238644, GL30250628, GL30256819, GL30313199, GL30322091, GL30427474, GL31162552, GL31290496, GL31295517, GL32108634, GL32299428, GL32737338, GL33714877, GL33743929, GL33760445, GL33765464, GL33777015, GL33796190, GL33884834, GL33999064, GL34022382, GL34038976, GL34058784, GL34076321, GL34161831, GL34233756, GL34238266.

শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22883991, GL23248077, GL23271543, GL23351126, GL24036271, GL27917225, GL28293387, GL29411385, GL29733063, GL29828941, GL29837571, GL29838501, GL29846211, GL29846491, GL29846885, GL29967309, GL29984101, GL29993738, GL30007685, GL30154835, GL30160970, GL30172275, GL30208237, GL30211990, GL30329551, GL30345894, GL31067463, GL33095343, GL33119262, GL33240275, GL33668992, GL33833047, GL33917849, GL33943945, GL33963078, GL34027216, GL34049440, GL34071318, GL34127670, GL34141742, GL34148826.

শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22864232, GL22978349, GL23052280, GL24042061, GL24668377, GL25115325, GL25862090, GL26239574, GL27874442, GL28262808, GL28598538, GL28811693, GL28949405, GL29831925, GL29841073, GL29846403, GL29847181, GL30001728, GL30003824, GL30007728, GL30008267, GL30014603, GL30038381, GL30041641, GL30053758, GL30054617, GL30069189, GL30084277, GL30092630, GL30112000, GL30144964, GL30160823, GL30167126, GL30174278, GL30251525, GL30358597, GL30360319, GL30368243, GL30368989, GL30389642, GL30933223, GL31290051, GL31730585, GL31746595, GL31755511, GL31757443, GL32009915, GL32010805, GL32042909, GL32193347, GL33820168, GL34069240, GL34329603.

শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23061173, GL25364697, GL25532168, GL26118953, GL26910328, GL29909606, GL29917577, GL29929303, GL29929315, GL29980389, GL29983603, GL30025817, GL30041650, GL30053718, GL30074737, GL30083555, GL30132370, GL30137094, GL30175675, GL30183490, GL30266990, GL30276468, GL30395844, GL31084492, GL31096982, GL31730981, GL31743693, GL31753869, GL31757446, GL31760393, GL31778061, GL31784092, GL31940804, GL32787661, GL32802411, GL32836944, GL33932997, GL33961183, GL34026033, GL34048417, GL34176874, GL34281754, GL34294909.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **30.11.2024**
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৫৭ সংখ্যা, শনিবার ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

রোম সাম্রাজ্য বিস্তার

ক্লিওপেট্রা, আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট- এদের কবর যে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি, জানেন তো? তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মিসরের শেষ রানী ক্লিওপেট্রার কবর বুঝি খুঁজে পাওয়া যাবে, অন্তত সেদিকেই এগোচ্ছেন একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। ক্লিওপেট্রার ইতিহাস বিশাল। সেই ইতিহাস এখন লিখতে যাব না, তবে তাকে নিয়ে ইতিহাসপ্রেমীদের আগ্রহের শেষ নেই। ক্লিওপেট্রাকে লোকে বলে অনিন্দ্য-সুন্দরী, কিন্তু এই আপেক্ষিক বিষয় যাচাই করার উপায় তো নেই আমাদের কাছে। ভালো কথা, তিনি কিন্তু মারা যান যীশুর জন্মের মাত্র ৩০ বছর আগে। শাসন করেছিলেন ২১ বছর। তার মৃত্যুর পর মিসর হয়ে যায় রোমান সাম্রাজ্যের একটা রাজ্য। বাবা মারা যাওয়ার পর ক্লিওপেট্রা সিংহাসনে বসেন বটে, কিন্তু তিনি কিন্তু একা শাসক হননি! তার ভাই টলেমি (ত্রয়োদশ) তার সাথেই যুগ্মভাবে মিসর শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু যা হবার তাই হলো, তাদের দ্বৈরথে গৃহযুদ্ধ বেঁধে গেল। সেটা খ্রিস্টপূর্ব ৫১ সালের কথা। ভালো কথা, ক্লিওপেট্রা কিন্তু তার এই ভাইকে বিয়ে করেছিলেন, তখন টলেমির বয়স ১০, আর ক্লিওপেট্রার ১৮ বছর। ওদিকে নাটকে নতুন চরিত্রের প্রবেশ ঘটলো। রোমান শাসক জুলিয়াস সিজারের প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে এলেন মিশরে। আশ্রয় নিলেন টলেমির কাছে, মানে ক্লিওপেট্রার ভাইয়ের কাছে। কেন? কারণ, তারা আগে থেকে মিত্র ছিলেন। টলেমি কী করলেন? পম্পেকে হত্যা করালেন। এরপর জুলিয়াস সিজার এলেন আর আলেকজান্দ্রিয়া দখন করে নিলেন, দেখলেন পম্পে নেই আর। তখন সুন্দর মতো ক্লিওপেট্রা আর টলেমির মাঝে মিল মহব্বর করানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কীসের কী? টলেমিকে বোঝানো হলো যে জুলিয়াস সিজার আসলে ক্লিওপেট্রার প্রেমে মশগুল, এইসব মিলমিশ আসলে চোখে ধুলো দেয়া হচ্ছে, সব ক্লিওপেট্রার পক্ষে যাবে। ক্ষেপে গিয়ে টলেমি ক্লিওপেট্রা আর সিজারকে প্রাসাদে বন্দী করেই অবরোধ করে ফেললেন। জুলিয়াস সিজারকে বন্দী করা চাট্টিখানি কথা না। খুব দ্রুতই অবরোধের ইতি টানতে হলো, বিখ্যাত নীলনদের যুদ্ধে মারা গেলেন টলেমি। ক্লিওপেট্রা তার সৎবোন আরসিনো-কে নির্বাসন দিলেন, কারণ আরসিনো টলেমির সাথে আঁতাত করেছিলেন। জুলিয়াস সিজার ঘোষণা দিলেন, ক্লিওপেট্রা এবার শাসন করবেন তার আর এক ভাইয়ের সাথে। সেই ভাইয়ের নামও টলেমি। চতুর্দশ টলেমি। ক্লিওপেট্রা তাকে বিয়ে করলেন, তখন এই টলেমির বয়স ১৩ বছর। ওদিকে লোকে যা ভাবছিল, ঘটনা তাই হয়েছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে জুলিয়াস সিজার আর ক্লিওপেট্রা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। ক্লিওপেট্রা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন, সিজারের সন্তান, নাম রাখলেন সিজারিয়ন। সিজারিয়নের বরাতে হোক আর যে কারণেই হোক, ক্লিওপেট্রা রোমে চলে গেলেন, দুটা বছর থাকলেন সিজারের ভিলা-তে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! রোমান সিনেটররা মিলে খুন করলেন জুলিয়াস সিজারকে। তখন খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সাল।

সত্যজিতের চারুলতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় গল্প নষ্টনীড় অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটি ইংরেজিভাষী বিশ্বে The Lonely Wife নামে পরিচিত। সার্থক চিত্রায়নের খাতিরে এতে গল্পের কাহিনী খানিকটা পরিবর্তন করা হয়েছে। পটভূমি ঃ ১৮৭৯ সালের উচ্চবিত্ত এক বাঙালি পরিবারকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী রচিত হয়েছে। পরিবারের কর্তা ভূপতি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার বাড়িতেই Sentinnel নামে পত্রিকাটির কাজ শুরু হয়। পত্রিকার কাজে দিনরাত মগ্ন থাকায় সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী স্ত্রীর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার সময় পান না। স্ত্রী চারুলতার সময় কাটে একা একা। অবসরে চারু সাহিত্য চর্চা করে সময় কাটায়। স্ত্রীর নিঃসঙ্গতা স্বাভাবিকভাবেই ভূপতির চোখে পড়ে। তাই চারুর ভাই উমাপদকে চিঠি লিখে সস্ত্রীক চলে আসার জন্য বলেন। উমাপদকে নিজের পত্রিকার ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। উমাপদর স্ত্রী মন্দাকিনীর সাথে চারুর চরিত্রের আকাশ-পাতাল ফারাক। তাই চারুর নিঃসঙ্গতা খুব কমই প্রশমিত হয়। এমন সময় আগমন ঘটে ভূপতির পিসতুতো ভাই অমলের। অমলের সাথে চারুর সম্পর্ক আগে থেকেই বেশ ঘনিষ্ঠ। তবে প্রথম দিকে তাদের সম্পর্কে বৌঠান-ঠাকুরপোর স্বাভাবিকতা ছাড়া অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। ভূপতি অমলকে নিজ স্ত্রীর মধ্যে লুক্কায়িত সাহিত্যিক প্রতিভা বের করে আনার দায়িত্ব দেয়। এরসাথে তার পত্রিকার শুদ্ধতা করার কাজে লাগানোরও চেষ্টা করে। অবশ্য সাহিত্য চর্চা ছাড়া অন্য কিছুতে অমলের খুব একটা আগ্রহ দেখা যায়নি। এর মধ্যে উমাপদর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে ভূপতি তাকে পত্রিকার আর্থিক দিকটার সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে দেয়। চারুর ভাই বলেই হয়তো উমাপদকে অবিশ্বাস করার প্রশ্ন উঠেনি। চারু অবশ্য তার ভাই সম্বন্ধে এতোটা বিশ্বাসী ছিল বলে মনে হয় না। অমল চারুর সাথে সাহিত্য চর্চা শুরু করে তার মধ্যের লুক্কায়িত প্রতিভার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য। এর সাথে শুরু হয় অমল, চারুলতা ও মন্দাকিনীর পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন। একান্ত আলোচনা আর মেলামেশা থেকে সহজেই বোঝা যায় চারুর সাথে অমলের সম্পর্ক কেবল বৌঠান-ঠাকুরপোর নয়, এর মধ্যে অন্য কিছুও রয়েছে। ভাইয়ের সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক ভূপতিকে অশান্তিতে ফেলে দেয়। তাদের মিল হওয়াটা তখন অসম্ভবের পর্যায়ে, সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিচ্ছেদও অস্বাভাবিক । তাদের মিলন না বিচ্ছেদ হবে তা মুখ্য নয়। সেই দিনটি বা সে সময়টিতে তাদের নীড় যে ভেঙে গেছে। ১৯৬৪ - সিলভার বেয়ার পুরস্কার ও ১৯৬৫ - জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা যেতে পারে। চৈতন্যদেব সংকীর্তন করে ঈশ্বরের সাধনা করেছেন। তিনি দেব দেবী পূজা করতেন না। তিনি সব সময়ে হরিনাম করে গিয়েছে। কৃষ্ণ ভজনাই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। কৃষ্ণকে তিনি ভগবান বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণের মতো চৈতন্যদেব দার্শনিক ছিলেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি অস্ত্র ধরতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কাজী দলন করেছিলেন। অত্যাচারি কাজীর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। নবদ্বীপকে ন্যায় স্থান হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিতেরা তখন নবদ্বীপে নির্ভয়ে বাস করতো

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বিজ্ঞান দর্শন ও কবিগুরুর কাছে তাঁর মতামত প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে যাঁরা ভারতের পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অন্যতম ছিলেন। তাঁর জীবনের সাথে পরিচিত প্রায় সকলেই জ্ঞাত রয়েছেন যে, সারাজীবন ধরে বিজ্ঞান সেবা করে তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাঁর সমগ্র জীবনের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হল।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা সৌহৃদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। জগদীশচন্দ্র যে প্রগতিপন্থী ছিলেন, একথার পরিচয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর একটি চিঠি থেকে জানতে পারা যায়, যেটির একজায়গায় তিনি লিখেছিলেন, আমাদের দেশবাসীরা কেবল অতীতের গৌরবে অন্ধ। বর্তমানকালে আমাদের যত অধোগমন হোক না কেন, আমরা অতীতকালের কথা স্মরণ করে উৎফুল্ল থাকবো।

এছাড়া অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন, জাপানীরা পুরানো কথা বলে সময় নষ্ট করে না, তারা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বহুমুখী জ্ঞানের অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল যে, সেখানে কোন বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হবে না। বরং পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের যা কিছু নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে, সেসব সেখান থেকেই জগতে প্রচারিত হবে। জগদীশচন্দ্রের এসব চিন্তাধারা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি পেছনের দিকে তাকানোর থেকে সামনের দিকে তাকাতেই বেশি ভালবাসতেন।

জগদীশচন্দ্রের জীবনে দেশপ্রেম একটা মস্ত বড় অনুপ্রেরণা ছিল। এবিষয়ে নিজেকে উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, আমার মাতৃভূমির রসে আমি প্রস্ফুটিত। একই বিষয়ে আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করবো।

আর এই কারণেই বিদেশে বসে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা করবার বাসনা তাঁর মধ্যে কখনোই তেমন তীব্র রূপে দেখা দেয়নি। একবার এপ্রসঙ্গে লণ্ডন থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থেকে কিছু করতে পারি, তাহলে আমার জীবন ধন্য হবে। যদি সকলেই আমরা বোঝা ফেলে বিদেশে চলে আসি, তবে দেশের ভার কে বইবে। এই কারণেই ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময়ে যখন তাঁকে সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেওয়ার কথা উঠেছিল, তখন নিজের দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ও স্বদেশবাসীর স্নেহবন্ধন ভুলতে না পেরে তিনি সেই পদটি গ্রহণ করতে রাজি হননি।

বস্তুতঃ দেশপ্রেমের মত মাতৃভাষার প্রতিও জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন,তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনতে পাই, সেই

মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে?

প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় ও উল্লেখ্য যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রের যা কিছু আবিষ্কার বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সেসব বিষয়ে সমস্ত লেখা প্রথমে তাঁর নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেসব বিষয়ক সমস্ত পরীক্ষা তিনি বাংলার সাধারণ মানুষের সমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজের কোন আবিষ্কারের মূল্য ও মর্যাদা তিনি স্বদেশবাসীর কাছ থেকে প্রথমে পাননি। এমনকি বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর কোন আবিষ্কারই কিন্তু স্বদেশে প্রশংসিত হয় নি।

বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু স্বনির্ভরতাকেই নিজের প্রধান হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। পরীক্ষাগারে উপকরণের অভাবে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অসম্ভব। এই তত্ত্বকথাকে তিনি কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেননি। তিনি মনে করতেন যে, পরীক্ষাগারের উপকরণের উপরেই যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নির্ভর করত, তাহলে পৃথিবীর অন্যদেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করা হয়, সেখান থেকে প্রতিদিন কোন না কোন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হত। তিনি বলেছিলেন যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার বিজ্ঞানীদের অন্তরেই রয়েছে। আর সেই অন্তর যদি উজ্জ্বল হয়, তাহলে এবিষয়ে বাইরের কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই নিজের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই নির্মাণ করে নিয়েছিলেন, এবিষয়ে তিনি কোনদিনই বিদেশী যন্ত্রের উপরে নির্ভর করেননি। কিন্তু তাঁর সমকালের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের বিদেশী যন্ত্রপাতির উপরে নির্ভরতা দেখে তিনি দুঃখ করে তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন যে, পরের অনুকরণ না করে এদেশের বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের চিন্তাবলে নতুন কিছু উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করবার কথা কি কখনো ভাবতে পারেন না?

সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই যে কোন প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবনের মূল আদর্শ হয়ে থাকে, আর জগদীশচন্দ্রের জীবনেও এই আদর্শেরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। একদা এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহায্যেই হয়, আর আনুকূল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে। নতুন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাঁহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাঁহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাঁহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাঁহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাঁহারা সত্যের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাঁহাদের আছে, সিদ্ধির পথ, তাঁহাদের জন্য নহে কিন্তু সত্যকে যাঁহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাঁহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়পদ্ম। আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল,আমাদের বাঁচতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে এবং বাড়তে হবে। যে কোন সঞ্চয় করে না, পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে। যাঁর কিছু নেই, সে জগতকে কি দেবে! জগতে ভিক্ষুকের স্থান নেই। যে সঞ্চয় করেছে, সেই শক্তিমান, সেই তাঁর সঞ্চিত ধন বিতরণ করে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করবে।

জগদীশচন্দ্রের কার্যে ও চিন্তায় সাহসী মনোভাবের যে পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেসব তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে যায়। বস্তুতঃ পিতার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাঁর জীবনকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। তিনি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করতেন, তখন সেখানে সমান কাজের জন্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য তখন একটানা তিনবছর ধরে বেতন গ্রহণ না করে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের সেই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নীরব ও অহিংস প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে এখানে তাঁর জীবনের আর একটি ঘটনার কথাও অবশ্য উল্লেখ্য। নিজের কর্মজীবনের কোন একসময়ে জগদীশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সরকার-মনোনীত সদস্য ছিলেন। তখন তাঁর কোন একটি কাজ সরকারি স্বার্থের অনুকূলে না হওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা হলে, তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন যে সরকারের অন্ধ স্তাবকতা করবো, এই যদি আমার কাছে আশা করা হয়ে থাকে, তবে যেন যথাসত্বর আমাকে সরকারী মনোনয়ন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, জগদীশচন্দ্রের সময়ে অর্থাৎ ঘোর বৃটিশ রাজত্বে সরকারের যে কোন অন্যায় কাজ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবার সাহস কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই দেখাতে পেরেছিলেন। জগদীশচন্দ্র কখনও;'হতে পারে না' বা 'হবে না';বলে কোন বৈজ্ঞানিক কাজে পশ্চাৎপদ হননি।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় পা রাখলেন মার্গারেট। তবে তাঁকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করার আগে বহুবার যাচাই করে নিয়েছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতন শক্তিময়ী নারী চাই। ..এদেশের জন্য যেমন মেয়ে চাই, তুমি ঠিক তেমনই।' তবে সিদ্ধান্ত তোমায় গ্রহণ করতে হবে। 'আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। আবার সাবধান করে দিই, তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারও আশ্রয়ের ভরসা করা চলবে না।' মোমবাসা জাহাজে চেপে যখন ভারতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন মার্গাটের তখন তাঁর হাতে ছিল একটি চিরকুট স্বামীজির লেখা-'আমরণ আমি তোমার পাশে থাকবো। কথা দিচ্ছি তোমায়।' স্বামী বিবেকানন্দের কথার ওপরে ভরসা করে পরাধীন ভারতের নাগরিকদের মুক্তি পথ দেখাতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর আগে তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়েছেন এবং বিশদে জেনে নিয়েছিলেন। অফুরন্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভেদাভেদের ফলে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না ভারতবাসীরা। তাদের এই ধর্মীয় আবেগ এবং সামাজিক বিভেদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে বহাল তবিয়তে শাসন করে চলেছে ব্রিটিশ সরকার। আয়ারল্যাণ্ডের বাসিন্দারা ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ছিল। তারা ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য গোপনে গোপনে আন্দোলন করতে শুরু করে। মার্গারেট আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার ফলে ভারতের প্রতি তাঁর আকর্ষন তীব্র হতে শুরু করে। নারীর জাগরণ শক্তি দিয়ে পরাধীন ভারতবাসীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন মার্গারেট। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আগেই হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্বিষহ। প্রতি মুহূর্তে বিবাদ, বিক্ষোভ এবং বিপদও আসতে পারে। সামাজির ও ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। জাগরিত করতে হবে ভারতের নারী শক্তিকে। তবেই ভারতের মুক্তি। স্বামীজি তাঁর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছিলেন বিভেদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষে গিয়ে তাঁর কাজ করতে কোনও অসুবিধা হবে কিনা। কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজকে জাগরিত করতে তিনি সক্ষম হবেন কিনা। অকুতোভয় মার্গারেট তাঁর জীবন শক্তি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কর্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং শক্তিযোগের সমন্বয়ে তিনি আজীবন ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কাজ করে যাবেন। কোনও বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আয়াল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ ছিল মার্গারেটের। সেখান থেকে তিনি সংগ্রাম করার শক্তি অর্জন করেছিলেন। নিজে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল স্থাপন করলেন উইম্বলডনে। নাম দিলেন 'দ্য কিংসলে স্কুল'। শিক্ষাকে জীবন উন্নয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। মার্গারেট যখন কলকাতায় এলেন তখন স্বামীজির ছয়জন বিদেশি শিষ্যশিষ্যা ছিলেন। তাঁদের নাম ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, হেনরিয়েটা মুলার, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও মার্গারেট। প্রত্যেকেই বিপুল শক্তির অধিকারী। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখেন। আবার এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তি সঞ্চয়কারিনী ছিলেন মার্গারেট। তিনি একাদিকে যেমন বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ভারতকে স্বাধীন করার কাজে আবার তিনি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে উৎসাহিত দিতেন উন্নততর বিজ্ঞান সাধনায়। বাগবাজারে মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারী শিক্ষার প্রসারের দিকে অগ্রসর হলেন। আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়, জীবন সর্বস্ব ধর্মও প্রচার করতে শুরু করলেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দ এর ব্যবহারিক জীবন ধর্ম দর্শনকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন যা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সূচনা করে গিয়েছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবন দর্শন এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে প্রতি ছত্রে ছত্রে। বিজ্ঞান জীবন ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী মূল স্তম্ভ। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব গোটা ইংল্যাণ্ডবাসীর চেতনাকে জাগ্রত করে আন্তর্জাকিতায় রূপ দিয়েছিল। ব্রিটিশদের উপনিবেশবাদের মাধ্যমেই বিজ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিজ্ঞান চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। এটা ছাড়া ভারতবাসীর কোনও মুক্তি নেই তা বুঝতে পেরেছিলেন মার্গারেট। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বহু লেখা তিনি সম্পাদনা এবং প্রণয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা 'লিভিং অ্যাণ্ড নন-লিভিং', 'প্ল্যান্ট রেসপন্স', 'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি', 'ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্ট' এবং রয়্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র এর প্রকাশিত গবেষণাপত্র সবকটিই প্রবন্ধই মার্গারেট সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে রবি ঘোষ

বিশেষ প্রতিবেদক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সমান অভিনয় প্রতিভা ছিল রবি ঘোষের। এক জন অভিনেতা ২৫ বছর ধরে 'নেই'। বাংলা বিনোদন দুনিয়া কতটা অভাব অনুভব করছে? কতটাই বা মনে করছে তাঁকে?

আমি কিন্তু প্রতি পদে অভাব অনুভব করি। যখনই নতুন ছবি বানাই, মনে পড়ে রবিদার কথা। আফশোসও হয়, যদি থাকতেন! অমুক চরিত্রটি ওঁকে দিতে পারতাম। আমার তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পতঙ্গ'। খুব কাছ থেকে মানুষটিকে দেখেছি। অভিনেতা রবি ঘোষকেও। মানুষ হিসেবে অনবদ্য ছিলেন। শিক্ষায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সহানুভূতিশীলতায়, মননে সমৃদ্ধ এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যে দিন মেজাজে থাকতেন রসিকতায় মাততেন। মনখারাপও হত। পর্দায় তিনি কৌতুকাভিনেতা তার মানেই তো সারা ক্ষণ হাসতেন এমন নয়। সব বিষয়েই অদ্ভুত সামঞ্জস্য ধরে রাখতে জানতেন।

এ বার প্রশ্ন, কেন আজও ওঁর অভাব বোধ করি? আসলে, আমার পরপর দুটো ছবিতে এক দম অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবিদা। 'অন্তর্জলি যাত্রা'য় 'জ্যোতিষী', 'পদ্মানদীর মাঝি'তে 'আমিনুদ্দিন'। প্রথম ছবিটির পরেই দ্বিতীয় ছবির জন্য ভাবি ওঁকে। রবিদাকে বলতেই অল্প খেদ মেশানো জবাব দিয়েছিলেন, ''দর্শক তো আমায় দেখেই হাসবে গৌতম। এই চরিত্রে কেউ কি আমার অভিনয় দেখবে?'' আমিও আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, ''প্রথমে হয়তো হাসবে। কারণ, আপনি অসংখ্য কৌতুকাভিনয় উপহার দিয়েছেন। পরে দর্শকেরাই আগ্রহ নিয়ে নতুন রবি ঘোষকে দেখবে।'' সেটাই হয়েছিল, 'আমিনুদ্দিন' হয়ে পর্দায় আসতেই দর্শক হাসতে শুরু করেছিল। রবিদা অভিনয় দিয়ে তাদের থামিয়ে দিয়েছিলেন। আমার হিন্দি ছবি 'পতঙ্গ'-এও ছোট চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন।

উৎপল দত্তকে নিয়ে আমি একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছিলাম। তখন মিনার্ভা থিয়েটার বন্ধ ছিল। খোলার পরেই উৎপলদা বলেছিলেন, পুরনো সেট নিয়ে কিছু নাটক নতুন করে তৈরি করা হবে। অনুরোধ জানিয়েছিলেন সেগুলো ক্যামেরা বন্দি করার। উৎপলদার অনুরোধে আমরা 'অঙ্গার' নাটকটি

ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম। সেই নাটকে রবিদার বিখ্যাত চরিত্র 'সনাতন'। একটি দৃশ্যে দীর্ঘ সংলাপ ছিল তাঁর মুখে। রবিদা এক বার বইয়ে চোখ বুলিয়েই নিখুঁত শট দিলেন! আমরা হতভম্ব। কী করে এত বড় সংলাপ হুবহু মুখস্থ করলেন এত কম সময়ে? রবিদা অকপট, ''কত রজনী অভিনয় করেছি। ওই নাটক, ওই চরিত্র আমার ভিতরে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। ওকে ভুলি কী করে?'' তা হলে রবিদা স্বাভাবিক অভিনেতা না পরিচালকের পছন্দ হতে ভালবাসতেন? অনেকেই জানেন না, অভিনয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হলেও রবিদা মন থেকে চাইতেন, পরিচালকেরা তাঁকে নির্দেশ দিন। ওঁকে পথ দেখান। চরিত্র বুঝিয়ে দিন। তাই ভাল পরিচালক পেলেই তাঁর কাছে দাদা নিবেদিতপ্রাণ। কত বার বলেছেন, বেশির ভাগ ছবিতে জোর করে কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে হয়েছে। কিন্তু পরিচালক ধরিয়ে দিলে কৌতুকাভিনয়ও মানের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়।

আরও একটি কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সমান অভিনয় প্রতিভা ছিল রবি ঘোষের। কী পর্দায়, কী মঞ্চে। ওঁরা একে অপরের সমতুল্য। এ কথা আরও একটি প্রশ্নের জন্ম দেবে। তা হলে কি বাংলা বিনোদন দুনিয়া সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছে অভিনেতার? আমার মতে, কোনও কিছুর মূল্যায়ন হয় না কোনও কালে। এটা আমার ধারণা। কারওর কাছে হয়তো হয়, কারওর কাছে হয়তো নয়। তবে সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টি নিজের জায়গায় ঠিক থেকে যায়। এ কথা রবি ঘোষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই অনেকের মতোই সুযোগ পেলে তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি। ছবিটি হিন্দিতেও তৈরি হয়েছে 'বাবুর্চি' নাম দিয়ে। রবিদা ওই ছবিতে অনবদ্য। এখানেই স্রষ্টা তপন সিংহ সার্থক। সার্থক তাঁর সৃষ্টি 'ধনঞ্জয়' রবি ঘোষ। রবি ঘোষকে চিনে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দিয়ে তাঁকে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে উজ্জ্বল করে রেখে দিয়েছিলেন তা কেউ ভোলে না।

বস্তুশাস্ত্র কি এবং কেন তা জানাই

বাস্তুশাস্ত্র মতে ঘরে কিছু প্রাণী ও পাখি পোষা উচিত বিভিন্ন প্রাণী ও পাখির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অনেক মানুষ আছেন, যাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে বাড়ির পোষা পশু ও পাখি। তবে কোন ধরনের পশু ও পাখি বাড়িতে পোষা উচিত তা নিয়ে বাস্তু শাস্ত্রের কিছু পরামর্শ আসছে।

কুকুর - কুকুরকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত পশু বলা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ব্যক্তি নানান প্রজাতির কুকুর পুষতে ভালোবাসেন। তবে কালো রঙের কুকুর পোষা অধিক শুভ। জ্যোতিষ অনুযায়ী কারও কোষ্ঠিতে শনি দুর্বল বা পীড়িত অবস্থায় থাকলে কালো কুকুরকে খাবার খাওয়ানো উচিত।

টিয়া - আবার পাখি শখ থাকলে টিয়া পুষতে পারেন। মনে করা হয় টিয়া যে কোনও সমস্যার আঁচ করে মালিককে সে সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

খরগোশ - খরগোশ পোষাও জ্যোতিষ মতে শুভ। এর প্রভাবে বাড়িতে সুখ-সমৃদ্ধির আগমন ঘটে। এমনকি বাড়ির পরিবেশও শান্ত থাকে। তবে খরগোশ কখনও একা পুষতে নেই, সবসময় জোড়ায় পোষা উচিত।

মাছ - অ্যাকোয়েরিয়ামে নানান রঙের মাছ রাখতে ভালোবাসেন অনেকেই। জ্যোতিষ মতে বাড়িতে মাছ রাখাও শুভ। এর ফলে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং সুখ-শান্তির বাস হয়। সোনালী রঙের মাছকে শুভ বলা হয়।

গোরু - হিন্দু ধর্মে গরুকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়। গরু রাখলে বাড়িতে কোনও সমস্যা তো আসেই না, উপরন্তু ইতিবাচক শক্তিও বজায় থাকে।

ইঁদুর - সাদা ইঁদুরকে গণেশের প্রতীক মনে করা হয়। এর ফলে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তি এবং সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। এছাড়াও ঘোড়া ও কচ্ছপকে হিন্দু ধর্মে শুভ বলা হয়। বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। এই শাস্ত্র জানতে বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

বাবা লোকনাথের ধর্মকথা ও উপদেশ

ধর্মকথা। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অমূল্য উপদেশ। জন্মাষ্টমী তিথি তেই জন্ম হয়েছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর, ভক্তদের কাছে তিনি বাবা লোকনাথ নামেই পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বাণী 'রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।' ভক্তদের কাছে তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তার বহু

ভক্ত। তিনি ভক্তদের সব সময় সৎ পরামর্শ দিতেন। তাঁর প্রধান কয়েকটি বাণী হলো - যারা আমার কাছে এসে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের দুঃখে আমার হৃদয় আর্দ্র হয়। এই আর্দ্রতাই আমার দয়া, এই আমার শক্তি যা তাদের উপর প্রসারিত হয় এবং তাহাদের দুঃখ দূর হয়।

যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের কল্যাণ সাধন করেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।

অন্ধকার ঘরে থাকলে, তোকে যদি কেউ জিগ্যেস করে তুই কে? তুই বলিস 'আমি'। আমাকে যদি কেউ জিগ্যেস করে আমিও বলি 'আমি'। নামে নামে যদি এত মিত্রতা হয়, তাহলে আমিতে আমিতে কেন মিত্রতা হতে পারে না? অর্থ উপার্জন করা, তা রক্ষা করা এবং তা খরচ করার সময় বিশ্বের দুঃখ ভোগ করতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মানুষকে কষ্ট দেয়। তাই অর্থব্যয় হলে বা চুরি হলে তার জন্য চিন্তা করে কোন লাভ নেই।

গর্ব কোরো, কিন্তু আহাম্মক হয়ো না। ক্রোধ কোরো, কিন্তু ক্রোধান্ধ হয়ো না।

মন যা বলে শোনো,কিন্তু আত্মবিচার ছেড়ো না। কারণ মনের মতন প্রতারক আর কেউ নেই। মহাপুরুষদের বাক্য ও শাস্ত্র বাক্যের প্রতি মনে শ্রদ্ধা না থাকলে প্রকৃত আত্মবিচার করা সম্ভব নয়।

তাঁর ভক্তদের বিশ্বাস যে গুরুর আশীর্বাদে হিমালয়ের পর্বতের গুহায় একশো বছর তপস্যা করে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন এবং ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। দেব দর্শনের পর মানব কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য লোকালয়ে ফিরে আসেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। লোকালয়ে ফিরে এসে নানা উপদেশ দিয়ে তিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

বাবা লোকনাথ শুধু দেবতা নন, তিনি মানব কল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন বলেই তাঁর নাম আজকে সর্বত্র প্রচারিত। তাঁর নাম সবাই স্মরণ করে থাকে।

বর্ধমানে তিনদিন ব্যাপি শুরু হল ক্রেতা সুরক্ষা মেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর ঃ ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বাগাতে এবার পূর্ব বর্ধমানে শুরু হল ক্রেতা সুরক্ষা মেলা। প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে রাজ্যে সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবার বিষয়ে

সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করতেই এই মেলার আয়োজন। বৃক্ষরোপন ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে শুক্রবার জেলার চারটি মহকুমা নিয়ে শুরু হওয়া ক্রেতা সুরক্ষা মেলার সূচনা করেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী জোৎস্না মান্ডি, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েষা রাণী এ (আইএএস), জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিশেষ সচিব রুমেলা দে, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। ২৯ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ধরে বর্ধমানের উৎসব ময়দানে চলবে মেলা। মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলায় এই প্রথম এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেড়ে চলা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এমনকি অনলাইন মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রতারণার ফাঁদে পড়ছে অনেকে। এই ধরনের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হবে। পাশাপাশি, প্রতারণার শিকার হলে কি করণীয় সেই বিষয়েও জানানো হবে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, প্রতারণার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে এই মেলার আয়োজন করেছে রাজ্যে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ।

ট্যাক্স না বাড়িয়ে বিকল্প আয়ের পথে কলকাতা কর্পোরেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ঃ ট্যাক্স না বাড়িয়ে বিকল্প আয়ের পথে কলকাতা কর্পোরেশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে মানুষের উপর করের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাবে না। অথচ কলকাতা কর্পোরেশনের অবস্থা 'ভাড়ে মা ভাবনী'। এই অবস্থায় বিকল্প আয়ের পথে মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই অবস্থায় পুর-আয় বাড়াতে অফিসারদের বিকল্প উপায় খুঁজতে বললেন মেয়র ফিরহাদ (ববি) হাকিম। পুরসভা সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগে অফিসারদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। এ দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়েই দিয়েছেন যে, মানুষের উপর নতুন ট্যাক্সের বোঝা চাপাতে তিনি রাজি নন। এই অবস্থায় ট্যাক্স না-বাড়িয়ে কী ভাবে পুরসভার আয় বাড়বে, সে রাস্তা বের করতে হন্যে অফিসাররা। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার ফিরহাদ বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর বিরোধী। ট্যাক্স না বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর আরও অনেক বিকল্প রাস্তা আছে। সেগুলো অফিসারদের খুঁজে বের করতে বলেছি। প্রশ্ন উঠেছে, এই বিশাল মূল্য বৃদ্ধির বাজারে কিছু ট্যাক্স বাড়িয়ে সমস্যার কিছু সমাধান তো করাই যায়! নাগরিক মহল বলছে, ভোট যে বড়ো বালাই। সূত্রের খবর, আয় বাড়াতে সম্পত্তি করের পুনর্বিন্যাসের জন্য দু'বছর আগেই নবান্নে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল পুরসভা। সেই প্রস্তাব এখনও ঝুলে রয়েছে। ফলে অনেক চেষ্টা করেও সম্পত্তি কর আদায় বাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে ট্যাক্স বাড়াতে দিশেহারা কর্পোরেশন।

এল ছয় নতুন অতিথি

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৯ নভেম্বর ঃ এদিন দার্জিলিং এর পদ্মজা জিওলজিক্যাল পার্কে এল ছয় নতুন অতিথি। দার্জিলিং এর এই ছয় অতিথিকে নিয়ে সারা পড়ে গেছে। চিতাবাঘ এবং পাখি ছাড়াও এসেছে সারস। এমনিতেই দার্জিলিং এর এই পদ্ম যা নাইডু জিওলজিক্যাল পার্ক বিখ্যাত হয়ে আছে, বিভিন্ন ঘটনার জন্য। দেশ এবং বিদেশ থেকে বহু পর্যটক এই পদ্ম যা নাইট জিওলজিক্যাল পার্কে আসেন। এদের মধ্যে তিনজন চিত্র পরিচালক এই পার্কে নতুন শুটিং করবেন বলে জানতে পাওয়া গেছে। নতুন অতিথিদের নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পার্কের কর্মীদের মধ্যে। সামনেই বড়দিন এবং এরপরে ১ জানুয়ারি নতুন বছর শুরু হচ্ছে, প্রতিবছরে এই সময়ে পাহাড়ে উপচে পড়ে পর্যটকদের ভিড়, এবারে সেটা রেকর্ড ছাড়াবে বলে মনে করছেন সবাই। তাই নতুন অতিথিদের আগমনে সেজে উঠেছে এই চিড়িয়াখানা। চারিদিকে নতুন করে লাইট লাগানো হচ্ছে, এবং মিউজিক সিস্টেম শুরু করা হয়েছে। আর অপেক্ষা শুধু উদ্বোধনের, উদ্বোধনের পরই সবটা খুলে দেওয়া হবে স্থানীয় দর্শনার্থী এবং বাইরের পর্যটকদের জন্য। এই পার্কে ঘিরে এসেছে বিদেশিদের মধ্যেও বহু বিদেশী পর্যটক এই পার্ককে নিয়ে গল্প লিখতে চাইছেন। সব মিলিয়ে মনে করা হচ্ছে এবারে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এই পার্ক।

তিস্তায় ধরা পড়লো বামোশ মাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ নভেম্বর ঃ পরিবেশ দূষণের কারণে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব নদী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই সুস্বাদু বামোশ মাছ। তা আবার ফিরে এলো জেলেদের জালে। গত বছর সিকিম পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তিস্তা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলদূষণের পাশাপাশি নদীর একাধিক এলাকায় পলি জমে উচ্চতা বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে

তিস্তার অন্যতম সম্পদ বোরোলি, বোয়াল, আড় মাছের মতো বামোশ মাছের প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে ছিলেন পরিবেশ কর্মীরা। এদিন বামোশের উপস্থিতি এই আশঙ্কা থেকে অনেকটা রেহাই মিলল বলে মনে করছে মৎস্য দপ্তর। মৎস্য বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বামোশ মাছ বড় বাইন, দানব বাইন নামেও বিভিন্ন দেশে পরিচিত। এক মৎস্যজীবীর জালে সেই অজগরের মতো দেখতে বামোশ মাছ উঠতেই ভিড় জমে যায়। জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজারে তা আসতেই রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা, সাড়ে পাঁচ কেজি ওজনের বামোশ মাছটিকে নিলামে তোলা হয়। তা কিনে নেন মৎস্য ব্যবসায়ী মৃণাল রায়। তিনি জানান, দীর্ঘ প্রায় ২ বছর পর বাজারে এতো বড় বামোশ এল। এক সময় ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপালের নদীতে প্রচুর সংখ্যায় এই মাছ পাওয়া যেত। এখন অবশ্য প্রায় লুপ্ত শ্রেণীর মাছের মধ্যে পড়ে এই মাছ।

রাঢ় বাংলা জোনাল কনফারেন্স

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৯ নভেম্বর ঃ রাজ্যে শিল্প বান্ধব পরিবেশ সহ সমাজের বিভিন্ন ইতিবাচক ও উন্নয়ন মূলক সংবাদ পরিবেশন করতে বদ্ধপরিকর গণমাধ্যমের বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম। সংগঠন তাদের রাঢ় বাংলা জোনাল কনফারেন্স করতে চলছে বোলপুরে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সভাকক্ষে। আগামী ২২ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ১১টায় তাদের এই সভায় উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকরা। এই সম্মেলন সংগঠনের দ্বিতীয় সম্মেলন। তার আগে উত্তরবঙ্গে ৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি সিনার্জি টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাদের উত্তরবঙ্গ জোনের প্রথম সম্মেলন। সংগঠনের তরফে জানা গেছে, রাজ্যে শিল্প বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে গণমাধ্যমের সদর্থক উদ্যোগে ব্রতী হতে বিভিন্ন পেশার মানুষ এই সংগঠনের পাশে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত ধরণের গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীদের এক ছাতার তলায় এনে সমাজ কল্যাণমূলক খবরের প্রসার ঘটিয়ে এক সুন্দর ইতিবাচক সমাজের স্বপ্ন দেখে এই সংগঠন। সেই লক্ষ্যে রাজ্যকে পাঁচটি জোনে ভাগ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করতে চলেছে। সমাজের সাথে সাথে গণমাধ্যমের বিকাশ, সংবাদকর্মীদের সুরক্ষা সহ বিভিন্ন দিগনির্দশন করতেই তাদের এই বৈঠকগুলি হতে চলেছে, বলে জানা গেছে। সমস্ত জোনের বৈঠক শেষ হলে, এই সংগঠন এক শক্তিশালী গণমাধ্যমের আওয়াজ হিসেবে প্রকাশ পেতে চলেছে, বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

ধনধান্যেই উদ্বোধন চলচ্চিত্র উৎসব-এর, ফোকাস ফ্রান্সে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ঃ ৩০ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর। এবারই প্রথম উৎসবের উদ্বোধন হবে আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে। ফোকাস কান্ট্রি ফ্রান্স। সেদেশের কুড়িটি কাহিনীচিত্র প্রদর্শিত হবে। অন্যান্যবারের মত নন্দন, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ সহ মহানগরের মোট কুড়িটি প্রেক্ষাগৃহে উৎসবের ছবিগুলি দেখানো হবে। উৎসব কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এবার ২৯ টি দেশের ১৭৫ টি ছবি নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা বিভাগে ৪২ টি কাহিনী চিত্র ও ত্রিশটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ও তথ্যচিত্র অংশ নিচ্ছে। এবছর পরিচালক তপন সিংহ, হরিসাধন দাশগুপ্ত, কণ্ঠশিল্পী তালাত মাহমুদ, মোহাম্মদ রফি সহমত ১১ জনকে শতবার্ষিকী সম্মাননা জানানো হবে। বৈঠকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, এবার সত্যজিত রায় স্মারক বক্তৃতা দেবেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আর বালকি।

প্রতিবারের মতো এবারও থাকছে মাস্টার ক্লাস এবং সিনেমা সংক্রান্ত সেমিনার ও মতবিনিময়। এবার কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' সেকশনে রয়েছে সাতখানা ছবি। সাতটা ছবিরই 'ইন্ডিয়া প্রিমিয়ার'। নেতাজি ইন্দোরে নয় এ বছর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ধনধান্য স্টেডিয়ামে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই কথাই ঘোষণা করা হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন, অরূপ বিশ্বাস, এবছরের চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ, বীরবাহা হাঁসদা, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী, শান্তনু বসু। ৪ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর চলবে চলচ্চিত্র উৎসব। ক্লোসিং সেরেমনি রবীন্দ্র সদনে। ৩০ তম KIFF-এর অফিসিয়াল থিম গানের কনসেপ্ট মমতা বন্দ্যোপাধায়ের লিরিক্স এবং গেয়েছেন নচিকেতা।

সরকারি বাস ও ভেসেলের টিকিট যাত্রী সাথী অ্যাপের মাধ্যমে পাওয়া যাবে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর ঃ কলকাতায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এখন থেকে সরকারি বাস ও ভেসেল পরিষেবার ক্ষেত্রে যাত্রীরা যাত্রী সাথী অ্যাপ এর মাধ্যমে তাঁদের নির্ধারিত টিকিট নিতে পারবেন। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী একথা জানিয়েছেন। যাত্রী সাথী অ্যাপ , West Bengal Transport Corporation WBTC এর সহযোগিতায় এই ডিজিট্যাল বাস টিকিট বুকিং সুবিধা চালু হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক ভাবে এয়ারপোর্টের সঙ্গে সংযোগকারী ১২ টি সরকারি বাস রুটে এই বুকিং সিস্টেম চালু হচ্ছে। আগামীদিনে কলকাতায় চক্ররেল্ট র সমগ্র রুটেই এই ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যে ১২ টি রুটে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেগুলি হল AC 39, AC 50A, AC 37A, V1, S10, S 23A, AC 2 , AC 43, AC 40, AC 23A, EB 12, S 66 । পরিবহন মন্ত্রী বলেন, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড গুলিতে ডিজিট্যাল বোর্ড লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। ওই বোর্ডের মাধ্যমে যাত্রীরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট রুটের বাসের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। এর জন্য ইতিমধ্যে বাস স্টপগুলি চিহ্নিত করণ এর কাজ হয়েছে। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট কোনো রুটের বাসের অবস্থান হোয়াটস অ্যাপ এর মাধ্যমে যাতে জানা যায় সেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই পদ্ধতিগুলি চালু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

জরাজীর্ণ সিএমএস ক্রসিং বডির রিকণ্ডিশ্বনিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং.এলএমজি/ইএনজিজি/১৬০ অফ ২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের জরাজীর্ণ সিএমএস ক্রসিং বডির রিকণ্ডিশ্বনিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,২৫,২১,৮০৭.৭৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১২,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ২৪-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **২৩-১২-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এমসি_এসসি_ওপি অ্যান্ড মেন্ট_লন্ড্রি_সিপি_২০২৪, তারিখঃ ২৭.১১.২০২৪; সিনি. ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার(সিও), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং. ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে "দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে" ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম/বিবরণঃ** "৩ বছরের জন্য চিৎপুর কোচিং ডিপোতে যন্ত্রচালিত লন্ড্রি প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।" **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৯,৫৫,১৫,৮২৩.৮৮ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ১১,২৭,৬০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা; **চুক্তির মেয়াদ মাসে ঃ** ৩৬; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২৮.১১.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১২.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫ টায়; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১২.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫ টায়; ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতা শর্তাবলী সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবেনা।

(SDAH-255/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৭৫_২০২৪-২৫ তারিখ ঃ ২৫.১১.২০২৪ সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **সিনি.ডিইএন/২/এইচডব্লিউএইচ। ই-টেন্ডার নং. ২৭৫_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডিকেএই ও এইএন/বিডব্লিউএন-এর অধীনে আইওডব্লিউ/ডিকেএই এবং আইওডব্লিউ/বিডব্লিউএন শাখায় জল সরবরাহ, নিষ্কাশন এবং উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রের উন্নতিসাধন এবং এইএন/ডিকেএই এবং এইএন/বিডব্লিউএন-এর অধীনে আইওডব্লিউ/ডিকেএই এবং আইওডব্লিউ/বিডব্লিউএন শাখায় এলসি গেট লজের উন্নয়ন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ৭,৬০,১২,৯৪৬.৫৮; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫,৩০,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা) ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। নোটিশ আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট ঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-452/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

'আইনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির সরকারি ভাষার প্রচার ও বিকাশের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা'

আইনের ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে উল্লেখিত হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রচার ও ব্যবহারে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ভারত সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রকের একটি প্রকল্প রয়েছে। অনুদান সেই সংস্থাগুলির জন্য উপলব্ধ হবে, যারা ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত যে কোনও ভাষায় নিম্নোক্ত কাজগুলির মধ্যে যে কোনও একটি করছে যথা-

(ক) মূল আইন বই প্রস্তুত ও প্রকাশ,

(খ) প্রমিত আইন বই বা ক্লাসিকের অনুবাদ ও প্রকাশনা,

(গ) আইনি শব্দকোষের প্রস্তুতি এবং প্রকাশনা।

(ঘ) আইন জার্নাল প্রকাশ,

(ঙ) অন্য কোনও প্রকাশনা, যা আইনের ক্ষেত্রে হিন্দি বা রাজ্যগুলির অন্যান্য সরকারী ভাষা বিকাশ ও প্রচার করতে পারে, এবং

(চ) হিন্দিতে এর সংস্করণ সহ আঞ্চলিক ভাষায় কাজের জন্য অতিরিক্ত অনুদান বিবেচনা করা হবে।

আবেদনপত্র এবং স্কিমের অনুলিপি আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে **www.legislative.gov.in**

যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনগুলি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত হার্ড কপি বা ই-মেইলের মাধ্যমে এই অফিসে পৌঁছাতে হবে।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং আবেদনপত্র পাওয়ার জন্য, যোগাযোগ করুন-

যুগ্ম-সচিব এবং আইনী কাউন্সেল,
আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়, আইন বিভাগ,
অফিসিয়াল ভাষা শাখা, রুম নং ৭২৫, ৭ম তলা, 'এ' উইং,
শাস্ত্রী ভবন, নিউ দিল্লি-১১০০০১। ফোন নম্বর ২৩৩৮৬২২৯,
ইমেল-brajesh.74gov.in , ফ্যাক্স নম্বর ০১১-২৩৩৮৭০৫১
CBC-24302/12/0001/2425

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender (Retender)

NIT No. - 06 **Dated - 29.11.2024**

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Sinking of Sub-mersible Pump of 150mm X 100 mm dia and 150 mtr deep with PVC Pipe and Strainer at different location and Construction of Boundary Wall, Drain and Site development at the compound of Auditorium in ward no. - 04 within Ramjibonpur Municipality through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders.

Tender Ref. No. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-06/2024-25, Tender ID : 2024_MAD_776346

Last date & time for submission of bid through online is **16.12.2024.upto 2:00 P.M.**

The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O:- Ankri Srirampur, Dist:- Hooghly
(Under Pursurah Development Block)
e-mail ID:-srirampur_p@rediffmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER 05/2024-2025

Notice inviting competitive e-Tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited for execution of the 17(Seventeen) Different works. Closing Date of Tender paper Submission (Online) 07/12/2024 at 5.00 PM. The Technical bid & Financial Bid will be open:- 10/12/2024 at 12.10 PM. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
37/GPW/ WBFDC/ 2024-25	**Boring and installation of Pump at Kalyani, NIPER Kolkata.**	**30.11.2024**	**09.12.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
38/GPW/ WBFDC/ 2024-25	**Maintenance of different type of plantation in Sodepur area on ECL Land.**	**30.11.2024**	**09.12.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইএলইজি/ওটি/ই-টেন্ডার নোটিশ/৪২২/২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ২৬.১১.২০২৪, সিনি. ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. (১) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৫৮-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** হোয়ার্ফ-এর সংস্কার, আলোর ব্যবস্থার উন্নতি, মার্চেন্ট রুমের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমেত টিটাগড় গুডস শেড-এর উন্নয়ন; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,৮৬,৫৯২.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ১,১৩,৭০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস; **ক্র. নং. (২) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬০-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডব্লু/১/এসডিএএইচ-এর অধীনে কাইজার স্ট্রিটে কোয়ার্টার্স টাইপ-III= ০৮ ইউনিট প্রতিস্থাপনের কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,৪১,৩৫৭.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪৪,৮০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস; **ক্র. নং. (৩) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬১-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** "আদিগঙ্গা খালের ওপর ব্রিজ নং. ৩, ৪, এস/৩৪-এর লাগোয়া নতুন আরসিসি বক্স নির্মাণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,২১,২৬০.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ১৬,৪০০.০০টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস; **ক্র. নং. (৪) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬২-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** বজবজে নতুন গুডস অফিস, মার্চেন্ট রুম, নর্দমার ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট পরিমাণে আলোর ব্যবস্থা নির্মাণ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৬৬,১২৬.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৯৯,৩০০.০০টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ মাস; **ক্র. নং. (৫) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬৩-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** হোয়ার্ফ-এর সংস্কার, আলোক ব্যবস্থার উন্নতি, শ্রমিক শৌচাগারের ব্যবস্থা সমেত সারগাছি স্টেশনে গুডস শেড-এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৩,১৪,৯০৩.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ১,০৬,৩০০.০০টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ মাস; **ক্র. নং. (৬) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬৪-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** নিউ আলিপুর (ক্যালকাটা) (এনএসিসি) গুডস শেড-এ যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা, প্রবেশ প্রস্থান দরজা, সীমানা প্রাচীর এবং যথাযথ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৭,৭২,১৭৬.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৯৫,৫০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ মাস; **ক্র. নং. (৭) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৬৫-২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য নিউ গড়িয়া স্টেশনে ৯০০০ ব্যক্তি প্রতি ঘন্টায় বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন এসক্যালেটর (২টি) নির্মাতা-মেসার্স জনসন লিফ্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮,৬৮,৮৮০.৯৬ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৩৭,৪০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস; **ক্র. নং. (৮) টেন্ডার নং. ঃ ইএলইজি-ওটি-১১২৪-২০২৪-২৫-আর১; কাজের বিবরণ ঃ** ০৩ বছরের জন্য নৈহাটি আরআরআই কেবিনে ১৬টি আর ক্ষমতার (নির্মাতা ব্লুস্টার) ইনভার্টার ড্রাফ্টড প্যাকেজ এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৮,৭৬৪.০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৮০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ক্র.নং. ১ থেকে ৮ প্রতিক্ষেত্রে ০.০০ টাকা; **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ২৬.১১.২০২৪; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৪ দুপুর ২ টো; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১৯.১২.২০২৪ দুপুর ২ টোর পরে; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.১২.২০২৪। বিশদ টেন্ডার নোটিস ও সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-254/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Hybrid rooftop solar PV Plant work under 5th SFC fund in N.I.e.T. No.-13(2nd Call). Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **13/12/2024** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Certificate(s) No. 405450 and 409737 for Equity 5107 Shares face value Rs.1/- Folio No. 07144 Dist. Nos. 401036385 to 401040032 and 1093762585 to 1093764043 of Berger Paints India Limited having its Registered Office at Berger House, 129 Park Street, Kolkata, West Bengal, 700017, registered in the name(s) of Chananlal Aggarwal has been lost. I have now applied to the Company for issue of duplicate shar Certificate(s) in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate share certificate(s) in lieu of said original share certificate(s) is requested to lodge his/her objection thereto with the company at the above address or with their registrar's Office C B Management Services (P) Ltd, CB Management Services Pvt. Ltd, P-22, 2nd Floor, Bondel Road, Kolkata - 700019, West Bengal in writing within 15 days from the date of publication of this notice.

Name(s) of Shareholder(s)
MAHESH AGGARWAL
House No-74, Phase-2, Near Tharike Road, Khanna Colony, Tharike, Ludhiana, Threekey, Punjab-142021

Place : Kolkata Date : 30-11-2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE-III/31/23/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Restoration of IPS Footpath at 6/C, 42/A/1 M. B. Lane, 8/2C Jogodyan Lane and different places in Ward No.-031, disturbed by C.E.S.C and W/S Deptt.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,99,531.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/EE-III/29/24/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Improvement of Sewer Line at 3/41 to 3/46, Narkeldanga Main Road and its surrounding area in Ward No.-29.** Estimated Cost: ₹**4,49,923.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

3. NIT No.: **KMC/EE-III/35/24/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Renovation of Concrete Passage at 32, Rakhal Ghosh Lane in Ward No.-035.** Estimated Cost: ₹**1,99,941.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

4. NIT No.: **KMC/EE-III/35/26/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Restoration of IPS and Concrete Passages Distrubed due to Water Supply Department and C.E.S.C at 132A/1R, Raja Rajendra Lal Mitra Road, 30/C, Haramohan Ghosh Lane and different places in Ward No.-035.** Estimated Cost: ₹ **4,74,258.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **40 Days**.

5. NIT No.: **KMC/EE-III/30/21/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairs of Labour Quarter at 'D' Block of 34 U.C. Banerjee Road in Ward No.-30.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,90,756.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.12.2024 upto 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **09.12.2024 upto 12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4), & **10.12.2024 upto 12.00 noon** (for Sl. No. 5). Date and time of opening of bid: **09.12.2024 after 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2), **11.12.2024 after 12.00 noon** (for Sl. No. 3 & 4) & **12.12.2024 after 12.00 noon** (for Sl. No. 5). The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2), **30.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/XIII/122/43/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of POT Holes by laying HOT-MIX at different Roads in Sodepur Brick Field Road, Kalipur Ext, Sodepur 1st Lane, Baroda Sarani etc. in Ward No.-122, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,97,021.62.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 Days**

2. NIT No.: **KMC/EE/XIII/120/021/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Subhas Park at Sisir Bagan Road Bye Lane in Ward No.-120, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,96,347.20.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid: **11.12.2024 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1) & **09.12.2024 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 2). Tender will be opened on: **13.12.2024 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1) & **11.12.2024 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1) & **29.11.2024 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/BR.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/046/24-25** Name of the Work: **Construction of Cement Concrete Road at Ramchandrapur, Rong Para, near Pranab Shil House to Patal Das House in Ward No.-142.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,347.77.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

2. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/045/24-25** Name of the Work: **Construction of Cement Concrete Road at Chakramnagar Gholpara Vivek Pally, near Bhabesh Thakur House to 100/155/20, Police Bari House in Ward No.-142.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,727.12.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days.**

3. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/048/24-25** Name of the Work: **Const. of Surface Drain at Lokenth Para near Pre. No.-80/24B in Ward No.-126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,95,527.81.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **11.12.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The Tender will be opened on: **13.12.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **03.12.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/XV/138/047/2024-2025/R/ BUSTEE (1st Call)** Name of the Work: **Repairing & Maintenance of Cement Concrete Passage with Allied Works at Panchpara Road N/H/No. Y-105, Y-328, Y-108 etc. in Ward No.-138, Br.-XV under Slum Area.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,05,162.44**. Earnest Money: ₹ **8,200.00**. Period of Completion: **90 Days**.

2. NIT No.: **KMC/XV/139/039/2024-2025/R/ BUSTEE (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Drainage System near H/No. V-183, V-186, V-188 etc. Mondal Para Lane in Ward No.-139, Br.-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,85,024.84**. Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Period of Completion: **60 Days**.

3. NIT No.: **KMC/XV/135/054/2024-2025/R/ BUSTEE (1st Call)** Name of the Work: **Repairing of I.P.S. & C.C. Passage & Allied Works at Gulam Abbas Lane N/H/No. H-46 to H-11. in Ward No.-135, Br.-XV, Slum Area.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,83,861.32**. Earnest Money: ₹ **9,700.00**. Period of Completion: **90 Days**. Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **03.12.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.12.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 3). Documents download/sell start date (online): **03.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 3). Documents download/sell end date (online): **12.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **11.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 3). Bid submission start date (online): **03.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 3). Bid submission closing (online): **12.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **11.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 3). Bid opening date for Technical Proposal (online): **14.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **13.12.2024, 4.00 p.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-IV/KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT **No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/023/2024-2025/R** Name of the Work: **Repairs to passage and footpath by laying cement concrete at 124/4B to 124/1A Manicktala Street and 5, Azad Hind Bag in Ward No.-27 under Borough-IV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,84,528.91.** Earnest Money: ₹ **3,700.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/025/20/24-25/R** Name of the Work: **Renovation of Road surface at Gupta Lane, Pyari Mohan Pal Lane and other places in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,99,673.78.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **07.12.2024; 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The Tender will be opened on: **09.12.2024; 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.11.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

949/24-25

চাষবাস

আলুবীজ আমদানি কম থাকায় সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা

আলুর বীজ বোনার মরশুম পুরোদস্তুর শুরু হয়েছে। কিন্তু ভিনরাজ্য থেকে আলুবীজ আমদানি কম থাকায় সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা। যদিও বীজ বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এইসময় মূলত পাঞ্জাব থেকে আলুবীজ আমদানি করা হয়। কিন্তু আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং ভোটের কারণে পঞ্জাব থেকে গাড়ি প্রায় দুসপ্তাহ আসেনি। তাই কিছুটা ঘাটতির মুখে পড়তে হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে সরবরাহ। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ও মঙ্গলকোটে ব্লকের পশ্চিমাংশে ব্যাপক পরিমাণে আলুচাষ হয়। এছাড়া গুসকরা শহরের আশপাশের এলাকাতেও প্রচুর চাষ হয়। মূলত অজয় নদ এবং কুনুর নদীর পলিমাটি সমৃদ্ধ মঠগুলোতে একচেটিয়া আলু চাষ করা হয়। আর এইসব এলাকার আলুচাষিরা অধিকাংশ গুসকরা শহরের বীজ বিক্রেতাদের কাছে আলুবীজ কেনেন। গুসকরার এক বীজ বিক্রেতা কাজী আরাফত আবেদিন বলেন, ''এলাকার কৃষকদের অধিকাংশই পঞ্জাব থেকে আসা আলুবীজ দিয়ে চাষ করেন।

সস্তায় বীজ কেনার জন্য আগে থেকে কৃষকরা বুকিং করে রাখেন। কিন্তু ভোট এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে দুসপ্তাহের বেশি সময় ধরে পাঞ্জাব থেকে গাড়ি আসেনি।

তবে অধিকাংশ কৃষক বীজ পেয়ে গিয়েছেন। যাঁরা পাননি দুই একদিনের মধ্যেই পঞ্জাবের আলু বীজ পেয়ে যাবেন।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বাংলা বছরে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি সময়েই আলুবীজ বোনার উৎকৃষ্ট সময়। এখনও প্রায় দুসপ্তাহ ধরে বীজ বোনার কাজ চলবে।

প্রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌ স্বাক্ষর এবং বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতার বেলগাছিয়াতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানির তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌ স্বাক্ষর হলো। ভেটোরিনারী শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে এই পার্টনারশিপ বা ইনডিভেট এর মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম সংগঠন এবং দুটি দেশের মধ্যে ছাত্র এবং শিক্ষক এক্সচেঞ্জ করা যাবে। জার্মানির লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়, হ্যানওভার ইউনিভার্সিটি অফ ভেটেনারি মেডিসিন ও বার্লিন ফ্রেই ইউনিভার্সিটি এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, তামিলনাড়ুর তানুভাস ও লুধিয়ানার গাডভাসুর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই অনুষ্ঠানে জার্মানির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ইউ ট্রুয়েন, ডক্টর আহমেদ আবেদিল ওয়াহেদ, লুধিয়ানা গাডভাসুর পক্ষে অধ্যাপক অনিল কুমার অরোরা, ড. আর এস সেটি এবং প্রানী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দানা, নিবন্ধক অধ্যাপক পার্থ দাস, ইনডিভেটেড ভারতীয় কোঅরিনেটর অধ্যাপক এস এন জোয়ারদার, তিনটি ফ্যাকাল্টির ডিন, পরীক্ষা নিয়ামক অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, ডিএসডব্লিউ ড. পঙ্কজ বিশ্বাস, নোডাল অফিসার অধ্যাপক নিলতপল ঘোষ, প্রত্যেকটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য অফিসিয়ালসরা ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ড. শান্তনু বেরা এবং সর্বস্বরূপ ঘোষের পোল্ট্রি উৎপাদনের নানা দিক এবং ডঃ মনোরঞ্জন রায় ও অন্যান্যদের লেখা হাঁস-মুরগি ও শুকর পালন এবং মাছ চাষের কথা বই দুটি প্রকাশিত হয়।

আবার ধাক্কা খেল ফ্রান্স

ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির ইতি টেনেছে মধ্য আফ্রিকার দেশ চাদ।গতকাল বৃহস্পতিবার চাদ সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়। এই পদক্ষেপের ফলে চাদ থেকে ফরাসি সেনাদের চলে যেতে হতে পারে। অঞ্চলটিতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পশ্চিমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র চাদ। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, স্বাধীনতার ছয় দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে।

চাদ এখন পূর্ণরূপে দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে চায়। ২০১৯ সালের সংশোধিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি সমাপ্তির সিদ্ধান্ত চাদের কৌশলগত অংশীদারত্বকে নতুন করে সংজ্ঞায়নের সুযোগ তৈরি করে দেবে বলে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

নাম পরিবর্তন

এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি বিধান ঘোষ, পিতা -মৃত মধুমঙ্গল ঘোষ ওরফে মধুসূদন ঘোষ, ধর্ম -হিন্দু, পেশা- চাষাবাদ, সাং- নতুন ঘোলাপাড়া, স্বরূপগঞ্জ, চর ব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০১,গত ইং ২৬-১১-২০২৪ তারিখ নবদ্বীপস্থিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একটি হলফনামা প্রত্যায়িত করাই যাহাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, (১) আমি ভারতীয় নাগরিক ও উক্ত ঠিকানার বাসিন্দা। (২) আমার ভোটার কার্ডে ও আধার কার্ডে বাবার নাম যথাক্রমে মধুমঙ্গল ঘোষ ও মধুসূদন ঘোষ। আমার পিতা মধুমঙ্গল ঘোষ ও মধুসূদন ঘোষ, পিতা -স্বর্গীয় কৃষ্ণপদ ঘোষ একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Goutam Mandal পিতা Late Ganesh Mondal (Date of Death: 24-08-2001) ঠিকানা Dhakapara Senpur, P.o - Kalirhat, P.s - Kotwali, District - Nadia Pin- 741102, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 29-11-2024 এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Ganesh Chandra Mandal এখন থেকে Ganesh Mondal নামে পরিচিত হলেন । আমার মৃত পিতা Ganesh Chandra Mandal ও Ganesh Mondal একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Aftab Alam S/O Abdul Sattar Quarashi residing at B.B Bye Lane Telinipara, P.O-Telinipara, P.S-Bhadreswar,Dist-Hooghly,Pin-712125 I Declare that my son actual name is Hamza Aftab Instead Arhaan Aftab.that Hamza Aftab and Arhaan Aftab both are the same and one identical Person vide an affitdavit sworn before the Ld.1st class Judicial magistrate at Chandannagar on 21/08/2024

Name Change

I, SHANTANU ROY S/o. PARESH ROY RESIDING AT NETAJI SUBHAS ROAD BUROSHIBTALA PO+PS. NABADWIP DIST-NADIA, PIN-741302 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTANU ROY AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC NABADWIP COURT DIST-NADIA VIDE AFFIDAVIT NO 74 DATED 13-11-24. SHANTANU ROY AND SANTANU ROY BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, BABLU CHAKRABORTY S/o. GOPIKA RANJAN CHAKRABORTY RESIDING AT VILL PARUL DANGA PO- NASARATPUR, PS-NADANGHAT DIST-PURBA BARDHAMAN PIN. 713519 HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABUL CHAKRABORTY AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT NABADWIP COURT DIST-NADIA VIDE AFFIDAVIT NO 174 DATED 22-11-24.BABLU CAAKRABORTY AND BABUL CHAKRABORTY BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Prodip Roy, S/O. Arabindu Roy, Residing at Sister Nivedita Road, Natunpukur, Bolpur, shall henceforth be known as Pradip Roy as declared before the First Class Judicial Magistrate Bolpur Court, Birbhum,vide affidavit no 99AB 614679, Dated 20th November 2024. Prodip Roy and Pradip Roy both are same and identical person

Name Change

I, Subhabrata Roy, D/O. Lt.Dilip Kumar Sil, Residing at Sister Nivedita Road, Natunpukur, Bolpur, shall henceforth be known as Shubhabrata Roy as declared before the First Class Judicial Magistrate Bolpur Court, Birbhum,vide affidavit no 99AB 614678, Dated 20th November 2024. Subhabrata Roy and Shubhabrata Roy both are same and identical person.

আরারিয়া-গলগলিয়া রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের আরারিয়া-রহমতপুর-আরারিয়া কোর্ট সেকশন চালু

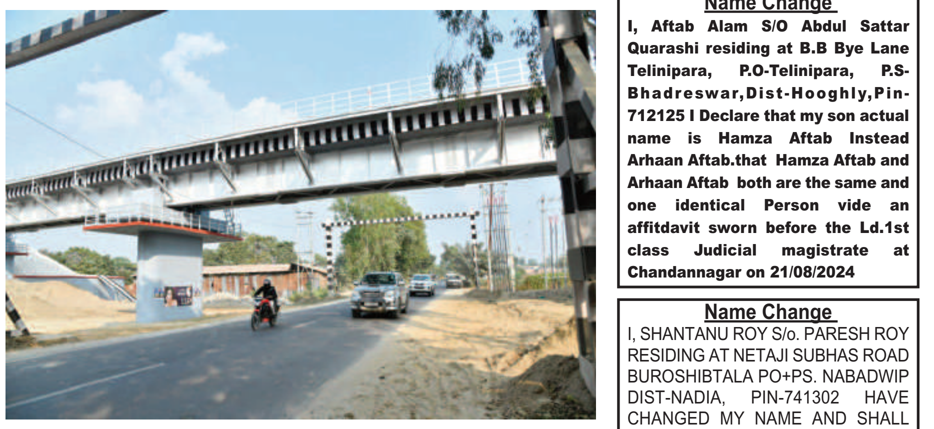

মালিগাঁও, ২৯ নভেম্বরঃ আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের আরারিয়া কোর্ট-রহমতপুর সেকশন (৩.৯৫ কিঃমিঃ) এবং আরারিয়া-রহমতপুর সেকশন (৪.২৯২ কিঃ মিঃ)-এর ওয়াই-কানেকশন চালু করার জন্য কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস), এন. এফ. সার্কেলের পক্ষ থেকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ ১১০.৭৫ কিলোমিটার। ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের আরারিয়া কোর্ট-রহমতপুর-আরারিয়া স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা লাইনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন সম্পূর্ণ করার পর সিআরএস, এন. এফ. সার্কেল, শ্রী সুমিত সিংঘল ট্রেন পরিষেবা পরিচালনের জন্য অনুমোদন জানান। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি বিহার রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে। বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে অধিক শক্তিশালী করা এবং ওই অংশটিতে রেলওয়ের পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার মূল লক্ষ্যে নবনির্মিত ব্রডগজ লাইনটি চালু হয়েছে। নতুন করে স্থাপিত রেলওয়ে লাইনটি এই রুট দিয়ে আরও বেশি পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে সহায়ক হবে। আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের দৈর্ঘ ১১০.৭৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে আরারিয়া কোর্ট, রহমতপুর ও আরারিয়া স্টেশনের মধ্যে ৮.২৪২ কিলোমিটারের নবনির্মিত অংশটি আজ ট্রেন পরিচালনের জন্য খোলা হয়। এর পূর্বে ২০২৪-এর জুন মাসে কাদোগাঁও হল্ট, ভোগদাবার হল্ট হয়ে পাওয়াখালি স্টেশন থেকে ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ২৩.২৪২ কিলোমিটার রেলওয়ে লাইন কমিছনিঙ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট সেকশনে যানঁজট কমাতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে সেকশনটিতে ট্রেনের সুগম চলাচল সম্ভব হবে। এই প্রকল্পটি নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও এই লাইনটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অনেক বেশি ট্রেন চলাচল করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, যার ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটবে। এই প্রকল্পটি ইন্ধন সঞ্চয় ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি ভ্রমণের সময় হ্রাস করে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক দৃশ্যপটের উল্লেখযোগ্য উন্নতি করবে। পণ্য সামগ্রীর পরিবহণ ব্যয়ও সাশ্রয়ী হবে। সেকশনটিতে আরারিয়া, আরারিয়া কোর্ট ও রহমতপুর স্টেশন সহ তিনটি স্টেশন বিল্ডিং রয়েছে। যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক স্টেশনে ৩টি করে পুরুষ ও ২টি করে মহিলা শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

এই সেকশনে ০৪টি মেজর ব্রিজ ও ০৬টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে। অতিরিক্তভাবে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনে যাত্রীদের বোর্ডিং ও ডি-বোর্ডিং-এর জন্য প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **05.12.2024 তারিখে দুপুর 2টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ¤ অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-7113023**

শাখার নাম: হাওড়া-আমতা হাসপাতাল রোড, তালুকা - উলুবেড়িয়া –।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22996034, GL23044341, GL29839995, GL29846770, GL30308575, GL30320729, GL30386590, GL30387352, GL31083638, GL32023864, GL32062926, GL32185372, GL33144226, GL33663360, GL33716133, GL33742946.

শাখার নাম: হাওড়া-বরগাছিয়া সোহো জিএল, তালুকা – জগৎবল্লভপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30266972, GL30276496, GL33763570, GL33823132, GL33823350, GL33979275.

শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুর জিএল, তালুকা -ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22895154, GL23821916, GL24013778, GL30194685, GL30211630, GL30303107.

শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22513423, GL22946482, GL23106652, GL23133391, GL23136728, GL23784655, GL26063235, GL26841322, GL27965944, GL29889953, GL29902683, GL29951732, GL29958445, GL29975578, GL29985196, GL30022867, GL30094031, GL30112458, GL30169669, GL30193030, GL30205021, GL30211467, GL30212062, GL30430750, GL31062536, GL31073945, GL31242201, GL31687948, GL31707333, GL32023486, GL32030141, GL32030209, GL32030522, GL32038788, GL32041690, GL32159220, GL33684350, GL33709731, GL33764535, GL33781282, GL33814438, GL33872407, GL33894331, GL33918475, GL33943711, GL33961331, GL34034533, GL34061908.

শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22856553, GL23003717, GL26687811, GL28656965, GL30073884, GL30085740, GL30148093, GL30159168, GL31969664, GL31991209, GL32697624.

শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22912897, GL22930698, GL23500383, GL23867123, GL23979949, GL27916145, GL29852027, GL29883146, GL29902872, GL30005166, GL30265266, GL30275312, GL30315102, GL30355415, GL30358538, GL30867739, GL31805688, GL33600750, GL33781828, GL33782415, GL33830476, GL33861493, GL33926665, GL33998901, GL34021192, GL34071016, GL34128408, GL34141788, GL34176386, GL34176544, GL34221125, GL34328077, GL34343436.

শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20918402, GL22925133, GL29806404, GL29820501, GL29888876, GL29902638, GL29908873, GL30193833, GL30204403, GL30213809, GL30388472, GL30392459, GL30402740, GL30403033, GL32241766, GL33167474, GL33784094, GL33819613, GL33877074, GL34235683, GL34256958.

শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা -উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22878009, GL22929601, GL22944544, GL22947683, GL22971551, GL22983698, GL23036499, GL23960893, GL24061233, GL24932514, GL26435416, GL27908496, GL28008442, GL29648361, GL29732260, GL29813500, GL29822078, GL29858469, GL29859016, GL29872657, GL29872741, GL29886385, GL29902350, GL29920237, GL29929344, GL29933462, GL29938528, GL29958527, GL29959346, GL29965720, GL29983861, GL30012808, GL30049815, GL30054675, GL30146232, GL30161531, GL30167922, GL30175307, GL30175353, GL30242344, GL30246939, GL30250931, GL30252411, GL30260493, GL30275713, GL30298984, GL30321485, GL30330277, GL30346224, GL30357417, GL30360193, GL30370514, GL30374922, GL30382977, GL30387621, GL30980654, GL31734707, GL31737455, GL31970194, GL31991106, GL32049809, GL32187313, GL32643849, GL32753382, GL33332246, GL33417109, GL33585943, GL33689841, GL33884012, GL33920349, GL33925088, GL33943861, GL33974312, GL33996595, GL34052006, GL34063743, GL34169881, GL34179486, GL34199019, GL34226106, GL34233488.

শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22958265, GL23201190, GL23224495, GL26061428, GL26184080, GL26684286, GL29863012, GL29876617, GL29888929, GL29902774, GL30045868, GL30053383, GL30143063, GL30148489, GL30154114, GL30160955, GL30160991, GL30161522, GL30196514, GL30204337, GL30211453, GL30213634, GL30219128, GL30236207, GL30310586, GL30320572, GL31285809, GL32105783, GL32164861, GL33563421, GL33658275, GL33730312, GL33818548, GL33978867, GL34012332, GL34035539, GL34078501.

শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30326867, GL30346514, GL32178088, GL32361524, GL33099988, GL33108493, GL33118984, GL33121390, GL34132475, GL34141528.

শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22996889, GL23038800, GL23363481, GL24867731, GL27593323, GL28384733, GL29866980, GL29886268, GL29902178, GL29937447, GL29958654, GL29965754, GL29977924, GL29983914, GL29985680, GL30032272, GL30039354, GL30053701, GL30054129, GL30077656, GL30084228, GL30153531, GL30161658, GL30198237, GL30206786, GL30209087, GL30211962, GL30214389, GL30219531, GL30221255, GL30230021, GL30308056, GL30313318, GL30320364, GL30326499, GL30346359, GL30353023, GL30354150, GL33667451, GL33669275, GL33758104, GL33851289, GL34013368, GL34033100, GL34093929, GL34113892, GL34177662.

শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22901036, GL22978857, GL23044449, GL23113624, GL24770002, GL26740204, GL26851484, GL29057737, GL29924597, GL29925240, GL30283582, GL30666429, GL30860734, GL31283122, GL31717361, GL31729297, GL31749159, GL31756810, GL31792819, GL31798100, GL31884044, GL31900968, GL31920244, GL32104739, GL32140900, GL32144893, GL34196894, GL34219093, GL34245638.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 30.11.2024
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated October 24, 2024 (the "**Letter of Offer**" or "**LOF**") filed with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with BSE, "**Stock Exchanges**").

hindware home innovation limited

HINDWARE HOME INNOVATION LIMITED

Please scan this QR code to view the Letter of Offer

*Our Company was originally incorporated as "**Somany Home Innovation Limited**" on September 28, 2017, as a public limited company limited by shares under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation dated September 28, 2017 issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, the name of our Company was changed to "**Hindware Home Innovation Limited**" and a fresh certificate of incorporation consequent on change of name dated May 23, 2022 under the Companies Act, 2013 was issued by the Registrar of Companies, Kolkata. For details of changes in the name and registered office of the Company, refer chapter titled "**General Information**" on page 46 of the LOF.*

Registered Office: 2, Red cross Place, Kolkata, West Bengal, India, 700001; **Corporate Office:** Unit No 201 (i), (ii), (iiiA), (XVI) 2nd Floor, BPTP Park Centra, Sector-30, NH-8, Gurugram-122001;
Contact Person: Ms. Payal M Puri, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No:** +91 124 4779200 **E-Mail ID:** investors@hindwarehomes.com; **Website:** www.hindwarehomes.com;
Corporate Identity Number: L74999WB2017PLC222970

OUR PROMOTERS: (I) MR. SANDIP SOMANY; (II) MS. SUMITA SOMANY; (III) MS. DIVYA SOMANY; (IV) M/S. SANDIP SOMANY HUF; (V) MR. SHASHVAT SOMANY; (VI) M/S. SOMANY IMPRESA LIMITED; AND (VII) MATTERHORN TRUST

ISSUE OF 1,13,49,962 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- (RUPEES TWO ONLY) ("RIGHTS EQUITY SHARES") EACH AT A PRICE OF ₹220.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹218.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 24,969.92 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 119 (ONE HUNDRED NINETEEN) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 758 (SEVEN HUNDRED FIFTY EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024 ("THE ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all its Equity Shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on **Thursday, November 07, 2024** and closed on **Friday, November 22, 2024** and the last date for On Market Renunciation of Right Entitlements was **Monday, November 18, 2024**. Out of the total 7,115 Applications for 1,58,69,296 Right Equity Shares, through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**"), 764 Applications for 89,033 Right Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the LOF. The total number of valid Applications received were 6,351 for 1,57,80,263 Rights Equity Shares, which was 139.03% of the Issue. In accordance with the LOF, the Basis of Allotment was finalised on Thursday, November 28, 2024 by the Company, in consultation with the Lead Manager, Registrar to the Issue and BSE. The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company, passed the resolution on Thursday, November 28, 2024, took on record the Basis of Allotment and approved the allotment of 1,13,49,962 Rights Equity Shares to successful applicants. In the Issue, none of the Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after rejections of bids received from Non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for allotment.

1. Information regarding total Applications received:

Category	Applications received		Rights Equity Shares applied for			Rights Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Equity Shareholders	6,218	87.39	1,52,49,533	3,35,48,97,260.00	96.09	1,08,90,213	2,39,58,46,860.00	95.95
Renouncees	897	12.61	6,19,763	13,63,47,860.00	3.91	4,59,749	10,11,44,780.00	4.05
Total	**7,115**	**100.00**	**1,58,69,296**	**3,49,12,45,120.00**	**100.00**	**1,13,49,962**	**2,49,69,91,640.00**	**100.00**

2. Summary of allotment in various categories are as under:

Applicants	Number of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	6,091	95,85,563	13,04,650	1,08,90,213
Renouncees	260	4,59,749	-	4,59,749
Total	**6,351**	**1,00,45,312**	**13,04,650**	**1,13,49,962**

Information for Allotment/Refund/Rejection cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, will be completed on or before December 04, 2024. The instructions for unblocking of funds of ASBA Applications were issued to SCSBs on November 28, 2024. The listing application has been submitted to BSE on November 28, 2024 and to NSE on November 29, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in the dematerialized form will be completed on or before December 04, 2024. For further details, see ***"Terms of the Issue – Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts"*** on page 232 of the LOF. The trading in fully paid-up Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on Stock Exchanges under ISIN - INE05AN01011 upon receipt of trading permission. Pursuant to the listing and trading approval granted by Stock Exchanges, the Rights Equity Shares Allotted in the Issue is expected to commence trading on Stock Exchanges on or about December 06, 2024. Further, in accordance with SEBI Master circular bearing reference no. SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be sent to NSDL & CDSL on or before December 04, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN THE DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. Investors are advised to refer to the full text of the ***"Disclaimer Clause of SEBI"*** beginning on page 205 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the full text of the ***"Disclaimer Clause of the BSE"*** beginning on page 208 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the full text of the ***"Disclaimer Clause of NSE"*** beginning on page 208 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE COMPANY	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FINSHORE Creating Enterprise Managing Values	CAMEO	DATAMATICS MAHESHWARI	**Payal M Puri,** **Company Secretary and Compliance Officer** Unit No 201 (i), (ii), (iiiA), (XVI) 2nd Floor, BPTP Park Centra, Sector-30, NH-8, Gurugram-122001 **Tel:** +91 124 4779200; **E-mail:** investors@hindwarehomes.com
Finshore Management Services Limited "Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal **Telephone:** +91 33 22895101 / +91 33 4603 2561 **Email ID:** info@finshoregroup.com **Investor Grievance ID:** investors@finshoregroup.com **Website:** www.finshoregroup.com **Contact Person:** Mr. S. Ramakrishna Iyengar **SEBI Registration No:** INM000012185 **CIN:** U74900WB2011PLC169377	**Cameo Corporate Services Limited** "Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India **Telephone:** 044 4002 0700 / 2846 0390 **Email:** rights@cameoindia.com **Investor Grievance ID:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya **SEBI Registration Number:** INR000003753 **CIN:** U67120TN1998PLC041613	**Maheshwari Datamatics Pvt Ltd.** 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata, Kolkata, West Bengal, India, 700001 **Telephone:** 033 – 22482248 / 22435809 **Email ID:** mdpldc@yahoo.com **Investor Grievance ID:** mdpldc@yahoo.com **Website:** www.mdpl.in **Contact Person:** Mr. Ravi Kumar Bahl **SEBI Registration Number:** INR000000353 **CIN:** U20221WB1982PTC034886	Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see ***"Terms of the Issue"*** beginning on page 211 of the LOF.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For **Hindware Home Innovation Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Payal M Puri
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: November 29, 2024

HINDWARE HOME INNOVATION LIMITED has filed the Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and the Stock Exchanges. The Letter of Offer is available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com ; the website of NSE at www.nseindia.com ; the website of the Company at www.hindwarehomes.com ; and the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled ***"Risk Factors"*** on page 22 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state Securities Laws. Accordingly, the Rights Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act to Eligible Equity Shareholders located in jurisdictions where such offer and sale is permitted under the laws of such jurisdictions.

উত্তর সিকিম পর্যটকদের জন্য পুনরায় খোলা হবে ১ ডিসেম্বর

দুরন্ত বার্তা, ২৯ নভেম্বর ঃ সিকিমের পর্যটন মন্ত্রী টি.টি. ভুটিয়া ঘোষণা করেছেন যে উত্তর সিকিম ভ্রমণের জন্য পর্যটকদের অনুমতি দেওয়া হবে ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে। নাগা গ্রাউন্ডে এদিন অনুষ্ঠিত একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির সময় এই ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে মন্ত্রী, এলাকার বিধায়ক সামদুপ লেপচা সহ, টুং-নাগা রোড বরাবর একটি ট্রায়াল রানে পর্যটক যান। ভারী বৃষ্টিপাত ও ভূমি ধসের ব্যাপক ক্ষতির কারণে এক বছর ধরে বন্ধ থাকা জেলাটিতে কঠোর নিরাপত্তা পরীক্ষা ও রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। বিস্তারিত মূল্যায়ন করে কর্তৃপক্ষ অঞ্চলটিকে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ ঘোষণা করেছে। গুরুডংমার লেক, জিরো পয়েন্ট, লাচুং, লাচেন, কালা পাথার, এবং ইয়ামথাং উপত্যকা সহ উত্তর সিকিমের চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং আইকনিক গন্তব্যগুলি ঘুরে দেখার জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়া হল বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন কোনরকম বিপর্যয় না ঘটলে উত্তর সিকিম বন্ধ করা হবে না। পর্যটকরা এসে যখন আনন্দ পান তখন আমাদেরও দায়িত্ব তাদের আনন্দ দেওয়া। একমাত্র ধর না পড়লে, এবং কখনো দুর্ঘটনা না ঘটলে প্রাকৃতিকভাবে জড়িত, আমরা উত্তর থেকে খোলা রাখবো জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশের পর এবার মালদায় আটক সন্ন্যাসী, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ নভেম্বর ঃ কালিয়াচক থানায় হিরন্ময় গোস্বামী মহারাজ কে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে মালদার কালিয়াচক থানা। পাশাপাশি রতুয়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান হিরন্ময় গোস্বামীর ভক্তরা। রতুয়ায় সাত দিন ধরে ভাগবত পাঠ চলছে। ভাগবত পাঠ করছেন হিরণ্ময় গোস্বামী। ৪১ সি আর পি সি এরই মাঝে কালিয়াচক থানা তাকে ডেকে পাঠায়। হিরণ্ময় গোস্বামীর অভিযোগ সকাল ১১.৩০ টায় তিনি কালিয়াচক থানায় পৌঁছান। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এরপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি যখন রতুয়ার দিকে আসছিলেন তখন মাঝপথ থেকে পুলিশ তাকে ফের থানায় নিয়ে যান। দীর্ঘক্ষণ কালিয়াচক থানায় বসিয়ে রাখা হয় তাকে। আর এরই মাঝে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। তারপর একদিকে যেমন কালিয়াচক থানায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তার ভক্তরা। পাশাপাশি রতুয়া থানার সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। অনুমতি ছাড়া এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে আদিনা মসজিদে যান হিরন্ময় গোস্বামী। সেই সময় মসজিদে ঢুকতে তাকে বাধা দেওয়া হয়। এই নিয়ে শুরু হয় পুলিশের সাথে বচসা। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে লিখে পাঠানো হয় তাকে। তার অভিযোগ বারংবার তার গাড়িতে হামলা হচ্ছে। প্রাণ নাসের আশঙ্কায় ভুগছেন তিনি। কিন্তু তাকে নিরাপত্তা দিক। এমনকি বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথে বাংলা পরিস্থিতির তুলনা করেন তিন গাজোলের একটি পুরো মামলায় তাকে ৪১ সি আর পিসিতে ডাকা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হিরন্ময় গোস্বামীকে আটক করা হয়নি জানিয়েছেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

FORM NO. 4A **COURT ROOM NO. 2**

IN THE CITY CIVIL COURT IN DINDOSHI AT BOMBAY
SUMMARY CIVIL SUIT NO. 417 OF 2021
(Under Order XXXVII Rule 2 of the Code of Civil Procedure, 1908)

Multi Commodity Exchange of India Ltd.,
Company incorporated under the provisions
Of the Companies Act, 1956 having its
Registered office at Exchange Square Suren
Road, Chakala, Andheri (East)
Mumbai 400093) **... Plaintiff**

VERSUS

1. M/s. Bulls Brothers Commodity Private Limited and Ors.
Having its registered office at,
22B Rabindra Sarani, 3rd Floor, Tirhatti Kolkata – 700073 (West Bengal) and its Correspondence address at J 13/93 Flat No. H-2, Sanjay Nagar Chaukaghat Varanasi – 221002 (Uttar Pradesh)

2. Mr. Ashwani Kumar Singh – Director of M/s. Bulls Brothers Commodity Private Limited,
residing at C-27/274, 4th Floor, Dr. Jai Singh Building Maldahiya Varanasi – 221002 (Uttar Pradesh)

3. Mr. Nirajkumar Singh – Director of M/s. Bulls Brothers Commodity Private Limited residing at J 13/83 Flat No. 32 3rd Floor, Vanshira Apts, Cotton Mill Colony, Chaukaghat, Varanasi – 221002 (Uttar Pradesh)

4. Mr. Manish Kumar Singh – Director of M/s. Bulls Brothers Commodity Private Limited residing at10/A/1, R B C Road, Rishra, Flat No.402, Howrah – 712248 (West Bengal)) **... Defendants**

TAKE NOTICE that, this suit will be listed before His Honour Judge Shri M. Mohiuddin M.A in Court Room no. 2 on 03 December 2024 at 11:00 am or anytime thereafter for the following relief :

a. That the Defendant Nos. 1 to 4 be ordered and decreed to pay jointly and severally to the Plaintiff the sum of Rs. 5,95,700.08/- (Rupees Five Lakh Ninety Five Thousand Seven Hundred and Eight Paisa Only) as per the particulars of claim (Exhibit – O) with further interest @ 2% p.m. compounded with monthly rests from the date of filing of the suit till actual payment and/or realization.

b. Costs

c. Such other and further reliefs as this Hon'ble Court may deem fit and proper.

Dated this 27 day of November, 2024

SSB LEGAL & ADVISORY,
Advocate for Plaintiff,
Address : 3rd Floor, Buona Casa,
Homji Street, Fort,
Mumbai- 400001
Mob. No 9833106022
Email Address : filing@ssbadvisory.in

Sealer
This 27 day of November, 2024

for **Registrar.**
City Civil Court,
Dindoshi

To,
1.M/s. Bulls Brothers Commodity Private Limited
2.Mr. Manish Kumar Singh

সুতিতে পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৯ নভেম্বর ঃ বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার গাজীপুর এলাকার যুবক রাজিবুল সেখ ও আহত আর এক বন্ধু। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে জঙ্গিপুর থেকে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আহিরন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। জখম হয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরো একজন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম রাজিবুল সেখ (২৮)। তার বাড়ি সুতি থানার গাজীপুর। জখম যুবকের নাম অলিউল সেখ। তার বাড়িও গাজীপুর গ্রামে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই যুবক। বুলেট বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়েই ঘটে এমন মর্মান্তিক ঘটনা। অন্যদিকে একইদিনে সুতি থানার অজগরপাড়া সংলগ্ন রামডোবা জাতীয় সড়ক এলাকায় আরো একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ইঞ্জিন ভ্যান চালকের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ইঞ্জিন ভ্যান চালকের নাম রফিকুল সেখ (৪১)। তার বাড়ি সুতি থানার ডিহিগ্রামে। বীরভূমের রাজগ্রাম থেকে পাতা তামাক আনলোড করে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে দুর্ঘটনা।

অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_৬_টিআরডি_১২_২০২২-২৩ তারিখঃ ২৭-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ টিএসএস কাটিহারে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, সিঙ্গল ফেজের ১৩২/২৭ কেভির অতিরিক্ত পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯৪,১১,৬৪১.৮৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জেড ডিইই/টিআরডি এণ্ড ডিআরএম/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GENERAL CAUTION

PUBLIC AT LARGE is hereby informed that **www.creditgateltd.com** is not a website hosted or used by Credit Gate Private Limited and Credit Gate Private Limited shall have no accountability for any transaction on **www.creditgateltd.com.** Credit Gate Private Limited does not have any office at 27, Vivekananda Road Kolkata, West Bengal, 700027 India.

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
TENDER
NIT(e)/32/NOVEMBER-02/2024-25
Memo No.: 3268/MC-11 Date: 29.11.2024

Online Tenders are invited by the Chairman on behalf of the Naihati Municipality through electronic tendering (e-tendering) for the 13 Nos. works from eligible and resourceful Companies/Firms/Contractors having sufficient credential and financial capability for execution of works as depicted hereunder for participating in the tender. Bid submission start date & time (online): **30.11.2024 after 9:00 Hrs**. Bid Submission closing date & time (online)-**09.12.2024 after 17:00 Hrs**. Bid opening date & time for Technical Proposals(online): **12.12.2024 after 11:00 Hrs. WB Govt. e-tender website must be followed.**

Sd/- Chairman
Naihati Municipality

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-7/24-25, Dated:-29.11.2024

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 18(Eighteen)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **07/12/2024 at 17.35 Hrs**. Bid opening date: **10/12/2024 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই- দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং
এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০৬-২০২৪

ডিওয়াই প্রধান সংকেত ও টেলিকম প্রকৌশলী টেলি সদর দপ্তর, এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং দরপত্র নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ১. **টেন্ডার নম্বরঃ এন-২৩৫- ৬২ টেলি টেন্ডার ০৬-২০২৪**, ২. **কাজের নামঃ** জিএম অফিস গোরখপুরের ইমার্জেন্সি রেসপন্স রুমে ডিজিটাল অডিও কনফারেন্স সিস্টেমের বিধানের জন্য বিভিন্ন টেলিকম উপাদান সরবরাহ, ইনস্টলেশন, টেস্টিং, কমিশনিং, এন.ই. রেলওয়ে। ৩. **দরপত্রের মূল্যঃ** ২৫৫৪৯০৬.৩৭ (মাত্র পঁচিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয়শ ছয় তেত্রিশ পয়সা), ৪. বিড নিরাপত্তা ঃ ৫১,১০০/-, ৫. অফারের মেয়াদঃ ৬০ দিন, ৬. স্থান, তারিখ এবং দরপত্র বন্ধ ও খোলার সময়ঃ **অফিস ডিএসটিই / টেলি, এন. ই. রেলওয়ে, গোরখপুর। ২৭.১২.২০২৪, ১৫.০০ টায়** ৭. সমাপ্তির সময়কালঃ ০৩ **(তিন) মাস**, ৮. দরপত্রের যেকোনো পরিবর্তনের জন্য, অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীর জন্য ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে দেখুন। ৯. বিস্তারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারের / বিডারদের অবশ্যই তাদের বিডের সাথে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযুক্তি / ফর্ম্যাট / সংযোজন আপলোড করতে হবে।

ডিওয়াই. চিফ সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার / টেলি / এইচকিউ
CPRO/Sig.-73 এন. ই. রেলওয়ে, গোরখপুর
''কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না''

Sealed Quotation invited from resourceful and reputed contractors having experience for outside and stair painting of 11 nos. Buildings of The Purba Co-operative Housing Society Ltd. Purbachal, Cluster-13, Salt Lake, Kolkata 700097 within 30 days from the date of publishing advertisement. Details of work may available at office of the Society located in the society complex. Contact Phone nos: 9433210221, 9830909083, 7980082532.

Secretary,
The Purba Co-operative.

e-Notice Inviting Tender
UCHALAN GRAM PANCHAYAT

It has been informed by **UCHALAN GRAM PANCHAYAT** published 43 Nos "CIVIL WORKS", Scheme NIT notification at various location under Uchalan GP, Raina II Dev. Block, Purba Bardhaman.

- There Scheme of 1 NO CC ROAD & 42 Nos ICDS Repairing, FUND - OSR , NIT/REF, NO- 012/2024-25/0SR/UGP, SL No - (1 to 43), DT-28/11/2024. **wbtenders.gov.in** portal Tender ID is 2024_ZPHD_774888 (1 to 43)
- Bid submission start date - **28/11/2024 at 18.00 hours**, Bid submission end date - **06/12/2024 at 18.00 hours,** Bid opening date - **09/12/2024 8110.15 hours.**
- For details see Wehsite "**http://www.wbtenders.gov.in**" or cont. no - 9732016400/ 9474722432 / 7797568810

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in **2269/BPM/N-177/2024; NIT No.-2270/BPM/N-178/2024; NIT No.-2271/BPM/N-1179/2024; Dated-29/11/2024(Closing date-07/12/2024,11.00 AM)**. For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE

E-TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-2560, Dated-27.11.24 4 NOS OF WORKS (BCW/MAME/5 TH SFC/SBM)**

SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **05.12.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22547904, GL22931650, GL23210500, GL29803840, GL29809045, GL29820121, GL29820122, GL29867054, GL29882434, GL29889437, GL29902602, GL29903256, GL29922014, GL29928999, GL29966926, GL29979429, GL29983774, GL29983827, GL30036593, GL30038352, GL30043698, GL30052521, GL30054437, GL30054763, GL30054949, GL30096301, GL30112156, GL30130281, GL30137665, GL30171221, GL30199833, GL30208914, GL30213111, GL30218312, GL30223625, GL30236694, GL30256649, GL30301465, GL30309578, GL30320363, GL30332057, GL30335942, GL30345879, GL30353785, GL30365740, GL30370582, GL30379048, GL30383702, GL30943197, GL31019098, GL31337896, GL31370981, GL31656896, GL31769112, GL31863811, GL31880347, GL32182202, GL32851794, GL32944557, GL32955201, GL33221651, GL33233570, GL33656639, GL33684673, GL33686912, GL33697755, GL33709201, GL33709675, GL33714712, GL33743023, GL33832653, GL33926370, GL33954927, GL33959085, GL34067074, GL34166229, GL34169129, GL34187276, GL34196857, GL34206311, GL34216322.

শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22951067, GL22967679, GL23473774, GL28227963, GL29880184, GL29905992, GL29993217, GL30008057, GL30033058, GL30054746, GL30066695, GL30072361, GL30084639, GL30084793, GL30225792, GL30358992, GL32152203, GL32173447, GL33917880, GL33943197, GL34207955, GL34218363, GL34245346, GL34303537.

শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22876734, GL22948086, GL24885639, GL29801860, GL29820571, GL29913349, GL29916794, GL29921617, GL29928734, GL29929538, GL29929632, GL29989977, GL30008099, GL30032176, GL30032982, GL30054600, GL30075599, GL30084355, GL30131514, GL30137353, GL30142342, GL30154275, GL30161257, GL30163709, GL30195279, GL30207221, GL30211393, GL30310445, GL30312526, GL30320109, GL30325124, GL30326805, GL30346332, GL30393488, GL31912988, GL31943578, GL31960388, GL32647708, GL32661486, GL32674409, GL32691655, GL33026826, GL33055701, GL33753274, GL33885299, GL33917998, GL33944092, GL33982346, GL34003492, GL34014998, GL34027092, GL34029347, GL34049071, GL34056640, GL34147381.

শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22846474, GL22883869, GL22930658, GL22943426, GL22952661, GL22995666, GL23848974, GL24249355, GL26474225, GL27268658, GL29825095, GL29846795, GL29920514, GL29924022, GL29929214, GL29939452, GL29958246, GL29996686, GL30008346, GL30048484, GL30053430, GL30065724, GL30083454, GL30092834, GL30112124, GL30121859, GL30121978, GL30133270, GL30137875, GL30138203, GL30144673, GL30161534, GL30166742, GL30225994, GL30240107, GL30261047, GL30275469, GL30305496, GL30311586, GL30320405, GL30321353, GL30354658, GL30593298, GL30842817, GL31718654, GL31739011, GL31746084, GL32088501, GL32101817, GL32118431, GL32853556, GL33192821, GL33304912, GL33658040, GL33697433, GL33751603, GL33773230, GL33791458, GL33832964, GL33861381, GL33922626, GL33952756, GL34038916, GL34063033, GL34069500, GL34093174, GL34113007, GL34123934, GL34129195, GL34142357, GL34174637, GL34250498, GL34300229, GL34336569.

শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22856032, GL22932563, GL22995864, GL23131122, GL23173445, GL23190455, GL23579377, GL24007892, GL25825775, GL27452314, GL27685861, GL27784306, GL28472632, GL29084793, GL29989687, GL29990275, GL29993450, GL30008227, GL30008370, GL30008461, GL30013725, GL30177839, GL30183178, GL30222848, GL30392349, GL30477499, GL30563256, GL31746838, GL31863367, GL32085525, GL32563573, GL33496284, GL33512914, GL33563933, GL33651433, GL33679132, GL33701947, GL33873138, GL33949489, GL33969529, GL34026108, GL34048382, GL34060088, GL34183069, GL34194453, GL34194592, GL34216442, GL34217361, GL34240520, GL34257007.

শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22889885, GL22940902, GL22958703, GL23182430, GL23219735, GL24930207, GL28059369, GL28940055, GL29918910, GL29929474, GL30071849, GL30084207, GL30172974, GL30216284, GL30237779, GL30302710, GL30320429, GL30329600, GL30335413, GL30345370, GL30346249, GL30349717, GL30360636, GL30384122, GL31844846, GL31853432, GL31980518, GL32000243, GL32218779, GL32884254, GL32982834, GL33670696, GL33774527, GL33796055, GL33874613, GL33921151, GL33974967, GL33996015, GL34063894, GL34126596, GL34141572, GL34183350, GL34274337, GL34276874, GL34333339.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **30.11.2024**
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **05.12.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল, তালুকা-মেদিনীপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25401366, GL25690804, GL30037670, GL30053191, GL30122909, GL30139393, GL30226527, GL30234575, GL30352544, GL30365460, GL30371042, GL30378713, GL31156311, GL33005546, GL33130481, GL33150052, GL33279931, GL33778231, GL33781760, GL33795947, GL34015069, GL34017331, GL34057917, GL34123106, GL34179036.

শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22919104, GL22983282, GL23036567, GL23063318, GL27649177, GL28132216, GL29484529, GL29941721, GL29958362, GL30052865, GL30070876, GL30083575, GL30099884, GL30114037, GL30172541, GL30177791, GL30218158, GL30236043, GL30357147, GL32246291, GL33736644, GL33925843, GL33971153, GL33997086, GL34051810, GL34095324, GL34112736, GL34192922, GL34198565, GL34216458, GL34233079.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা– কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23037205, GL23052833, GL23062839, GL23411551, GL27074772, GL28142794, GL29923125, GL29928881, GL30044140, GL30053339, GL30100653, GL30111376, GL33699280, GL33703149, GL34003139, GL34120484, GL34246599.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21276028, GL22925526, GL23069742, GL29828117, GL29846402, GL29879178, GL30039058, GL30053412, GL30092824, GL30111445, GL30130289, GL30137798, GL30261098, GL30275685, GL30309222, GL31266117, GL34056024.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-কেশপুর সোহো জিএল, তালুকা-কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL34037867.

শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30031666, GL30054497, GL30166916, GL30176897, GL30389334, GL33703547, GL33936304, GL34016334, GL34326874.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **30.11.2024**
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **05.12.2024 তারিখে দুপুর 2 টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **16.12.2024** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং ব অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **মালদা-রথবাড়ি এনএইচ 34 জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, মালদা রথবাড়ি, 1ম তলা, এনএইচ 34, রিমঝিম ফ্যাশনের পাশে, মালদা, পিন 732101, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: চাঁচল-বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - চঞ্চল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23144001, GL29887552, GL29887667, GL29902302, GL29903005, GL30013073, GL30052653, GL30143372, GL30161533, GL30197877, GL30211232, GL30219768, GL30284232, GL30493735, GL30513781, GL31193835, GL31792525, GL31799305, GL31899053, GL32117934, GL32209116, GL33849925, GL34027741, GL34049285.

শাখার নাম: গাজোল-মালদা জিএল, তালুকা – গাজোল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22944732, GL23618514, GL25966341, GL28798760, GL29826732, GL29846129, GL29918911, GL29928957, GL29969349, GL29983681, GL30133207, GL30248675, GL30259246, GL30275459, GL30327905, GL30356105, GL30528353, GL31353615, GL31842613, GL31853097, GL31909937, GL31933151, GL31973396, GL32050620, GL32071961, GL32354946, GL33546190, GL33566919, GL33843394, GL33927649, GL33927975, GL33946936, GL33970195, GL34000026, GL34017093, GL34021199, GL34072972, GL34226206, GL34246695, GL34269071, GL34323069.

শাখার নাম: মালদা-কালিয়াচক জিএল, তালুকা - কালিয়াচক
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22014254, GL22908865, GL22951525, GL22967536, GL22989414, GL23060715, GL23091608, GL23130223, GL23152843, GL23161787, GL23305305, GL23465508, GL23787706, GL25279177, GL27034900, GL29802599, GL29808336, GL29809312, GL29809437, GL29814860, GL29819918, GL29819963, GL29819991, GL29820065, GL29820315, GL29863266, GL29872547, GL29881044, GL29883035, GL29902886, GL29903123, GL29919714, GL29928819, GL29974107, GL29974786, GL29983396, GL29983965, GL30015529, GL30064533, GL30070309, GL30071585, GL30076029, GL30083525, GL30083531, GL30083651, GL30084212, GL30091710, GL30093182, GL30111934, GL30112162, GL30117256, GL30137371, GL30152612, GL30154179, GL30161501, GL30162639, GL30165460, GL30167433, GL30174569, GL30226248, GL30227151, GL30234813, GL30263395, GL30263837, GL30264712, GL30268565, GL30275382, GL30275932, GL30275993, GL30276202, GL30281282, GL30282292, GL30298276, GL30321176, GL30366935, GL30383736, GL30396212, GL30403499, GL30556893, GL30844248, GL30844438, GL30870902, GL31235130, GL31772247, GL32149339, GL32333294, GL32343162, GL32432751, GL32442027, GL32460125, GL32898905, GL33638220, GL33674081, GL33719437, GL33721508, GL33751841, GL33755110, GL33790916, GL33839153, GL33846952, GL33873176, GL33925181, GL33971958, GL33975044, GL33975924, GL33996028, GL33996265, GL33997077, GL34002080, GL34021236, GL34050880, GL34091432, GL34113324, GL34195634, GL34203381, GL34217153, GL34251638, GL34278794, GL34304444.

শাখার নাম: মালদা-মঙ্গলবাড়ি জিএল, তালুকা - পুরাতন মালদা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18814995, GL22905882, GL22913338, GL22983405, GL23289465, GL23983980, GL29861986, GL29871952, GL30001698, GL30011775, GL30124519, GL30137593, GL30244886, GL30331798, GL30345886, GL30390708, GL31502471, GL31688629, GL31953994, GL32062049, GL32126896, GL32147654, GL32753402, GL32774455, GL33359204, GL33686460, GL33698300, GL33734116, GL33780522, GL33813355, GL33813728, GL33960447, GL34097713, GL34114403, GL34146068, GL34162567, GL34186772, GL34209033, GL34209361, GL34232066, GL34339666.

শাখার নাম: মালদা-মানিকচক, তালুকা - মানিকচক
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28440210, GL29814906, GL29820088, GL29935556, GL29959537, GL29990149, GL30008419, GL30167085, GL30287237, GL30334931, GL30346863, GL33653192, GL33678974, GL34008518, GL34145088, GL34276025.

শাখার নাম: মালদা-নালাগোলা বাস স্ট্যান্ড সোহো জিএল, তালুকা - গঙ্গারামপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29831572, GL29841306, GL29849016, GL29948186, GL29959026, GL30050729, GL30056036, GL30074199, GL30087142, GL30144393, GL30160721, GL30242008, GL30280486, GL30333169, GL30346384, GL30848184, GL31895693, GL32111790, GL32630528, GL32636850, GL33649566, GL33679117, GL33750152, GL33773146, GL33783226, GL33923004, GL33923472, GL34302473.

শাখার নাম: মালদা-রথবাড়ি এনএইচ 34 জিএল, তালুকা - ইংলিশবাজার
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22893031, GL22932577, GL22947581, GL22948302, GL23024443, GL23042760, GL23045640, GL23300556, GL23623839, GL23918674, GL25954697, GL25975252, GL28264535, GL28508027, GL28571638, GL28858560, GL29811401, GL29821582, GL29829482, GL29838467, GL29846782, GL29865649, GL29873400, GL29939616, GL29945351, GL29958636, GL29959329, GL29970667, GL29983692, GL30002151, GL30008672, GL30021574, GL30071218, GL30084393, GL30096420, GL30096460, GL30111645, GL30203087, GL30211979, GL30228811, GL30247843, GL30248177, GL30248660, GL30269130, GL30275682, GL30289141, GL30328567, GL30335717, GL30345893, GL30352724, GL30360643, GL30385405, GL30387957, GL30649775, GL31023360, GL31788432, GL31800672, GL31861813, GL31898687, GL31940463, GL31963165, GL32211217, GL33050423, GL33674213, GL33692828, GL33717185, GL33742793, GL33792613, GL33831110, GL33861316, GL33873814, GL33963270, GL33972542, GL33996268, GL34000996, GL34007202, GL34022548, GL34033737, GL34056129, GL34178666, GL34224039, GL34260679, GL34274707, GL34296212, GL34321176, GL34326503, GL34330145, GL34330336, GL34333640.

শাখার নাম: মালদা-সামসি সোহো জিএল, তালুকা – রাতুয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30173606, GL30273203, GL30354217, GL30375397, GL30387246, GL31871841.

শাখার নাম: মালদা সুজাপুর জিএল, তালুকা - কালিয়াচক
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23046351, GL23173461, GL29948221, GL29958365, GL30249793, GL30289169, GL30289623, GL30392863, GL32078080, GL32089470, GL32098019, GL33732928, GL33755402, GL33787266, GL33963817, GL34077106, GL34146358, GL34202958, GL34207872, GL34231469, GL34340120.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: **30.11.2024**
স্থান: মালদা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

রাহানের লড়াই ব্যর্থ, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হিরো নিলামে অবিক্রিত সলমন নিজার

হায়দরাবাদ, ২৯ নভেম্বরঃ আইপিএলে নাইট জার্সি গায়ে চাপানোর আগে ছন্দে অজিঙ্ক রাহানে। তাও তিনি অবশ্য জেতাতে পারলেন না মুম্বইকে। শ্রেয়স আইয়ারের দলকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে হারের তেঁতো স্বাদ দিলেন কেরলের ৯৯ নট আউট সলমন নিজার। তিনি আবার এ বারের আইপিএলের মেগা নিলামে অবিক্রিত থেকে গিয়েছেন। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে ৫ উইকেটে ২৩৪ রান তোলে কেরল। রাহানে ৬৮ রানের লড়াকু ইনিংস উপহার দেন। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রান তোলে মুম্বই। যার ফলে ৪৩ রানের ব্যবধানে জয় কেরলের। শ্রেয়সের টিমের বিরুদ্ধে ওপেনিংয়ে নেমে ৪এ ফেরেন সঞ্জু স্যামসন। তাঁর উইকেট তোলেন শার্দূল ঠাকুর। অপর ওপেনার রোহন কুন্নুমালকে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দুরন্ত ছন্দে দেখা যায়। ৪৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেলার পথে তাঁর ব্যাটে আসে ৫টি চার ও ৭টি ছয়। তিনি ছাড়া টপ অর্ডারে মহম্মদ আজহারউদ্দিন ১৩ করেন। সচিন বেবি ৭ করে আউট হন। পাঁচে নেমে

৪৯ বলে ৯৯ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন সলমন। কেরলের ইনিংসের শেষ ওভারে শার্দূল ঠাকুরের বিরুদ্ধে সলমন ৩টি ছয় ও ১টি চার মারেন। তাঁর ও রোহনের ইনিংসের সুবাদে ২৩৪ রান তোলে কেরল। শার্দূল ছাড়া মুম্বইয়ের হয়ে ৪ উইকেট তোলেন মোহিত অবস্থি। মুম্বইয়ের হয়ে রান তাড়া করতে নেমে চলেনি পৃথ্বী শ-র ব্যাট। ১৩ বলে ২৩ করেন তিনি। মহারাষ্ট্র ম্যাচে শূন্যে আউট হয়েছিলেন। এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাতে সফল হননি। অপর ওপেনার অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ১৬ রান করেন। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ১৮ বলে ৩২ রান করেন। চারে নামা রাহানে ৩৫ বলে ৬৮ করেন। এরপর শামস মুলানি (৫), সূর্যাংশ (৯), শার্দূল (৩), তনুষ (১) কারও ব্যাট চলেনি। রাহানে আউট হওয়ার পর দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে মুম্বই। তার মাঝে হার্দিক তোমার ২৩ রান করেন। শেষ অবধি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯১ রানে থামে মুম্বই। কেরলের হয়ে ৪টি উইকেট নেন এমডি নিধিশ। ২টি করে উইকেট বিনোদ কুমার ও আব্দুল বসিতের। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন ১ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হওয়া সলমন।

বাগানের বিরুদ্ধে কোন পরীক্ষা ব্যাখ্যা ওয়েন কোয়েলের

চেন্নাই, ২৯ নভেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শনিবাসরীয় লড়াইয়ে চেন্নাইয়িন এফসি গতবারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য লড়াই করতে মাঠে নামবে। কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচটি দক্ষিণী দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাঁরা তাদের গতিরেখা ফিরে পেতে চায় এবং প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায়। এই ম্যাচে নিজেদের পরীক্ষা নিয়ে ব্যাখ্যা চেন্নাই কোচ ওয়েন কোয়েলের। চেন্নাইয়িন এফসি কোচ ওয়েন কোয়েল ম্যাচের আগে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, ''এটা আমাদের জন্য এক দুর্দান্ত সুযোগ, যাতে আমরা আমাদের সেরা খেলাটা আবার ফিরে পেতে পারি। গত ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে আমরা কিছু বড় সুযোগ মিস করেছি এবং নিজেদের ভালো পারফরম্যান্স থেকে অনেক দূরে ছিলাম। আমাদের সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে, মোহনবাগানের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে হবে, কারণ তারা আমাদের পরীক্ষায় ফেলবে।''

দ্বিতীয় টেস্টের আগে বিরাটকে নিয়ে 'বিস্ফোরক' বুমরা

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বরঃ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেট দল একটি দুর্দান্ত জয় লাভ করে ইতিহাস গড়েছে দীর্ঘ ১৬ বছর পর। পার্থে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ২৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে। এই জয়টি ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কারণ এটি ছিল বিরাট কোহলির শাপমুক্তির মুহূর্ত। ৪৯২ দিন পর বিরাট কোহলি আবার তাঁর সেঞ্চুরি ফিরিয়ে এনেছেন, যা শুধু তার জন্য নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও একটি বড় উপলক্ষ। এবার তাঁকে নিয়ে বিস্ফোরক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারতীয় পেসার তথা এই টেস্টের অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা। প্রথম ইনিংসে কিছুটা চাপে পড়লেও ভারতীয় দল পরবর্তী সময়ে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে দারুণভাবে পরাজিত করে। বিরাট কোহলির শতক সেই দিনটির সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। দীর্ঘ ৪৯২ দিন পর বিরাট আবার সেঞ্চুরি করে, যেন ক্রিকেটের পুরোনো শক্তি ফিরে পেয়েছেন। তাঁর এই শাপমুক্তি শুধু তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং পুরো ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এদিকে, ভারতীয় দলের পেস বোলার জসপ্রীত বুমরা বিরাট কোহলি সম্পর্কে বলেছেন, ''বিরাট কোহলির দরকার আমাদের নয়, বরং আমাদের দরকার বিরাট কোহলিকে।'' বুমরার এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, বিরাট কোহলির অবদান শুধুমাত্র তার ব্যাটিং ক্ষমতার জন্য নয়, তার অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের গুণের জন্যও অপরিহার্য। কিন্তু এই জয়টি শুধু বিরাটের সেঞ্চুরির জন্যই নয়, ভারতীয় দলের জন্য আরও অনেক কিছু নিয়ে এসেছে। ২৯৫ রানের এই বিশাল জয়ের ফলে ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বাড়ে। বিরাট কোহলি এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করেছেন, এবং এক সেঞ্চুরির মাধ্যমে তিনি শুধু নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতাই নয়, তার শাসনের জায়গাটাও আবার ফিরিয়ে এনেছেন। বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি রিকি পন্টিং একবার বলেছিলেন, গত পাঁচ বছরে কোহলির দুই সেঞ্চুরি ছাড়া অন্য কেউ এই দলের সুযোগ পেত না। এই মন্তব্যের পর কোহলি নিশ্চুপ ছিলেন। দেশের মাটিতে যখন তার ব্যাট খরায় পড়েছিল, তখন অনেকেই মনে করেছিল, তার ক্যারিয়ার হয়তো শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু বিরাট কোহলি কখনও সেই সংকীর্ণ ধারনার মধ্যে আটকে পড়েননি। তিনি চুপচাপ অপেক্ষা করেছেন, এবং স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ফিরেই রাজা হয়ে ফিরে এলেন। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মিচেল জনসনও বিরাট কোহলির কাছ থেকে সেঞ্চুরি দেখতে চেয়েছিলেন। তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো, বিরাট এক সেঞ্চুরির মাধ্যমে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। তিনি আবারও প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি এখনও সেরা। এই ম্যাচের পর, ভারতের সামনে এখন অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্টের চ্যালেঞ্জ। ৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া গোলাপি বলে এই টেস্টটি হবে বিশেষ চ্যালেঞ্জ। তবে ভারতীয় দল এবার দৃঢ় প্রত্যয়ে মাঠে নামবে, বিশেষ করে বিরাট কোহলির ফিরে আসা এবং তার দুর্দান্ত ফর্ম দেখে। টিম ইন্ডিয়া এবার আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। পরিশেষে, পার্থের এই জয় ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিরাট কোহলির শাপমুক্তি এবং দলীয় ঐক্যের মাধ্যমে ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার আশা আবার জেগে উঠেছে।

মেসিকে ২০২৬ পর্যন্ত রাখতে চায় মায়ামি

ফ্লোরিডা, ২৯ নভেম্বরঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির আগমন ছিল ঐতিহাসিক এক ঘটনা। মেসির আগমন আমূল বদলে দিয়েছে দেশটির ফুটবলকে। জনপ্রিয়তা, অর্থনীতি এবং মর্যাদার দিক থেকেও যুক্তরাষ্ট্রে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে খেলাটি। ২০২৩ সালের জুনে মায়ামির সঙ্গে আড়াই বছরের চুক্তি সম্পন্ন করেন মেসি। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের মরসুম শেষ হওয়া পর্যন্ত মায়ামির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। আর চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছরটাই হতে যাচ্ছে মায়ামিতে মেসির শেষ বছর। এখন নতুন মরসুম শুরু হওয়ার আগেই মায়ামিতে মেসির চুক্তি নবীকরনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, মেসির সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি নবীকরনের জন্য এখন দর-কষাকষি করছে মায়ামি। শেষ পর্যন্ত এই দর-কষাকষি ফলপ্রসূ হলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেসিকে দেখা যাবে মায়ামিতে। এরই মধ্যে মেসিকে ধরে রাখার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন ক্লাবটির অন্যতম মালিক হোর্সে মাস। বলেছেন, তাঁদের ইচ্ছা মেসিকে ২০২৬ পর্যন্ত ধরে রাখা। এখন পর্যন্ত চুক্তি পাকা না হলেও যেকোনো মুহূর্তে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে বলে মনে করেছেন এএস। শুধু এএসই অবশ্য নয়, আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসও জানিয়েছে, মেসিকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মায়ামি। পাশাপাশি মায়ামিতে মেসি ভালো আছেন বলেও জানা গেছে। মেসির সঙ্গে মায়ামির চুক্তি বাড়ানোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত হতে পারে হাভিয়ের মাচেরানোর ক্লাবটিতে কোচ হয়ে আসা। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন কোচ জেরার্দো মার্তিনোর বিদায়ের পর ক্লাবটির নতুন কোচ করা হয়েছে আরেক আর্জেন্টাইন ও মেসির সতীর্থ মাচেরানোকে। অনেকের ধারণা সাবেক এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের কোচ হয়ে আসার পেছনে বিশেষ প্রভাব আছে মেসির। তেমনটা হলে মেসির চুক্তি বাড়ানোর বিষয়টিও একেবারে অযৌক্তিক নয়। ২০২৬ সালের শেষ পর্যন্ত মেসির মায়ামিতে থাকার আরেকটি বড় কারণ হতে পারে বিশ্বকাপ। ২০২৬ বিশ্বকাপের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। যেখানে মেসিকে চান আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনিসহ দলের খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন সময় মেসি নিজেও বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর মেসি যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ খেলেন, তবে তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে থাকাটা আর্জেন্টিনাকে বাড়তি সুবিধা দেবে। এখন শেষ পর্যন্ত মেসির চুক্তি নিয়ে নতুন কোনো খবর আসে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

আইপিএলে দল না পেয়ে অবসর সিদ্ধার্থের

চণ্ডীগড়, ২৯ নভেম্বরঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে অন্যতম সফল পেসার। খেলেছেন ভারতীয় দলের হয়েও। তবে দেশের জার্সিতে শেষ সুযোগ পেয়েছিলেন প্রায় ৬ বছর আগে। ফেরার সম্ভাবনাও নেই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও শেষ বার খেলেছেন ২০২২ সালে। তাও মাত্র একটি ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসার। এ বারও মেগা অকশনে নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও দল আগ্রহ না দেখানোয় নামই ডাকা হয়নি। ভরসা ছিল সেই ঘরোয়া ক্রিকেট। সদ্য রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছিলেন পঞ্জাবের এই ক্রিকেটার। সব দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট থেকেই অবসর নিলেন পেসার সিদ্ধার্থ কউল। তাঁর লক্ষ্য বিদেশে খেলা। ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম পরিচিত মুখ সিদ্ধার্থ কউল। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে ২০০৮ সালে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারতের চ্যাম্পিয়ন টিমেরও সদস্য। পরবর্তীতে জাতীয় দল এবং আইপিএলেও এক টিমের খেলার সুযোগ হয়েছে। দেশের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে মিলিয়ে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র ৬ ম্যাচ খেলার। টি-টোয়েন্টিতে তিন ম্যাচে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে ১৪৫ ম্যাচে ১৮২ উইকেট নিয়েছেন সিদ্ধার্থ। ম্যাচে সেরা বোলিং পরিসংখ্যান ১২ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট। ২০২৩-২৪ মরসুমে পঞ্জাব প্রথম বার সৈয়দ

মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ১০ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ কউল। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে সাক্ষাকাৎরে সিদ্ধার্থ বলেছেন, ''আমি মনে করি, এখনও ৩-৪ বছর খেলার দক্ষতা রয়েছে। পারফরম্যান্স কিংবা ফিটনেসের কারণে বাদ পড়ার চেয়ে আগে থেকেই মাথা উঁচু করে সরে দাঁড়াতে চাই। গত ৯-১০ বছর আমার পারফরম্যান্স বলছে, ধারাবাহিক ভালো খেলেছি।'' ভারতীয় ক্রিকেটে অবসর নিয়ে কাউন্টি ক্রিকেট এবং মেজর লিগ ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে বিরাট কোহলির সতীর্থর।

ফিফা বর্ষসেরার দৌড়ে রদ্রি, ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে আছেন মেসিও

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার 'দ্য বেস্ট'-২০২৪-এর মনোনয়ন প্রকাশ করেছে ফিফা। ছেলেদের ফুটবলে মনোনীত ১১ খেলোয়াড়ের মধ্যে ভিনিসিয়ুস, রদ্রি, কিলিয়ান এমবাপেদের সঙ্গে আছেন লিওনেল মেসিও। এ নিয়ে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার দেওয়া 'দ্য বেস্ট' পুরস্কারে ৯ বারই মনোনয়ন পেলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। মেসি সর্বশেষ দুই বছরসহ তিনবার দ্য বেস্ট জিতেছেন। তবে ইন্টার মায়ামিতে খেলা আর্জেন্টাইন মহাতারকা চলতি বছরের ব্যালন ডি'অর পুরস্কারে ৩০ জনের মনোনয়ন তালিকাতেও ছিলেন না। দ্য বেস্ট পুরস্কারে 'ফিফা মেন'স প্লেয়ারের পাশাপাশি আরও ১০টি পুরস্কারের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগে বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে আছে বর্ষসেরা কোচ, বর্ষসেরা গোলকিপার, বর্ষসেরা একাদশ ও বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার। এ ছাড়া আছে ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড। এই পুরস্কারগুলোর প্রতিটিতে ভক্ত-

সমর্থকেরা ভোট দিতে পারেন। সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচ ও সেরা গোলকিপারে দর্শকদের ভোট মোট ভোটের চার ভাগের এক ভাগ। বাকি তিন ভাগ দেবেন ফিফা সদস্যদেশগুলোর অধিনায়ক, কোচ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা। সেরা গোল ও সেরা একাদশে ভক্ত-সমর্থকদের ভোটের হার অর্ধেক। ভোট দেওয়া যাবে ফিফা ওয়েবসাইটে, ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের ফিফা দ্য বেস্টে বর্ষসেরা ১১ খেলোয়াড় হচ্ছেন জুড বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, দানি কারভাহাল, আর্লিং হলান্ড, টনি ক্রুস, রদ্রি, মেসি, ফেদেরিকো ভালভের্দে, ফ্লোরিয়ান রিজ ও লামিনে ইয়ামাল। তাঁদের মধ্যে ২০২৪ ব্যালন ডি'অর জিতেছেন রদ্রি, ভিনিসিয়ুস দ্বিতীয় ও বেলিংহাম তৃতীয় হন। ছেলেদের বিভাগে বর্ষসেরা কোচের মনোনয়ন পেয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি, লিওনেল স্কালোনি, লুই দে লা ফুয়েন্তে, পেপ গার্দিওলা ও জাবি আলোনসো। ফিফা জানিয়েছে, মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ব্যালন ডি'অরে ৩০ জনের তালিকায়ও জায়গা না পাওয়া মেসিকে দ্য বেস্টের সেরা ১১-তে রাখার বিষয়ে ফিফার ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে, 'বয়স ৩৭ হয়ে গেলেও ইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টিনা দলে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন মেসি। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক পারফরম্যান্সে ২০২৩ লিগস কাপের পর মায়ামি ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে, যেটি এসেছে এমএলএস দলগুলোর মধ্যে রেকর্ড গড়ে। এ ছাড়া এ সময়ে মেসির নেতৃত্বে কোপা আমেরিকা জিতেছে আর্জেন্টিনা, আর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে তিনি বছর শেষ করেছেন সর্বোচ্চ ৬ গোল নিয়ে।'

নেটে ফিরলেন প্রিন্স, ক্যানবেরায় খেলবেন গিল?

ক্যানবেরা, ২৯ নভেম্বরঃ অ্যাডিলেডে হতে চলা দিন-রাতের ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে ভারতীয় শিবিরে সুখবর। নেটে ফিরলেন ভারতের তরুণ তুর্কি শুভমন গিল। ব্যাট হাতে তাঁর অনুশীলনের ছবি-ভিডিয়ো ঘুরছে নেটদুনিয়ায়। শনিবার, ৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। এই প্রস্তুতি ম্যাচ ২ দিনের। ক্যানবেরায় যদি এ বার শুভমন গিলকে খেলতে দেখা যায়, তা হলে অনেকটা পরিস্কার হবে যে তিনি অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশে ঢোকার সুযোগ পাবেন কিনা। পারথ টেস্ট শুরু হওয়ার আগে ভারত-এ টিমের বিরুদ্ধে প্র্যাক্টিস ম্যাচ চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন শুভমন গিল। ফিল্ডিং করতে গিয়ে বুড়ো আঙুলে চোট লাগে তাঁর। সেই চোটের কারণে পারথে বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলা হয়নি। এরপর মাঝে মাঝেই শোনা গিয়েছে, ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দিন-রাতের টেস্টে খেলা হবে না গিলের। জানা গিয়েছিল, তাঁর আঙুলের স্ক্যান

রিপোর্টও নাকি খুব ইতিবাচক বার্তা দিতে পারেনি। এ বার নেট প্র্যাক্টিসে গিল যে ভাবে ডুব দিয়েছেন, তাতে তিনি যে মাঠে ফিরতে মরিয়া বোঝাই যাচ্ছে। অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশে যে বদল হবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। কারণ এই টেস্টে ফিরবেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। শুভমনও যদি ফিট প্রমাণ করতে পারেন, তা হলে তিনে দেখা যাবে তাঁকে। আপাতত ক্যানবেরায় নেটে অনুশীলনের সময় ছন্দেই দেখা গিয়েছে গিলকে। তাঁর হাতে কোনও ব্যান্ডেজ, টেপ কিছুই দেখা যায়নি। এ বার দেখার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ২দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে পুরোটা শুভমন খেলেন কিনা। এবং তারপর ৬ ডিসেম্বর বর্ডার গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের একাদশে সুযোগ পান কিনা।

ভারতীয় দল যাচ্ছে না পাকিস্তান স্পষ্ট জানিয়ে দিল বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্তানে (গুজ্ঝঠ্টক্তজ্বঢ) আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ খেলতে যাওয়া নিয়ে চলছে তীব্র আলোচনা। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে শুক্রবার একটি বড় ঘোষণা আসে, যেখানে জানানো হয় যে, ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। এর পেছনে মূল কারণ হিসেবে সেদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি উঠে এসেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট করেন, ভারতীয় ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ খেলতে পাকিস্তান যাচ্ছে না, সেখানের নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়, এর আগেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছিল যে, পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার অনুমতি তারা ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে পায়নি। পাকিস্তানে নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত, এবং সেক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই পরিস্থিতি থেকে সেখানকার ক্রিকেট বোর্ড ও দুই দেশের ক্রিকেট মহলের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যযুদ্ধও চলছে।

বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া! দাবি তাদের প্রাক্তনীর

সিডনি, ২৯ নভেম্বরঃ দীর্ঘ এক বছর ধরে বিরাট কোহলির টেস্ট পারফরম্যান্স নিয়ে নানা নেতিবাচক প্রশ্নই উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ঘরের মাঠেও তাঁর পারফরম্যান্স ভালো ছিল না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভারত জিতলেও বিরাটের পারফরম্যান্স ছিল স্ক্যানারেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজে ক্লিনসুইপ হওয়ার ক্ষেত্রে সুপারস্টারদের খারাপ পারফরম্যান্সও দায়ী। অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে চরম অস্বস্তিতে ছিলেন বিরাট কোহলি। পারথ টেস্টে প্রথম ইনিংসে হতাশা। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত সেঞ্চুরি। যদিও তা নিয়ে বিরাটকে নয়, কামিন্সদের 'কৃতিত্ব' দিচ্ছেন অজি কিংবদন্তি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের নামকরণ দুই কিংবদন্তিকে নিয়ে। ভারতের সুনীল গাভাসকর এবং

অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডার। সেই অজি কিংবদন্তিই বলছেন, বিরাট কোহলিকে সেঞ্চুরির সুযোগ করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াই! দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর পর টেস্ট সেঞ্চুরি করা বিরাট কোহলিকে নিয়ে অজি কিংবদন্তি অ্যালান বর্ডার বলছেন, ''আমরা যে ভাবে কোহলিকে সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে দিলাম, এতে আমি চূড়ান্ত হতাশ। ওর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোনও চেষ্টাই দেখা যায়নি।'' প্যাট কামিন্সের নেতৃত্ব নিয়েও হতাশার কথা শুনিয়েছেন। সঙ্গে যেন সতর্কবার্তা। বিরাট কোহলির আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া মানে যে অস্ট্রেলিয়ার সমস্যা বাড়বে, এ আর নতুন করে বলার নেই। অ্যালান বর্ডার আরও যোগ করেন, ''বিরাট কোহলিকে সিরিজের বাকি ম্যাচে এরকম আত্মবিশ্বাসী দেখতে চাই না।'' ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে প্যাট কামিন্সের পরিকল্পনায় নানা গলদ ছিল বলেই মনে করেন। আর সেই ভুলের কারণেই বিরাট ছন্দে ফিরেছে বলেও দাবি বর্ডারের।

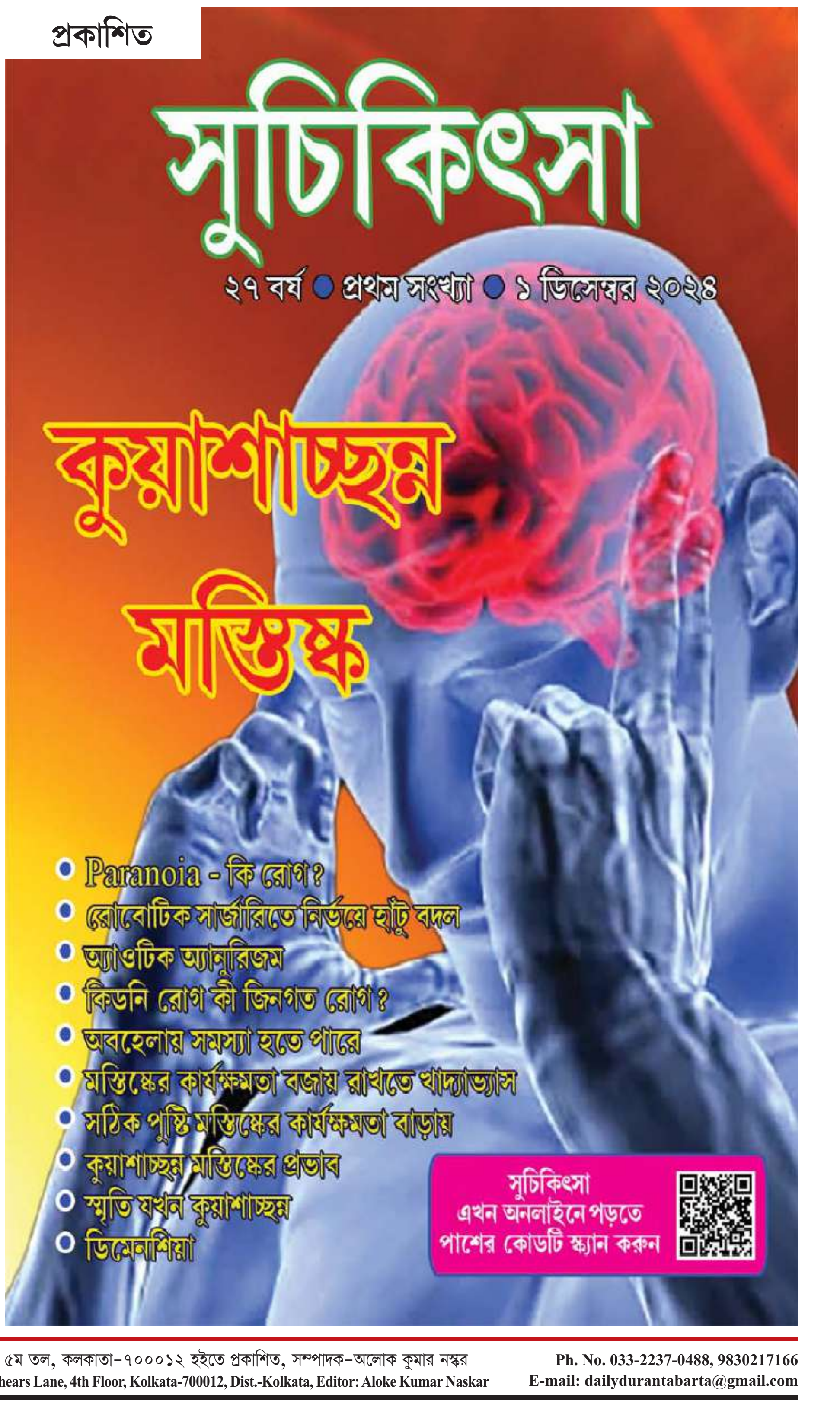

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com